পাণ্ডব গোয়েন্দা ২৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছত্রিশ অভিযান

এমন চৈত্রমাস কখনও আসেনি। রোদ্দুরে উত্তাপ নেই। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় বিদায় নিতে গিয়েও ঋতুরাজ যেন থমকে দাঁড়ায়। কী সুন্দর এখনকার এই দিনগুলি! প্রকৃতির বুকে এখন অজস্র বংবাহার। পথের ধারে, মিত্তিরদের বাগানে, পার্কে কৃষ্ণচূড়াবা লালে লাল। এখানেই যদি এই, তো পাহাডতলিতে কী?

রোজকার অভ্যাসমতো একটু বেলার দিকে মিত্তিবদের বাগানে পায়চারি করতে করতে সেই কথাই ভাবছিল বাবলু। মনটা ওর বারেবারে হারিয়ে যাচ্ছিল কল্পনার জগতে। বাগানের এক কোণে একটি কৃষ্ণচূড়াকে লালে লাল দেখে ও ভাবছিল ফাল্গুনে আগুন লাগা টিলা পাহাডের দেশে যে পুষ্পিত বনভূমি, এই শেষ চৈত্রেও তা কতই না সুন্দর! সেই সুন্দবের দেশে, যেখানে আনন্দধাবা বহিছে ভুবনে, এই মুহূর্তে সেখানে চলে যেতে মন চায়। হঠাৎ মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক বুনো পাখি কলকল করে উড়ে যেতেই কেমন যেন উদাস হয়ে যায় ও। ওই মুক্ত বিহঙ্গরা কি ডাক দিয়ে গেল ওকে? আর তা হলে ঘবে থাকা নয়! এই একঘেয়েমিকে দূর কবতে কোথাও-না-কোথাও যেতেই হবে এবার।

কিন্তু কোথায যাবে?

কোথায় যে যাবে সে-কথাই ভাবতে লাগল বাবলু। এই ব্যাপারে আলোচনা করবে যাদের সঙ্গে, তারা কেউ-ই নেই। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, কেউ না। এমনকী, পঞ্চুও নেই ধারেকাছে।

বাচ্চু-বিচ্ছুর গানের পরীক্ষা, তাই ওরা গেছে পবীক্ষা দিতে। বিলু আর ভোম্বল গেছে চ্যাটার্জিহাটে বিলুর এক বন্ধুর বাডিতে। কিন্তু পঞ্চুটা গেল কোথায়? তার সাড়াশব্দ নেই কেন?

বাবলু যখন কোনও কিছু ভেবে না পেয়ে নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্য পকেট থেকে মাউথঅর্গানটা বের করে বাজাতে যাবে, ঠিক তখনই দেখল পঞ্চু উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আসছে।

পঞ্চু কাছে এলে বাবলু একটু ধমকের সুবেই বলল, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ?"

পঞ্চ 'গোঁ-ও-ঔ' করে একবার ধুলোয় গডাগডি খেয়েই বাবলুর প্যান্ট কামডে টানাটানি করতে লাগল। তাবপর 'ভৌ ভৌ' ডাক ছেড়ে যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল আবাব।

বাবলু বুঝল কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই ঘটেছে, না হলে পঞ্চু এইভাবে চলে যাওয়ার পাত্র নয়। তাই ও আর একটুও দেরি না করে বাড়ির দিকে রওনা হল।

বাড়ির কাছাকাছি গিয়েই দেখল সারা গায়ে পাঁক আর কাদামাখা অবস্থায় বিলু, ভোম্বল দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মতো। আর ওর সাধের স্কুটারটা, যেটা ওরাই উপহার দিয়েছিল সেটা বেশ যত্নসহকারে পরিষ্কার কবছে ঘ্যাঁগো। ঘ্যাঁগোটা এ-পাড়ায় নতুন এসেছে। কর্পোরেশনের পরিত্যক্ত একটি শেডে দু'-তিনটি ছেলেকে নিয়ে আস্তানা গেড়েছে। মাতাপিতৃহীন অনাথ সব। কিন্তু চোরচোট্টা নয়। বেশ হাসিখুশি। রাস্তার কাগজ কুডিয়ে পেট চালায়। কেউ ডাকলে টুকিটাকি কাজকর্মও করে দেয়। এর-ওর কাছ থেকে পুরনো জামাপ্যান্ট চেয়েচিন্তে পরে।

বাবলু যেতেই পঞ্চু আনন্দে হাঁকডাক করে লাফালাফি শুরু করে দিল।

বাবলু অবাক বিস্ময়ে বিলু, ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে বলল, "ব্যাপারটা কী! এ কী অবস্থা তোদের?"

ভোম্বল একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ভেতরে যাই।"

বাবলু কিছুই বুঝতে না পেরে ভেতরে ঢুকল। ঢুকেই দেখল প্রায় চার-পাঁচ কেজি ওজনের একটি সুবৃহৎ কাতলা মাছ উঠোনে পড়ে আছে। আর বড় একটা বঁটি নিয়ে সেটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চা খাচ্ছে নাড়ুদা। নাড়ুদা কৈলাস বসু লেনে থাকে। মাছের ব্যবসা করে। হাওড়ার পাইকারি মাছের বাজার থেকে মাছ কিনে সেই মাছ কেটে বিক্রি করে মনসাতলা বাজারে।

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "এ কী! বাড়িতে যজ্ঞি নাকি! এতবড় মাছ কী হবে?"

মা হেসে বললেন, "কী আবার হবে? সবাই মিলে আনন্দ করে খাবি।"

"সে তো খাব। কিন্তু...।"

বাবলু নাড়ুদার দিকে তাকাতেই মুচকি হাসল নাড়ুদা।

বাবলু বলল, "আজ কি বাজারে ধর্মঘট যে, এতবড় মাছটা নিয়ে এসে আমাদের ঘাড়ে চাপালে?"

নাড়ুদা বলল, "আমি চাপালাম? বাইরে গিয়ে বিলু, ভোম্বলের অবস্থাটা একবার দেখে আয়।"

বলতে বলতেই বিলু, ভোম্বল ভেতরে ঢুকল।

বাবলু কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই বিলু বলল, "খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিস, না? আসলে আমার স্কুলের বন্ধু জগাইকে মনে আছে তোর? চ্যাটার্জিহাটে বাড়ি। আজ সকালে ভোম্বলকে নিয়ে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ব্যাতড়ে ওদের একটা পুকুর আছে। সেই পুকুরে মাছ ধবা হচ্ছিল । এই মাছটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছিল না কেউ। হঠাৎ মাছটা জাল থেকে লাফিয়ে ডাঙার কাছে এসে পড়তেই আমি আব ভোম্বল জাপটে ধরি মাছটাকে। তারপব আর কী, মাছ নিয়ে দু'জনে কাদায় পাঁকে হাবুডুবু। ভোম্বল বুদ্ধি কবে ওর কানকোর মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল বলেই ওকে কবজা করা গেল। তা আমার বন্ধুব বাবা বললেন, 'যেভাবে কষ্ট করে মাছটাকে ধরলে তোমরা, তাতে ও মাছ তোমাদেরই প্রাপ্য।' এই বলে মাছটা আমাদের দিয়েই দিলেন। আমরা তখন মনের আনন্দে মাছ নিয়ে চলে এলাম। কিন্তু এতবড় মাছ কাটবে কে! তাই আসবার সময় ধবে আনলাম নাড়ুদাকে।"

সব শুনে বাবলুর আনন্দ দেখে কে? বলল, "তা হলে এক কাজ কর, আজ আমাদের এখানেই সকলের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাটা হোক। তোরা বাড়ি গিয়ে তোদেব মাকে পাঠিয়ে দে। বাচ্চু-বিচ্ছুদেব বাড়িতে খবব দে। গ্র্যান্ড পিকনিক একটা হয়ে যাক এখানেই।"

বিলু, ভোম্বল চলে গেলে বাবলু বাইরে এসে ঘ্যাগোকে বলল, "তোব দলে ছেলে ক'জন।"

"আমবা চারজন। আমাকে বাদ দিলে আরও তিনজন। ঘ্যাচাং, খ্যাচাং আর ফ্যাচাং।"

"সে আবার কী! এ কী নাম তোদেব?"

ঘ্যাগো বলল, "এইরকমই আমাদেব নাম। তোমাদেব মতো কি আমাদের বাবা-মা আছে যে, আদব করে ভাল ভাল নাম রাখবে? আমরা হলুম রাস্তার ছেলে। নিজেরাই নিজেদের নাম দিয়েছি। ওই যে একবাব টিভিতে কী একটা ভূতেব বই হল, তাতে একটা ভূতের নাম হয়েছিল ঘ্যাগো। ওই নামটা আমার খুব পছন্দ হয়ে গেল। তা আমাকেও তো ভূতেব মতো দেখতে, তাই ওই নামটা আমিই নিয়ে নিলাম।"

বাবলু হেসে বলল, "বেশ করেছিস।" বলে ওর হাতে দশটা টাকা দিয়ে বলল, "তোর কাজ শেষ হলে তোব বন্ধুদের নিয়ে চলে আয়। আজ দুপুরে আমাদের এখানে খাবি।"

"ওরা তো সেই ভোরে কাগজ কুড়োতে চলে গেছে। ফিরে আসতে অনেক বেলা হবে।"

"আমাদেরও খাওয়াদাওয়া কবতে দুপুর দুটো।"

ঘ্যাগো উল্লসিত হয়ে বলল, "তবে তো কথাই নেই!" বলে আবার ওর কাজে মন দিল।

বাবলু ভেতরে এসে দেখল নাড়ুদা তখন চা খেয়ে মাছ কাটতে বসে গেছে।

বাবলু মুখ-হাত ধুয়ে ঘরে ঢুকে সবে গা থেকে জামাটা খুলতে যাচ্ছে, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। নিশ্চয়ই বাবার ফোন। আজকের এই আনন্দঘন মুহূর্তে বাবা যদি হঠাৎ কবে এসে পড়েন তো খুব ভাল হয়।

বাবলু টেলিফোন ধবল, "হ্যালো।"

একটি সুরেলা কণ্ঠস্বর শোনা গেল এবার, "এটা কি পাণ্ডব গোয়েন্দাদেব বাড়ি?"

"হ্যাঁ। আমি বাবলু বলছি।"

"ওঃ। কী সৌভাগ্য আমার। শোনো ভাই, আমি খুব বিপদে পড়ে তোমাকে ফোন করছি। আমাদের পরিবারেব একটি বহুমূল্য অষ্টধাতুর মূর্তি চুরি গেছে. ।"

"আপদ গেছে।"

"কী যা-তা বলছ? আমি জানি এই মূর্তিচোরকে একমাত্র তোমরা ছাড়া আর কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না। তাই...।"

"আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?"

"এখন আমি হাওড়া ময়দান থেকে ফোন করছি। যদি তোমরা কেউ একবার এসে আমাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো, অথবা কী করে তোমাদের বাড়িতে যাব বলে দাও তা হলে খুব ভাল হয়। অনেকদূর থেকে আসছি আমি।"

"কোথা থেকে আসছেন আপনি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"সাক্ষাতেই সব বলব।"

বাবলু বলল, "আমাদের কারও পক্ষেই এখন যাওয়া সম্ভব নয়। অনেকদূর থেকে আপনি যখন এতটা এসেছেন তখন আর-একটু কষ্ট করে কালীবাবুর বাজারের কাছে চলে আসুন। ওখানে এসে যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই আমাদের বাড়ি দেখিয়ে দেবে।"

কথা শেষ করে ফোন নামিয়ে রাখল বাবলু।

মা বললেন, "কার ফোন রে?"

"জানি না। সম্পূর্ণ অচেনা একজনের। সম্ভবত মাছের গন্ধ পেয়েই উনি আসছেন।"

মা বললেন, "কী যা-তা বলছিস? ওরকম বলতে নেই বাবা। অতিথি নারায়ণ। তিনি নিজের ইচ্ছেয় আসছেন...।"

"উনি নারায়ণী।"

"তা হলে মা লক্ষ্মী। আজ দুপুরে এখানে সেবা করবেন। এ তো পরম সৌভাগ্য আমাদের! মাছ শুভকর্মের প্রতীক। যে-কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তাই মাছ ছাড়া চলে না। তোর বিয়ের সময় এইরকম একটা মাছ যদি আমি পাই তো পাঠাব গায়ে হলুদে।"

বাবলু বলল, "উঃ। তুমি থামবে? তোমার অতিথি এলে তাকে তুমি যত ইচ্ছে আদরযত্ন কোরো, মাছ খাওয়াও, আমার কী? ওইসব কথা আমাকে বোলো না।"

মা চলে গেলেন।

একটু পরেই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, ওদের মায়েরা সবাই এলেন।

বাবলু বাচ্চু, বিচ্ছুকে জিজ্ঞেস করল, "গানের পরীক্ষা কেমন হল তোদের?"

"ভাল।"

"ওদের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে একটা মোটরের হর্ন শোনা গেল।

বাবলু বলল, "একজনের আসবার কথা আছে। মনে হয় তিনিই। যা, অভ্যর্থনা করে নিয়ে আয়।"

বিচ্ছু বলল, "কে বাবলুদা?"

"জানি না। তবে সামান্য একটু অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ নিয়েই উনি আসছেন।"

বাচ্চু-বিচ্ছু যাওয়ার আগে বিলু, ভোম্বলই নিয়ে এল অতিথিকে।

এক আশ্চর্য রূপবতী, স্নিগ্ধ হাসিতে ভরা মিষ্টি চেহারার তরুণী। যেমন সুন্দর তাঁর মুখশ্রী, তেমনই শ্রীমণ্ডিত। পরনে সাদা ব্লাউজের ওপর শ্বেতশুভ্র দামি চিকনের শাড়ি।

বাবলু বলল, "আপনি?"

"আমিই ফোন করেছিলুম। তুমি নিশ্চয়ই বাবলু?"

"হ্যাঁ।"

তরুণী বাবলুর মা ও অন্যান্যদের প্রণাম করল।

মা বললেন, "তুমি একা? না আর কেউ এসেছে সঙ্গে?"

"আমি একাই এসেছি।"

মা তরুণীকে আদর করে ঘরে নিয়ে বসালেন।

বাবলু মাকে বলল, "তোমরা তা হলে এদিকের কাজকর্ম দেখাশোনা করো, আমরা এঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলি।"

মা বললেন, "দাঁড়া, কতদূর থেকে এসেছে বেচারি। মুখ-হাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম নিক, তারপর তো!"

বাবলু সকলকে নিয়ে ওর ঘরে গিয়ে বসল।

একটু পরে মা সকলের জন্য লস্যি পাঠিয়ে দিলেন।

অনেক পরে তরুণী এলে বাবলু বলল, "আপনি দিদি কোনওরকম সংকোচ করবেন না। নিজের বাড়ি মনে করে বেশ আরাম করে বসুন। তারপর বলুন, আমরা আপনার কোন কাজে লাগতে পারি?"

তরুণী হাসি-হাসি মুখে বাবলুর বিছানায় আয়েস করেই বসলেন। তারপর গোটা ঘরের চারপাশ একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে বললেন, "সুন্দর। ঘরখানি বেশ মনের মতো করে সাজিয়েছ তো!"

বাবলু বলল, "এ আর এমন কী?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তরুণীর মুখোমুখি বসে ছিল। সোফায়, চেয়ারে বসে লস্যি খেতে খেতে ওরা একভাবে তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

এমন সময় পঞ্চু হাজির। এতক্ষণ কোথায় ঘুরঘুর করছিল কে জানে। এবারে এসে নৈবেদ্যর ওপর সাজানো কলাটির মতো বসে পড়ল ঘরের মাঝখানে।

তরুণী বললেন, "শোনো ভাই, আমি তোমাদের কাছে যেজন্য এসেছি। আমাদের পরিবারের একটি বহুমূল্য অষ্টধাতুর বিষ্ণুমূর্তি চুরি গেছে। এই মূর্তিটির আর্থিকমূল্য যে আজকের দিনে কত, তা টাকার অঙ্কে নির্ধারণ করা কঠিন। তার কারণ, সুপ্রাচীন এই দুর্লভ মূর্তিটি যে কোন যুগে কাদের দ্বারা নির্মিত, তা বলা মুশকিল। দুর্লভ এই মূর্তিটির বিশেষত্ব এই যে, যদিও এটি বিষ্ণুমূর্তি তবুও এর গঠনশৈলী দেখে মনে হয় ভগবান বুদ্ধই যেন বিষ্ণুনারায়ণের অবতারের প্রতীক হিসেবে এই মূর্তির মধ্যে প্রতিফলিত। এই মূর্তিটি কৈলাস ও মানসের পথে এক খাম্পা দস্যুদলের কবল থেকে উদ্ধার করা। সম্ভবত রাজা বা জমিদার শ্রেণীর কোনও ভক্ত তীর্থযাত্রীর কাছ থেকে এটি অপহরণ করা হয়েছিল। আমার প্রপিতামহ ওই সময়ে অন্য এক তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গে কৈলাস পরিক্রমা করে ফিরছিলেন। পথে হঠাৎ ওই লুণ্ঠনকারী দল ইংরেজ পুলিশের নজরে এসে যাওয়ায় ধরা পড়ার ভয়ে ওই মূর্তি এবং অন্যান্য লুঠের মাল ফেলে রেখেই পালিয়ে যায়। সেই সুযোগে আমার প্রপিতামহ ওই দুর্লভ মূর্তিটি সংগ্রহ করেন এবং সবার অলক্ষ্যে সযত্নে সেটিকে স্বদেশে নিয়ে আসেন। শুধু তাই নয়, অভিজ্ঞ গবেষকদের দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানতে পারেন, এই মূর্তিটিতে যে সমস্ত ধাতু আছে তা সমপরিমাণ। অর্থাৎ এখানকার মতো একটি পিতলমূর্তিতে আটরকম ধাতুর ছিটেফোঁটা মিশ্রণ দেওয়া ভেজাল জিনিস নয়। যাই হোক মহাধুমধামে সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপর থেকে বিগ্রহের সেবাপুজো সঠিকভাবেই করে চলেছি আমরা। এখন আমার প্রপিতামহ নেই। পিতামহও নেই। বাবা আছেন। কিন্তু এই মূর্তি হারানোর শোকে তিনি এমনই ভেঙে পড়েছেন যে, আর বোধহয় বেশিদিন বাঁচবেন না তিনি।"

"স্বাভাবিক। বাবা ছাড়া আর কে আছেন আপনার?"

"মা আছেন। আর আছে এক ভাই। কিন্তু এই মূর্তিচুরির পর এমন একটি ঘটনায় সে জড়িয়ে পড়ে, যাতে বাধ্য হয় সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে।"

"কী সেই ঘটনা?"

"মূর্তিচুরির পর আমরা থানা-পুলিশ করলাম। গোনাগাঁথা করলাম। হঠাৎ কোথা থেকে একজন গনৎকার এসে বলল, মূর্তি নাকি এখানেই আছে। এই বাড়ির বাগানের ভেতর। বাগানের মধ্যে পুরনো দিনের যে কুয়োটা আছে, মূর্তিটা লুকনো আছে তারই জলের তলায়। মূর্তিচোরের দল খদ্দের ঠিক করে যে-কোনওদিন রাতের অন্ধকারে এসে পাচার করবে ওটিকে। অতএব চোরকে হাতেনাতে ধরবার জন্য ওত পেতে থাকতে হবে। এবং এই বিশেষ সময়টির জন্য পুলিশের সাহায্য নেওয়া চলবে না। তা হলে মূর্তি উদ্ধার করা গেলেও চোরকে ধরা যাবে না। পুলিশের চেয়েও অনেক বেশি সেয়ানা ওরা। আর চোর যদি ধরা না পড়ে তা হলে পরবর্তীকালে ওই মূর্তির কারণে ভয়াবহ ডাকাতি ও প্রাণহানির সম্ভাবনাও আছে। যাই হোক, গনৎকারের কথা ফলল। পরদিন রাতের অন্ধকারেই চার পাঁচজন লোক এল কুয়োর কাছে। গনৎকার আর আমার ভাই দু'জনেই ওত পেতে ছিল। ওদের দু'জনেরই হাতে ছিল বল্লম। হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। সেইসঙ্গে চাপা একটি আর্তনাদ। গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই লোকগুলো পালিয়ে গেল। আমার ভাই আর গনৎকার দু'জনেই ছুটল সেই আততায়ীকে ধরবে বলে। কিন্তু কোথায় কে? শুধু টোটাহীন একটি বন্দুক সেখানে পড়ে আছে দেখা গেল। গনৎকার বলল, 'বন্দুকটা তুমি নাও। এটা পুলিশকে জমা দিতে হবে। আমি কুয়োর কাছে গিয়ে দেখি কার কী হল।' ভাই বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রইল। গনৎকার একটু পরে ঘুরে এসে বলল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাইটি। আততায়ীর গুলিতে ডাকাতদলের একজন খুন হয়েছে।' ভাই শিউরে উঠে বলল, 'সে কী! তা হলে তো এখনই পুলিশে খবর দিতে হয়।' গনৎকার বাধা দিয়ে বলল, 'খবরদার! অমন কাজটি করতে যেয়ো না। ওই কাজ করতে গেলে পুলিশ আগে তোমাকেই সন্দেহ করবে। তোমাদের কুয়োতলায় খুনের লাশ, তোমার হাতে বন্দুক, তার ওপর বন্দুকে তোমার আঙুলের ছাপ। এই অবস্থায় ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়া ছাড়া আর কোনও পথই খোলা থাকবে না তোমার। তাই বলি ভাই, এইভাবে অকালমৃত্যুকে বরণ করে না নিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় কেটে পড়ো। তোমার সঙ্গে থাকার জন্য আমার বিপদও কম হবে না। আমাকেও পালাতে হবে। আমি বরং এখনই লাশটাকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিই। তুমি ততক্ষণে হাজারপাঁচেক টাকা আমার জন্য নিয়ে এসো। না হলে আমার কী করে চলবে বলো? আর তোমার দিদিভাইকে বলো, মূর্তি উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়ে প্রমাণ লোপের জন্য একটু একটু করে কুয়োটা বুজিয়ে দিতে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রুদ্ধশ্বাসে এই দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী শুনে যাচ্ছিল।

তরুণী একটু মৌনী হলে বাবলু বলল, "তারপর?"

"ভাইয়ের মুখে সব কথা শুনে তাকে বাঁচানোর জন্য তখনকার মতো সেইরকমই ব্যবস্থা করা হল। হাজারপাঁচেক টাকা গনৎকারের জন্য দিয়ে ভাইয়ের হাতেও হাজারপাঁচেক টাকা দিলাম।"

"আপনার ভাইয়ের বয়স কত?"

"তোমাদেরই বয়সি। আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট। আমার আঠারো, ওর পনেরো।"

"তারপর?"

"তারপর যা হল, তা—।" এই পর্যন্ত বলেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন তরুণী। আঁচলে চোখ ঢেকে লুটিয়ে পড়লেন বিছানার ওপর।

বাবলু বলল, "কী হল তারপর?"

এমন সময় মা এসে বললেন, "তারপরে যাই হোক, এবারে স্নানটান সেরে খাওয়াদাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নে। পরে দুপুরবেলা সব শুনবি।"

বাবলু বলল, "আঃ মা, তুমি এখন যাও তো। দারুণ একটা উত্তেজনার মুহূর্তে এসে গেছি। এর পরের ঘটনা না শুনলে—।"

চোখের জল মুছে তরুণী বললেন, "মা যা বলছেন তাই করো ভাই। তা ছাড়া আমারও খিদে পেয়েছে খুব।"

অগত্যা তখনকার মতো কাহিনী শোনার ব্যাপারটা মুলতুবিই রাখতে হল।

দুপুরবেলা একজোট হয়ে খেতে বসল সবাই। সে কী আনন্দ। আর সেই আনন্দঘন মুহূর্তে হঠাৎ বাবাও এসে পড়লেন দুর্গাপুর থেকে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে সেই ঘ্যাঁগো, ঘ্যাচাং, খ্যাচাং আর ফ্যাচাংও খেতে বসল জুত করে।

মায়েরা সবাই হাতাপাতি করে পরিবেশন করতে লাগলেন। ওঁদের সঙ্গে হাত মেলাতে তরুণীও এগিয়ে এলেন।

বাবলুর মা বললেন, "তুমি বোসো। তুমি হলে আজকের অতিথি। তোমাকে কিচ্ছুটি করতে হবে না।"

"তাতে কী হয়েছে মাসিমা! আমি কি আপনাদের মেয়ে নই?"

"নিশ্চয়ই। তুমিও আমাদের মেয়ে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর মায়েরা বললেন, "আমরা সবাই যখন আছি তখন তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না মা। তুমি বরং ওদের সঙ্গে বসে আহ্লাদ করেই খাও।"

বাবলুর মা বললেন, "তা হ্যাঁ মা, এতক্ষণ এসেছ, তোমার নামটাই তো জানা হল না এই দস্যিগুলোর জন্য। কী নাম তোমার?"

তরুণী হেসে বললেন, "আমার নাম রেবা। রেবা মুখার্জি।"

"বাড়ি কোথায় তোমার? কোথা থেকে আসছ?"

"রাজবলহাটের নাম শুনেছেন?" সেখান থেকেই আসছি আমি।"

"ও বাবা, সে তো অনেকদূর। কীভাবে এলে?"

"ট্রেনেই এসেছি। সেই কোন ভোরে রওনা দিয়েছি বাড়ি থেকে, হাওড়ায় নেমে একটা ট্যাক্সি করে এখানে এসেছি। এদের সঙ্গে কথাবার্তার কাজ যদি মিটে যায় তা হলে আজই ফিরে যাব, না হলে কাল ভোরে।"

"কালই যাবে তুমি। আজ যেতে চাইলেও যেতে দেব না তোমাকে। এখনই অনেক বেলা হয়ে গেল। এর পর যাবে কখন?"

অতএব আর কথা নয়। বেশ তৃপ্তি করেই খাওয়ার পর্ব শুরু হল। গরম ভাত, সোনামুগের ডাল, দু'-তিন রকমের ভাজা, মাছের তেল আর কাঁটাকুটি দিয়ে পুঁইশাকের চচ্চড়ি, মাছের ঝাল, আমের চাটনি আর শেষপাতে বাবার ইচ্ছেমতো দই মিষ্টি। দারুণ খাওয়া হল সকলের।

খাওয়ার পর পূর্ণ বিশ্রাম।

বিকেলবেলা চা-পর্বের পর সবাই মিলে দল বেঁধে চলল মিত্তিরদের বাগানে। যেখানে সবুজের মেলা, রঙের বাহার, ভ্রমরের আনাগোনা আর রংবেরং প্রজাপতির স্বচ্ছন্দ গতির সঙ্গে পাখিদের কলতান ভরে থাকে সবসময়, সেই রমণীয় উদ্যানে।

বাগানে ঢুকে বাবলু বলল, "রেবাদি, আজকের এই পরিবেশে আপনার সান্নিধ্য আমাদের কিন্তু খুব ভাল লাগছে। এখন চলুন কোথাও একটু গুছিয়ে বসে আপনার বক্তব্যের শেষটুকু শোনা যাক।"

রেবাদি বললেন, "আমিও সবকিছু বলে আমার বুকটাকে হালকা করতে চাই। আমার সব কথা শোনার পর তোমরা স্থির করো এই ব্যাপারে তোমরা এগোতে রাজি আছ কি না।"

এতক্ষণে মুখ খুলল বিচ্ছু। বলল, "এখন পর্যন্ত যা শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে রহস্যের পথ ঘোরালো হলেও আমাদের সাধ্যের বাইরে হবে না। বাকিটুকু শেষ করুন, তারপরে মতামত দেব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আগেভাগে পঞ্চু সবসময়ই থাকে। তাই ও জানে বাবলুদের পছন্দসই জায়গা কোনটা। এবং জানে বলেই সে গিয়ে সবার আগে সেই গোলঞ্চ গাছের নীচে ঘাসের গালিচায় গুছিয়ে বসল। হঠাৎ হল কী, দুটো কাঠবিড়ালি গাছের ডালে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে করতে ওর গায়ের ওপর এসে পড়তেই বিকট একটা চিৎকার করে সে দুটোকে এমন তাড়া লাগাল যে, প্রাণের দায়ে দৌড়ল কাঠবিড়ালি দুটো।

রেবাদি আবার শুরু করলেন ওঁর অসমাপ্ত কাহিনী। বললেন, "হ্যাঁ, তারপরের ঘটনা শোনো। তারপর যা হল তা বড়ই মর্মান্তিক। বিগ্রহ হারানোর চেয়ে ভাইকে হারানোর শোকেই মুহ্যমান হলাম আমরা সবাই। মা তো শুনেই জ্ঞান হারালেন। বাবার অবস্থাও তথৈবচ। অথচ ওইরকম এক বিপদের সময়ে কোনও ডাক্তারের কাছেও যেতে পারিনি আমি। একে মধ্যরাত, তায় বাড়ির চৌহদ্দিতে একটা খুন। এবং খুনি আমার নিজেব ভাই। সেই অবস্থায় কী করে নিজের মাথাটাকে ঠিক রেখেছিলাম, তা এখনও ভেবে পাই না!

অনেক সেবাশুশ্রূষার পর ভোরের দিকে মায়ের জ্ঞান ফিরল। বাবা কেমন যেন হতবাক হয়ে রইলেন। এমন সময় হঠাৎ বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল পুলিশ। যা, সর্বনাশ হয়ে গেল! তবু টলতে টলতে এসে দরজা খুলে দিলাম।

পুলিশ অফিসার আমাদের বিশেষ পরিচিত। উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদেব এই বিপদেব দিনে কোনওরকম সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। তবে ছেলেটা খুব ভুল করল। পালাতে গেল কেন? ও যখন খুন করেনি তখন পালাবার আগে সাহস কবে একবাব থানায় যেতে পারত।"

আমি অবাক বিস্ময়ে বললাম, "এসব আপনি জানলেন কীভাবে?"

"ভাই নিজেই কোথাও থেকে ফোনে আমাকে সব কথা জানিয়েছে। এমনকী এও জানিয়েছে আমবা যেন অযথা তাকে খুঁজে বেব করবাব চেষ্টা না করি। কেন না ফাঁসির দড়িতে ঝুলবাব জন্য সে আব কখনওই এদেশে ফিরবে না।"

কান্নায ভেঙে পডলাম আমি।

পুলিশ অফিসাব বললেন, "ও সেই কুড়নো বন্দুকটা নাকি তোমার কাছে রেখে গেছে? সেটা আমাকে দাও।"

আমি লুকনো জাযগা থেকে বন্দুকটা এনে অফিসারকে দিতেই চমকে উঠলেন তিনি। বললেন, "এ কী! এটা কী দিলে? কোত্থেকে পেলে এটা?"

"এটাই তো ও আমাকে দিয়ে গেছে!"

"ও মাই গড। এবার বুঝেছি, ব্যাপারটা স্রেফ ফোরটুয়েন্টি ছাড়া কিছু নয়। ওই টাকাগুলো হাতিয়ে নেওয়ার জন্যই প্রতারক এই চাল চেলেছিল।"

আমি বললাম, "আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"শোনো মা, এই যে বন্দুকটা তুমি আমাকে দিলে এটা একটা অকেজো ছররা বন্দুক। এতে মানুষ কেন, একটা পাখিও মারা যাবে না।"

"কিন্তু আমি যে নিজের কানে গুলিব শব্দ শুনেছি।"

"ঠিক বলছ?"

"হ্যাঁ। সেই শব্দে গোটা বাড়ি কেঁপে উঠেছিল তখন।"

"ঠিক আছে। এখন দেখিয়ে দাও তো তোমাদের কুয়োতলাটা কোনদিকে। সেখানে গেলেই সব রহস্যের শেষ হবে।"

আমি পুলিশের লোকেদের সঙ্গে করে বাগানের কুয়োতলায় এলাম। দড়ি ইত্যাদি নিয়ে কুয়োয় নামার লোকও পুলিশের সঙ্গে ছিল। তখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই তদন্তের কাজে কোনও অসুবিধে হল না। কিন্তু না, কুয়োর আশেপাশে কোথাও কোনও রক্তের দাগ বা সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অফিসারের নির্দেশে কুয়োর মিস্ত্রিরা জল ছেঁচে কুয়োয় নামল। আশ্চর্য এই যে, কুয়োর সব জল ছেঁচে ফেলেও সেখানে না পাওয়া গেল সেই প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি, না মিলল কারও ডেডবডি।

অফিসার বললেন, "আসলে এখানে কোনও খুনই হয়নি। যা হয়েছে তা ওই পাঁচ হাজার টাকা হস্তগত করার জন্য একটি প্রতারণার নাটক। মাঝখান থেকে ভয় পেয়ে ছেলেটা নিখোঁজ হয়ে গেল।"

"এর পর পুলিশের লোকেরা এদিক-ওদিক করে এক জায়গা থেকে একটি ভাঙা হাঁড়ি ও কালীপটকার অবশেষ আবিষ্কার করল। তখনই বুঝতে পারলাম যেটাকে গুলির শব্দ বলে মনে করা হয়েছিল সেটা আসলে হাঁড়ি চাপা দেওয়া একটা পটকার শব্দ ছাড়া কিছু নয়।"

এই পর্যন্ত বলে রেবাদি সকলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

বাবলু বলল, "এর আগে আমরা অনেক রোমহর্ষক অভিযানে গিয়ে দারুণভাবে সাফল্যলাভ করেছি। কত খুন, গুম-এর জটিল তদন্ত করেছি। অনেক কুটিল রহস্যকে ভেদ করে সত্যের আলোয় ভরিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এমন অভিনব প্রতারণার কথা কখনও শুনিনি।"

"তবু এই দুঃখের মাঝে আমাদের পরিবারের মধ্যে সান্ত্বনা এই যে, ভাইটা আমার নিরপরাধ। খুনি নয়। কখনও না কখনও সে যদি ফিরে আসে তা হলে তার জেল বা ফাঁসি হবে না।"

বাবলু বলল, "এইসব ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণ হলেও ফাঁসি হয় না। কেন না আইনের চোখে আপনার ভাই অপরাধী হিসেবে যদিও বিবেচিত হয় তবুও সে নাবালক। তা ছাড়া এক্ষেত্রে আপনার ভাই তো সম্পূর্ণ নিরপরাধ।"

রেবাদি বললেন, "সেই মুহূর্তে কি অত কিছু ভেবে দেখার সময় ছিল রে ভাই! যাই হোক, এর পর আমরা সব কাগজে 'নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র' বিভাগে ভাইকে ফিরে আসার জন্য বিজ্ঞাপন দিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ভাই আমার ফিরে তো এলই না, এমনকী, কোথাও থেকে একটা চিঠিও এল না ওর। এদিকে আমার মা বাবার অবস্থা যে কী, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। এক তো বিগ্রহ হারানো, তার ওপরে নিখোঁজ সন্তানের চিন্তা, দু'জনেই ভেঙে পড়েছেন একেবারে।"

বিলু বলল, "আপনার ভাইয়ের খুব উচিত ছিল মাঝেমধ্যে এক-আধটা চিঠি দিয়ে তার অবস্থানের কথাটা আপনাদের জানিয়ে দেওয়া।"

ভোম্বল বলল, "পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়েই হয়তো চিঠি লেখেনি সে। কেন না পুলিশ ইচ্ছে করলে পোস্ট অফিসের ছাপ দেখেও অপরাধীকে খুঁজে বের করতে পারে।"

বাবলু এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "সে যে চিঠি লিখছে না এমন ধারণাই বা তোদের হল কী করে? এমনও তো হতে পারে চিঠি সে নিয়মিতই লিখছে কিন্তু পথের দূরত্বের জন্য আসতে দেরি হচ্ছে অথবা পথেই কোথাও আটকে যাচ্ছে।"

বাবলুর কথায় সচকিত হল সকলেই। সবাই একমত হয়ে বলল, "এই সম্ভাবনার কথাটা অবশ্য আমরা ভেবে দেখিনি। এমন তো হতেই পারে!"

বাবলু বলল, "আচ্ছা রেবাদি, এই সমস্ত ঘটনা কতদিনের? আপনার ভাই কবে থেকে নিখোঁজ?"

"তা একমাসের ওপর হয়ে গেছে। মাঘীপূর্ণিমায় আমাদের গুরুদেব এসেছিলেন। তাঁর অন্তর্ধানের পরই বিগ্রহ চুরি যায়। তারও এক সপ্তাহ পরে ওই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বলি হয়ে নিখোঁজ হয় ভাই।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "আপনাদের গুরুদেব কি একাই এসেছিলেন, না সঙ্গে কেউ ছিল?"

"ওঁর সঙ্গে ছিল আশ্রমেরই দু'জন লোক। কান্তিভাই ও শান্তিভাই।"

"আপনাদের গুরুদেবের আশ্রম কোথায়? কী নাম গুরুদেবের?"

"আমাদের গুরুদেবের নাম চন্দ্রকান্ত গিরি। ওঁর আশ্রম বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে। কিন্তু উনি বছরের বেশিরভাগ সময় থাকেন পুরুলিয়ায়। আদ্রার কাছে জয়চণ্ডী পাহাড়ে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এবার যেন একটু আশার আলো দেখতে পেল।

বাবলু বলল, "চন্দ্রকান্ত গিরি কি আপনাদের কুলগুরু?"

"হ্যাঁ। ওঁর বাবা রামানন্দ গিরি মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন আমার প্রপিতামহ, পিতামহ। আমার বাবা-মা দীক্ষা নিয়েছেন চন্দ্রকান্ত গিরির কাছে। আমি বা আমার ভাই এখনও দীক্ষা গ্রহণ করিনি।"

"তার মানে বোঝাই যাচ্ছে আপনাদের ওই মূর্তির পূর্ব ইতিহাস উনি জানেন। এবং আজকের দিনে ওই মূর্তিটির আর্থিক মূল্য যে কত, ওঁর অজানা নয়।"

"ঠিক তাই। তবে কিনা উনি কিন্তু এই মূর্তিটির ব্যাপারে আমার বাবা-মাকে বারবার সতর্ক করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দিয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন, যে হারে আজকাল দেবস্থান থেকে মূর্তি উধাও হয়ে যাচ্ছে তাতে ওই মহামূল্যবান বিগ্রহকে আর বাড়িতে রাখা ঠিক নয়। ওটিকে হয় কোনও গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানে অথবা সরকারি মিউজিয়ামে জমা দিয়ে আসতে বলেছিলেন।"

"ঠিকই বলেছিলেন উনি। ওঁর কথাটা শুনলেই আপনারা ভাল করতেন।"

"সেটা এখন মনে হচ্ছে। তখন কিন্তু আমরা সবাই এই ব্যাপারে ঘোর আপত্তি জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম, যিনি নিজের ইচ্ছায় এসেছেন তিনি যদি নিজের ইচ্ছাতেই কখনও চলে যান তা হলে আমাদের কিছুই করবার নেই। কিন্তু প্রাণ থাকতে আমাদের গৃহদেবতাকে কোনওমতেই ঘরের বাইরে যেতে দেব না।"

বাবলু বলল, "স্বাভাবিক। এ কাজে কারও মনই সায় দেয় না।" বলে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "রেবাদির মুখে সব কথাই তো শুনলি, এখন তোদের কী ধারণা হল তাই বল?"

বিলু বলল, "আমার সন্দেহের তিরটা কিন্তু গুরুদেবের দিকেই।"

বাচ্চু-বিচ্ছু একসঙ্গেই বলল, "আমাদেরও।"

রেবাদি সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বললেন, "না, না। ও-কথা বোলো না। উনি ওইরকম লোকই নন। তা ছাড়া ওই মূর্তিব ব্যাপারে উনি তো সতর্কও কবে দিয়েছিলেন বারবার।"

ভোম্বল বলল, "তা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য এটা ওঁর ছলও হতে পারে।"

বাবলু বলল, "আসলে গুরুদেবের চলে যাওয়ার পরই ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় সন্দেহটা ওঁর দিকেই মোড় নিচ্ছে। উনি বিজ্ঞ লোক। তাই উনি জানেন যে, কোনও গৃহস্থ কোনও অবস্থাতেই তাঁদের আরাধ্য দেবতাকে ত্যাগ করতে পারবেন না। তাই বারবার ওই কথা বলে নিজেকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখতে চেয়েছেন। পরে অবশ্য চারদিকে পাকা ব্যবস্থা করে আটঘাট বেঁধে এসেছেন। কিন্তু এক জায়গায় হিসেবে একটু ভুল করেছেন উনি। অর্থাৎ এই কাজটা উনি চলে যাওয়ার দু'-একমাস পরে করাতে পারতেন।"

রেবাদি ম্লানমুখে বললেন, "তোমাদের কি দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ কাজ উনিই করেছেন বা করিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। তবে এ-সবই প্রমাণসাপেক্ষ। এখন ঘটনার গতি দেখে আমরা অনুমান করছি মাত্র। আচ্ছা, ওঁর সঙ্গে ওই যে কান্তিভাই আর শান্তিভাই এসেছিলেন, ওঁরা কারা? এর আগেও কি এ-বাড়িতে ওঁরা পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন কখনও?"

"হ্যাঁ। বছর দুই আগে গুরুদেবের সঙ্গে একবার এসেছিলেন। তারপরে এই। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। গুরুদেবের সঙ্গেই থাকেন ওঁরা। খুব বিশ্বাসী লোক।"

"আর ওই গনৎকার?"

"ওঁকে এই এলাকায় কখনও দেখিনি। উনি আমাদের সম্পূর্ণ অচেনা।"

"গনৎকারের সন্ধান আপনি পেলেন কী করে?"

"আমাদের গ্রামে জগাইদা নামে একজন আছেন, উনিই নিয়ে এসেছিলেন লোকটিকে।"

"তা হলে ওই জগাইদাকে চাপ দিলেই গনৎকারের ঠিকুজি কোষ্ঠী সবই পেয়ে যাব আমরা।"

"সে-চেষ্টা পুলিশ কি করেনি ভেবেছ?"

"তা হলেও আমরা একবার চেষ্টা করে দেখি।"

"কোনও লাভ হবে না। পুলিশকে যা বলেছে তার বাইরে একটি কথাও সে বলতে পারবে না তোমাদের।"

"পুলিশকে কী বলেছে সে?"

"জগাইদা পুলিশকে বলেছে গনৎকার তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। দ্বারবাসিনীর মন্দিরের চাতালে বসে কয়েকজনের ভাগ্যগণনা করছিল, তাই ওর দৌড় পরীক্ষা করবে বলে বিশ্বাস করে ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল ও।"

"জগাইদা এমনিতে লোক কীরকম?"

"খুব ভাল। অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সব শুনে নীরব হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর প্রত্যেকের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

একসময় অনেক ভেবেচিন্তে বাবলু বলল, "কেস খুবই জটিল। তার মানে মূর্তিচুরির সঙ্গে গনৎকারের ধাপ্পাবাজির যোগাযোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না। গনৎকার সব কিছু শুনেটুনে টাকার লোভেই প্রতারণার নাটক করেছে। আর মূর্তিচুরি করেছে অন্যজন। এই ব্যাপারে অবশ্য গুরুদেব ও কান্তিভাই শান্তিভাই-এর লোভের হাতও থাকতে পারে।"

বিলু বলল, "আবার এমনও হতে পারে গনৎকার ওঁদেরই প্রতিনিধি। ওই গনৎকারকে পাঠিয়ে ওঁরা হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জানতে চেয়েছিলেন ওই মূর্তি উধাও রহস্যে কেউ ওঁদের সন্দেহ করছে কি না।"

রেবাদি বললেন, "তোমরা যা মনে করবে করো। এখন ওই মূর্তি উদ্ধারের চেয়েও আমার ভাইকে উদ্ধার করা একান্তই দরকার।"

ভোম্বল বলল, "আর ওই গনৎকারটাকে খুঁজে বের করে উত্তম মধ্যম দেওয়ার দরকার নেই?"

"নিশ্চয়ই আছে।"

আবার নীরবতা।

বাবলু বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার ভাইকে আমরা খুঁজে বের করবই। আর ওই মূর্তিটা যদি কোনও বিদেশির হাতে পড়ে পাচার না হয়ে থাকে, তা হলে ওটাকেও উদ্ধার করব আমরা। কিন্তু রেবাদি, এই ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য আপনার হঠাৎ আমাদের কথা মনে হল কেন?"

"আসলে আমাদের পাবলিক লাইব্রেরি থেকে তোমাদের নিয়ে লেখা কয়েকটা বই আমি পড়েছিলাম। তাই কেন জানি না মনে হল তোমাদের শরণ নিলে তোমরাই হয়তো পারবে এই কাজে সফল হতে।"

রেবাদির এই কথায় পাণ্ডব গোয়েন্দারা খুবই গর্ববোধ করল। এইভাবে বইয়ের মাধ্যমে কারও স্নেহ ভালবাসা ও আস্থা অর্জনের চেয়ে আনন্দের আর কিছু কি আছে? রেবাদি ওদের চেয়ে বয়সে বড। দিদির মতো। কত আশা নিয়ে ওদের বই পড়ে কতদূব থেকে এসেছেন তিনি, অতএব সাফল্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে ওদের। যেভাবেই হোক, ফিরিয়ে আনতে হবে ওঁর ভাইকে। এবং সেইসঙ্গে সম্ভব হলে উদ্ধাব করতে হবে মূর্তিটাকেও। শুধু একটু যা বুদ্ধির চাল, সময় ও ধৈর্যের প্রতীক্ষা। ঘটনার যা গতি তাতে আশা করা যায, এই ব্যাপারে নিশ্চিতভাবেই সফল হতে পাববে ওরা।

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর বাগানে না থেকে চলে এল বাড়িব দিকে।

বাচ্চু-বিচ্ছু প্রায় জোব করেই রেবাদিকে ধরে নিয়ে গেল ওদেব বাড়িতে। আসলে ওরা চাইছে রেবাদি আজ ওদের ওখানেই থাকুন। বাবলু সেটা বুঝতে পেরে না কবল না।

পঞ্চুও রেবাদির প্রতি আনুগত্য দেখাতে ল্যাং ল্যাং করে ওদের সঙ্গেই চলল। অবশ্য যেখানেই যাক না কেন, থাকবে না ও বেশিক্ষণ। একটু রাত হলেই সে ঠিক ফিরে আসবে বাবলুর কাছে।

॥ ২ ॥

সবে সন্ধেটি উত্তীর্ণ হয়েছে। মা ঠাকুবঘরের কাজ সেবে কথামৃতর পাতায় চোখ রেখেছেন, এমন সময় বিলু, ভোম্বলকে নিয়ে বাবলু এসে হাজিব হল।

তিনজনে বেশ আয়েশ করে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বেবাদির প্রসঙ্গে আসতেই মা এসে বললেন, "রেবা কি বাচ্চু-বিচ্ছুর সঙ্গে গেল?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। সেইসঙ্গে তোমার পঞ্চুও।"

মা হাসলেন, "ও বুঝি ওখানেই থাকবে আজ?"

"তেমন কিছু বলেনি। একটু পরে ফোনে জেনে নেব। তবে মনে হয় বাচ্চু-বিচ্ছু ওঁকে ছাড়বে না।"

"তোদের জন্য চা করি তা হলে?"

"শুধুই চা। আর কিছু নয়। অবেলায় খেয়ে পেট একেবারে দম হয়ে আছে।"

মা চলে গেলেন।

বিলু বলল, "রেবাদি তো কাল সকালেই যাবেন। ওঁর ব্যাপারে কীভাবে এগোবি তা হলে ঠিক কব।"

বাবলু বলল, "এখনই কিছু স্থির করা যাবে না। এই ব্যাপারে এগোতে গেলে প্রথমেই আমাদের যেতে হবে বাজবলহাটে। ওখানে রেবাদিদের বাড়ির পরিবেশ দেখে চলে যাব দ্বারবাসিনী।"

ভোম্বল বলল, "সেখানে গিয়ে আমরা কী করব?"

"ওই গনৎকারের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে গেলে দ্বারবাসিনীই উপযুক্ত স্থান। কেন না গনৎকারকে ওইখান থেকেই জগাইদা আবিষ্কার করে নিয়ে এসেছিল রেবাদির বাড়িতে। অতএব ওই জায়গায় গিয়ে একটু খোঁজখবর নেওয়া শুরু করলেই কেউ-না-কেউ বলে দেবে উনি কোথাকার লোক।"

বিলু বলল, "খুব ভাল পরিকল্পনা।"

বাবলু বলল, "অনুসন্ধানের এখানেই কিন্তু শেষ নয়। এরই মধ্যে একফাঁকে আমাদের চট করে একবার ঘুরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আসতে হবে জয়চণ্ডী পাহাড় থেকে।"

ভোম্বল বলল, "অর্থাৎ চন্দ্রকান্ত গিরি আর কান্তিভাই, শান্তিভাই-এর ব্যাপারেও একটু খোঁজখবর নিতে চাস, এই তো?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। যেহেতু আমাদের সন্দেহটা ওঁদের তিনজনকে ঘিরেই। অতএব জয়চণ্ডী পাহাড়ে যেতেই হবে।"

বিলু বলল, "জয়চণ্ডী পাহাড়টা ঠিক কোনখানে?"

"আদ্রার কাছে। শুনেছি জয়চণ্ডী নামে একটি স্টেশনও আছে। আমার বাবা একবার গিয়েছিলেন ওখানে।"

মা তখন চা নিয়ে এসেছেন। শুধু চা নয়, সঙ্গে অল্প করে ঘি মরিচ দিয়ে চিঁড়েভাজাও।

যতই পেট ভার থাকুক না কেন, মুখরোচক খাবার সবসময়ই উপাদেয়। ওরা চিঁড়েভাজা খেয়ে চা খেল।

ভোম্বল বলল, "জয়চণ্ডীতে গেলে কবে যাবি তা হলে?"

"সেটা আমরা পাঁচজনে বসে পরামর্শ করেই ঠিক করব। তবে সর্বাগ্রে আমাদের যেতে হবে রাজবলহাটে। কারণ ওই বাড়ির অবস্থান, গ্রামের পরিবেশ, বাগান, কুয়োতলা এইসব না দেখলে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা যাবে না।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। ক্ষীণ সূত্র ধরেই ধীরে ধীরে এগোতে হবে আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "তবে একটাই রক্ষে যে, আমাদের এবারের এই অভিযান কোনও টেররিস্টদের বিরুদ্ধে নয়। কিছু মতলববাজ কাঁচা চোরের অপরিপক্ক বুদ্ধির চাল এটা। অতএব বামাল সমেত না হলেও ধরা পড়বেই।"

বিলু বলল, "শুধু বেগ পেতে হবে রেবাদির ভাইয়ের ব্যাপারে। এই বিশাল দেশের কোন প্রান্তে কোথায় যে লুকিয়ে আছে সে, তা কে জানে?"

ভোম্বল বলল, "তবে যেখানেই থাকুক না কেন, পেটে টান পড়লে ফিরে আসতে বাধ্য সে। পুঁজি তো মাত্র পাঁচ হাজার টাকা।"

বাবলু ওদের কথা শুনেই যাচ্ছিল একমনে, কোনও মন্তব্য করছিল না। সব শুনেটুনে এইবার বলল, "ব্যাপারটা যত হালকা করে দেখছিস তোরা, তা কিন্তু নয়। কাঁচা চোরেরা কখনও সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করতে পারে না। আর অপরিণত বেহিসেবি চাল যেখানে চালা হয়, তদন্তের পথ সেখানে ঘোরালো হয়ে ওঠে। এক বস্তা তুলো খুবই হালকা। কিন্তু অসতর্কতায় জলে পড়লে তার ওজন কিন্তু মারাত্মক।"

বাবা পাশের ঘর থেকে ওদের কথা শুনছিলেন সব। এবার এ-ঘরে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বললেন, "রাজবলহাটে যদি যাস তো সময় করে আঁটিপুরের মন্দিরও দেখে নিস। ওখানকার মন্দিরের টেরাকোটার কাজগুলো দেখবার মতো।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি। আঁটিপুরের বাসও দেখেছি আমরা। ধর্মতলা থেকে ছাড়ে।"

"রাজবলহাটের বাসও তো হাওড়া থেকে ছাড়ে। তোরা কীভাবে যাবি ঠিক কর?"

"সেটা নির্ভর করছে রেবাদি কীভাবে যাবেন তার ওপর। আমরা যদি ওঁর সঙ্গে যাই তা হলে উনি যেভাবে যাবেন, সেইভাবেই যাব। তা না হলে— ।"

"তা না হলে তোরা যাবি হরিপাল দিয়ে। তারকেশ্বর লোকালে চেপে প্রথমে হরিপাল। ওখানে স্টেশনের কাছ থেকেই বাস পাবি। হুড়োহুড়ি করে অবশ্য উঠতে হবে সেই বাসে। প্রথমেই তোরা আঁটিপুরে নামবি। পরে মন্দির দেখে তোদের তদন্তের কাজে চলে যাবি রাজবলহাটে। যেদিন ফিরবি সেদিন রাজবলহাট থেকেই বাস পাবি। ওই বাসে আরাম করে বসে বড়গাছিয়া হয়ে একেবারে এসে নামবি হাওড়া ময়দানে।"

বিলু বলল, "রেবাদি কি কালই যাবেন?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। ওঁর কি থাকলে চলে? বাবা-মা চিন্তা করবেন না হলে। একে তো ছেলেটা বেপাত্তা, তার ওপর মেয়েও যদি চোখের আড়ালে থাকে তা হলে ওঁদের দেখাশোনা করবে কে?"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা বাবলু, এই যে আমরা যাব, এর খরচখরচা কে দেবে?"

"রেবাদিকেই দিতে হবে। দেওয়া উচিত। তবে কিনা প্রাথমিক তদন্তের কাজে যদি আমাদের রাজবলহাটে যেতে হয় তা হলে আমাদের খরচেই যাব। কিন্তু দূরে কোথাও যাওয়ার ব্যাপারস্যাপার থাকলে তখন খরচ ওঁদেরকেই জোগাতে হবে।"

"ধরো যদি ওঁরা রাজি না হন?"

"তা হলে আমরাও হাত গুটিয়ে বসে থাকব। ঘরের খেয়ে তো বনের মোষ তাড়ানো যায় না। তা ছাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রেবাদিদের আছে। না হলে এককথায় এক রাতে পাঁচ-দশ হাজার টাকা ওঁরা বের করেন কী করে?"

বাবা বললেন, "রাজবলহাটে তোরা যাচ্ছিস যা। কিন্তু তোদের মুখে আগাগোড়া যা শুনলাম তাতে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ওই মূর্তিচুরির রহস্যটা আসলে জয়চণ্ডী পাহাড়েই থমকে আছে।"

বাবলু বলল, "আমারও তাই মনে হয়। তবে বাবা, জয়চণ্ডী পাহাড়ে গেলে আমরা কিন্তু রেবাদিকে না জানিয়েই হুট করে চলে যাব একদিন। যাতে কেউ সন্দেহ না করে। উনি থাকলে সতর্ক হয়ে যাবে ওরা। অবশ্য যদি ওরা সত্যি-সত্যিই চুরি করে থাকে। আর তা না হলে ট্যুরিস্টের ছদ্মবেশে গিয়ে সবকিছু দেখেশুনে গুরুদেবের সঙ্গে আলাপ করে চলে আসব।"

বিলু বলল, "এটা কিন্তু আমাদের খরচেই যাব। এতে আমাদের রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হবে। একদিকে চলবে অনুসন্ধানের কাজ, আর একদিকে বেড়ানোর।"

ওদের কথাবার্তার মাঝখানেই টেলিফোনটা বেজে উঠল।

ফোন ধরতেই বিচ্ছুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "হ্যালো বাবলুদা, শোনো। রেবাদি আজ আমাদের এখানেই থাকছেন। ঠিক হয়েছে কাল ভোরে আমরা সবাই ওঁদের দেশে যাব। বাবা একটা গাড়ির ব্যবস্থাও করেছেন।"

"তা হলে তো খুব ভাল হয়। গাড়ি পেলে ধীরেসুস্থে নিশ্চিন্তে যাওয়া যায়।"

"আর শোনো, তোমরা কিন্তু তিনজনেই আজ রাতে আমাদের বাড়িতে খাবে। তাই আর দেরি না করে এখনই চলে এসো। পঞ্চুকে আমরা আটকে রাখছি।"

বাবলু বলল, "খুব ভাল। আমরা গেলেই কালকের ব্যাপারে আলোচনা হবে। তবে কাল ভোরে যদি যেতে হয় তা হলে টুকিটাকি দু' একটা জিনিস গুছিয়ে রাখা একান্তই দরকার।"

"যা নেবে সামান্যই নিয়ো। অযথা বোঝা বাড়িও না। থাকব তো একদিন, অথবা সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসব।"

"ও কে। রাখছি তা হলে?" বলে ফোন রেখে বলল, "আজ রাতে বাচ্চু, বিচ্ছুদের বাড়ি আমাদের নেমন্তন্ন।"

ভোম্বল বলল, "একেই বলে বোঝার ওপর শাকের আঁটি।"

বিলু বলল, "কেন?"

"কেন নয় তাই বল? সকালে অত খাওয়ার পর রাতে আবার নেমন্তন্ন!"

"সেটা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক। তোর কী?"

ভোম্বল হেসে, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "না রে, সকালে যা খেয়েছি তাতে পেটটা এখনও ভর্তি হয়ে আছে। ঠিক আছে, তোরা আয়, আমি একবার বাড়ি হয়ে যাচ্ছি।"

ভোম্বল চলে গেলে বাবলু একটা কিট ব্যাগে ওর সামান্য কিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে বিলুকে নিয়ে চলে এল বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতে। রেবাদি তখন সকলের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছেন।

বাবলুরা যেতেই আনন্দ চরমে উঠল। সবচেয়ে বেশি আনন্দ হল পঞ্চুর। কেন না সে সবসময় প্রত্যেককে একসঙ্গে পেতে চায়। ভালমন্দ খেতে চায়। আর চায় হইহুল্লোড়।

রেবাদি বললেন, "এ কী! তোমরা দু'জন কেন? ভোম্বল কই?"

বিলু বলল, "ও আসছে। আসলে সকালের দিকে একটু বেশি খাওয়াদাওয়াটা হয়ে গেছে তো, তাই একটু হালকা হয়েই আসছে।"

বিলুর কথার অর্থ বুঝে হেসে উঠল সকলে।

ওরা এসে ঘরে বসলে রেবাদি বললেন, "কাল সকালে তোমরা যাচ্ছ নিশ্চয়ই, গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেছে কিন্তু।"

বাবলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "খুব ভাল হয় তা হলে। কয়েকদিন আগে শুনছিলাম বটে দয়ালদা একটা গাড়ি কিনেছেন। কতয় রফা হল?"

বাচ্চু হেসে বলল, "মাত্র দুশো টাকায়।"

বাবলু বলল, "হতেই পারে না।"

"না হওয়ার কী আছে? শুধু যাওয়ার ভাড়া, আসার তো নয়।"

"এরকম ক্ষেত্রে আপ-ডাউন হিসেবেই ভাড়া নেওয়া হয়। যাই হোক, দুশো টাকায় হলে খুব কমেই হয়েছে।"

বিচ্ছু বলল, "কাল আর মর্নিংওয়াকে যাব না আমরা। ঠিক সকাল ছ'টার সময় দয়ালদাকে আসতে বলেছি।"

বাবলু বলল, "গাড়ির ব্যবস্থা যখন হয়েছে তখন ছ'টা ছেড়ে সাতটা হলেই বা ক্ষতি কী?"

রেবাদি বললেন, "না, না। যত সকাল-সকাল যাওয়া যায় ততই ভাল। তোমরা গেলে আমার মা-বাবা যে কী খুশি হবেন তা কী বলব! তা ছাড়া তোমরা যে ধরনের ছেলেমেয়ে, তাতে আশা করি আমাদের গ্রামের পরিবেশও তোমাদের ভাল লাগবে। দু'-চারদিন থাকো, ঘোরো, বেড়াও। চারদিকে খোঁজখবর নাও।"

বিলু বলল, "আচ্ছা রেবাদি, আপনি যে বাড়ি থেকে চলে এলেন তা আপনার বাড়ি দেখাশোনা করছে কে?"

"আমি তো এসেছি একদিনের জন্য। সবকিছুর ব্যবস্থা করে রেখেই এসেছি। তা ছাড়া আমাদের বাড়িতে রামের মা নামে একজন কাজের লোকও আছে। খুব বিশ্বাসী। মা-বাবার দেখাশোনা সে খুব ভালভাবেই কবতে পারবে, কাজেই সেদিক থেকে কোনও অসুবিধে হবে না।"

"না হলেই ভাল।"

এমন সময় ভোম্বল বেশ হন্তদন্ত হয়েই এসে হাজির হল সেখানে। ওর চোখে-মুখে কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠা।

বাবলু বলল, "কী হল ভোম্বল?"

"কী হয়নি সেটাই আগে জিজ্ঞেস কর।"

"বল না কী হয়েছে?"

"পঞ্চুটা যদি সঙ্গে থাকত না—।"

"কোনও বদ লোকের পাল্লায় পড়ে গিয়েছিলি বুঝি?"

"আর একটু হলেই আমি গাড়ির তলায় যেতাম।"

সকলে শিউরে উঠল, "সে কী!"

"হ্যাঁ। গাড়িটা যে আমাকেই টার্গেট করেছিল তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। যে লোকটা গাড়ি চালাচ্ছিল তার মুখখানা কী বীভৎস! মুখের অর্ধেকটা জড়ুলে ভরা। লোকটা যে চোখে আমাব দিকে তাকাল, তাতে—।"

বাবলু বলল, "হঠাৎ এরকম হওয়ার মানে?"

"জানি না ভাই। গাড়িটা সুড়সুড় কবে এসে আমাকে দেখেই স্পিড নিয়ে আমাব দিকে এগিযে এল। তারপর আমি সরে যেতেই ড্রাইভার একটা বাজে কথা বলে উধাও হয়ে গেল গাড়ি নিয়ে।"

"যাই হোক, সাবধানে চলাফেরা করবি। নিশ্চয়ই কোনও দুষ্টচক্র পেছনে লেগেছে আমাদেব।"

"তাতে লাভটা কী তাদের?"

"লাভ-লোকসানের হিসেব কি এভাবে হয়? আপাতত সদাসতর্ক থাকতে হবে। একা তুই নয়, আমরাও পার পাব না ওদের হাত থেকে। বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চু, বিলু, আমি, সকলকেই চাপা দেবে ওরা যে-কোনও মুহূর্তে।"

"কেন বল তো?"

"এই কেনটাই তো রহস্যময়। ওই রহস্যের জাল ছিঁড়তে হবে আমাদেরই।"

এর পরে দীর্ঘ নীরবতা। ওরা ভেবে পেল না হঠাৎ করে এমন কী হল যাতে কিনা এইরকম একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। ওদেরই এলাকায় এসে ওদের ওপর আক্রমণের দুঃসাহস যারা রাখে তারা তো সাংঘাতিক।

বাবলু বলল, "খেয়েদেয়ে বাড়ি ফেরার সময় তুই কিন্তু একা যাবি। বিলু আর আমি দূর থেকে তোর দিকে নজর রাখব।"

"তোর ওটা কি সঙ্গে আছে?"

"না। এ-বাড়ি ও-বাড়ি করছি বলে কাছে রাখিনি। তবে পঞ্চু তো আছে সঙ্গে।"

রেবাদি সভয়ে বললেন, "কী হবে তা হলে?"

"কিছুই হবে না। এমনিতেই আমরা খুব সতর্কভাবে চলাফেরা করি। আমাদের বিপদ বিনা নোটিশে যখন-তখন ঘনিয়ে আসে বলেই সঙ্গে পিস্তল রাখার অনুমতি পেয়েছি। ওই জিনিস হাতে থাকলে আর পঞ্চু কাছে থাকলে যমকেও ভয় করি না আমরা।"

এর পর বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়ি ভালই খাওয়াদাওয়া হল সে রাতে। তবে আজেবাজে খাওয়া নয়। লুচি, আলুর দম, সন্দেশ আর রসোমালাই। বেশ তৃপ্তি করেই খেল সকলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

খাওয়াদাওয়ার পরে ঘরে ফেরার পালা।

বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবা-মা দু'জনেই বললেন, "সাবধানে যাবি বাবা তোরা।"

বাবা বললেন, "আমি কি একটু এগিয়ে দেব?"

বাবলু বলল, "কোনও প্রয়োজন নেই। তাতে ওরা সতর্ক হয়ে যাবে। আমরা নিজেরাই শিকারের টোপ হয়ে চলে যাব ওদের মুখের কাছে। তারপর তো পঞ্চু আছেই।" এই বলেই ওরা পথে নামল।

রাত দশটা। পাড়ার পথঘাট একেবারেই নির্জন।

ওরা ওদের পরিকল্পনামতোই বিচ্ছিন্ন হয়ে পথ চলতে লাগল। ভোম্বল প্রকাশ্য রাস্তায় বুক ফুলিয়ে, আর বিলু একটু দূরে থেকে অন্ধকার দেওয়াল ঘেঁষে। পঞ্চুও একই ভাবে ওদের সঙ্গেই চলল। কিন্তু না, কোনওদিক থেকে কোনও বাধাই এল না আর।

অতএব বিলু, ভোম্বল যে যার বাড়ি চলে গেলে পঞ্চুকে নিয়ে বাড়ি ফিরল বাবলু। এসেই দেখল ওদের গেটের কাছে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে ঘ্যাঁগো।

বাবলু বলল, "কী রে! তুই এমন সময় এখানে কী করছিস?"

ঘ্যাঁগো বলল, "আমাদের খুব বিপদ বাবলুদা, সেইসঙ্গে তোমাদেরও।"

"কারণটা কী?"

"ট্যাংরার দল আমাদের উত্ত্যক্ত করছে। খারাপ কাজ করাতে চাইছে আমাদের দিয়ে। আমরা রাজি হইনি বলে ফ্যাচাংকে এমন মেরেছে...।"

"সে কী! এতদূর স্পর্ধা শয়তানটার?"

"শুধু তাই নয়, তোমাদের সম্বন্ধেও অনেক খারাপ খারাপ কথা বলেছে।"

"কী বলেছে?"

"বলেছে তোমাদের পাঁচজনকে এক-এক করে শেষ করে ওই বাগানের দখল নেবে ওরা। রাস্তাঘাটে যেখানে-সেখানে তোমাদের ওপর হামলা চালিয়ে এমন মার মারবে যে, পুলিশের সাধ্য নেই তোমাদের বাঁচায়। আর এও বলেছে, আমরা যদি ওদের কথা না শুনি বা তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি তা হলে আমাদেরও ওই একই দশা করবে।"

"আর কী বলেছে?"

"বলেছে পুলিশের সঙ্গে যারা সামান্য একটু যোগাযোগও রাখে তারাই নাকি ওদের শত্রু। সেই হিসেবে ওদের প্রধান শত্রু হলে তোমরা।"

বাবলু একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "ওরা তোদের কী কাজ করতে বলেছিল?"

"ওরা বলেছিল পঞ্চুকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে।"

শুনেই রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল বাবলু। বলল, "তারপর?"

"বলেছিল মেজো দারোগার ছোট ছেলে যখন স্কুল থেকে ফিরবে তখন তাকে ভুলিয়েভালিয়ে ওদের কাছে নিয়ে যেতে।"

বাবলুর উত্তেজনা চরমে উঠল এবার।

ঘ্যাঁগো বলল, "আরও বলেছিল, ওদের যখন যেখানে যা কিছু পাঠাবার দরকার হবে তা তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসতে। কিন্তু আমরা তাতে রাজি হইনি। ফ্যাচাং বলেছিল, আমরা কখনও যদি কারও জন্য কিছু করি তো পাণ্ডব গোয়েন্দাদের জন্য করব। আর তোমাদের জন্য যা করব তাতে তোমরা শিগগিরই জেলে যাবে। সেই রাগে ফ্যাচাংকে এমন মেরেছে যে, উঠে দাঁড়াতে পারছে না ও।"

বাবলু বলল, "ওকে কি ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন আছে?"

"তা অবশ্য নেই, তবে পাড়ার ওষুধের দোকান থেকে বলেকয়ে কয়েকটা ওষুধ কিনে খাইয়ে দিয়েছি ওকে।"

"ভালই করেছিস। তবু যদি মনে করিস তো আমাকে বলবি, আমি ওর সব ব্যবস্থা করে দেব।" বলে কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন ভেবে বলল, "এইবার বুঝেছি কারা এসেছিল ভোম্বলকে গাড়িচাপা দিতে।"

ঘ্যাঁগো বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "কী বলছ তুমি বাবলুদা!"

বাবলু গম্ভীর হয়ে বলল, "শোন, এখন থেকে তোদের কাজই হবে ওদের প্রতিটি ব্যাপারে নজর রাখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওরা কোথায় যায় না যায়, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, সবদিকে লক্ষ রাখবি। আর পারলে ওদের গোপন ঠেকগুলোও জেনে নিবি।"

"তা আমরা পারব।"

"পারব নয়, পারতেই হবে। ওরা আবার এলে বলবি ওদের প্রস্তাবে তোরা রাজি। তাতে আরও কাজের সুবিধে হবে।"

"ওরা আর আসবে না। তার কারণ ওরা জেনেই গেছে আমরা তোমাদের ছেড়ে ওদের দলে কখনওই যাব না।"

"যাই হোক, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবি। এখন যা। রাত হয়েছে। গিয়ে শুয়ে পড়।"

ঘ্যাগো চলে গেলে পঞ্চুকে নিয়ে ঘরে ঢুকল বাবলু। রাগে ওর সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে তখন।

উত্তেজনা ব্যাপারটা এমনই যে, একবার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেলে সহজে আর যেতে চায় না। বাবলুও তাই বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে না পেরে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। কিছুদিন ধরেই ট্যাংরার দল মঙ্গলা হাট ও মল্লিক ফটকের আশপাশে অবাধে উপদ্রব চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে যে হঠাৎ ওদের দিকে নজর দিল কেন তা ও কিছুতেই বুঝতে পারছে না। ওদের এখন উভয় সংকট। একে রেবাদিদের পারিবারিক ব্যাপার, তার ওপরে ট্যাংরার দল। ওরা চম্বলের দস্যু না হলেও অত্যন্ত ভয়াবহ। এই অঞ্চলের একটি ত্রাস। ওদের নিয়ে ভাবনাচিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে। কেন না ওদের মোকাবিলা সহজে করা যাবে না।

তখন মধ্যরাত্রি। বাবলু সবে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। এমন সময় ডোর-বেল বেজে উঠল।

সতর্ক পঞ্চু নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এল দরজার কাছে। তবে সে আগের মতো ভৌ ভৌ করে নিজের অস্তিত্ব জানান দিল না।

বাবলু উঠে দরজা খুলতে যাবে এমন সময় পাশের ঘর থেকে বাবা এসে বললেন, "আমি দেখছি।" বলে বাইরের আলো জ্বেলে জানলা খুলেই দেখতে পেলেন ঘ্যাগোকে।

"কী ব্যাপার রে! তুই?"

"বাবলুদার কাছে এসেছি।"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ডাকল ওকে, "আয়, ভেতরে আয়।" বাবাকে বলল, "ঠিক আছে। তুমি যাও। আমি ওকে আসতে বলেছিলাম তাই এসেছে।"

বাবা বললেন, "কী যে করিস তোরা রাতদুপুরে!" বলে শোওয়ার ঘরে চলে গেলেন।

বাবলু ঘ্যাগোকে সোফায় বসিয়ে বলল, "কোনও খারাপ খবর কিছু?"

"হ্যাঁ। ফ্যাচাং-এর ওইরকম অবস্থা হওয়ার পর আমরা সতর্ক ছিলাম। পালা করে রাত জেগে ঘুমোচ্ছিলাম। এমন সময় ঘ্যাচাং আর খ্যাচাং ট্যাংরার দলকে তোমাদের বাগানের দিকে যেতে দেখেই ডেকে তোলে আমাকে।"

"তারপর?"

"তার আর পর নেই। সঙ্গে সঙ্গে ওদের অনুসরণ করলাম আমি।"

"তুই একা গেলি?"

"তবে না তো কী? ভাগ্যিস গেলাম। গিয়ে যা শুনলাম তা অতি মারাত্মক। হাওড়া স্টেশনের কাছে সদ্য নির্মিত একটি বহুতল বাড়িকে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে ওরা। কেজি পাঁচেকের মতো আর ডি এক্স ও দুটো ডিটোনেটরও রয়েছে ওদের সঙ্গে।"

"বলিস কী রে!"

"শুধু তাই নয়, শনিবার রাতে ফুলেশ্বরের কাছে একটি মালগাড়িকে দুর্ঘটনায় ফেলে লুটপাট করার মতলবও করেছে ওরা।"

বাবলু বলল, "করাচ্ছি দাঁড়া।" বলে রীতিমতো তৈরি হয়েই পঞ্চুকে নিয়ে দরজায় তালা দিয়ে পথে নামল বাবলু। রাত তখন দেড়টা। ওরা নিঃশব্দে বেড়ালের মতো ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল মিত্তিরদের বাগানের দিকে।

ঘ্যাগো বলল, "তোমার দলের আর সবাইকে একটু খবর দিলে হত না?"

"কোনও দরকার নেই। আগে আমি নিজে চোখে একবার দেখি অবস্থাটা কী, তারপর থানায় জানাব। দলটা অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পুলিশ কিছুতেই নাগাল পাচ্ছে না ওদের।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"সেই খবরটা তুমি আগেই দাও না?"

"বলছিস?" বলেই একটু থমকে দাঁড়িয়ে আবার চলা শুরু করে বলল, "আচ্ছা থাক, আগে দেখিই গিয়ে কীরকম কী ব্যাপারস্যাপার ওদের। আসলে চারদিক থেকে পুলিশের তাড়া খেয়েই ওরা এসে এইখানে জুটেছে। কিন্তু মাথামোটারা জানে না এটাই ওদের মরণফাঁদ।"

বাগানে এসে খুব সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকে সেই ভাঙা বাড়ির কাছে গিয়ে ঘন অন্ধকারে আশ্রয় নিল ওরা। প্রায় জনা দশ-বারো যুবক বাতির আলোর সামনে বসে মাংস-রুটি ইত্যাদি খাচ্ছে। সকলের মাঝখানে বসে আছে ওদের লিডার কুখ্যাত ট্যাংরা। ট্যাংরার নামে যেমন আতঙ্ক, চেহারায় তেমন নয়। বয়স কত আর? খুব জোর পঁচিশ ছাব্বিশ। কিন্তু এই বয়সেই ও একটা বিভীষিকা। কত যে খুন-জখম করেছে ও, তার ঠিক নেই।

খেতে খেতেই ট্যাংরা বলল, "খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম নে তোরা। তারপর বানটুর ডেরায় গিয়ে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করি চল।"

কে যেন একজন বলল, "অযথা খুনখারাপির মধ্যে যেয়ো না কিন্তু। যত পারো ভয় দেখাও।"

"ওরা ভেড়া নাকি যে, ভয় দেখালে ভয় পাবে? রীতিমতো বাঘের বাচ্চা ওরা। লড়াই ছাড়া কিছুই বোঝে না।"

"গোলমালের চরম হলে শনিবারের পরিকল্পনাটা কিন্তু একেবারেই ভেস্তে যাবে।"

"জানি। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই। বানটু একটা চিঠি লিখে জানিয়েছে শনিবারের বখরাটা আধাআধিই হবে।"

আর একজন অমনি ফোঁস করে উঠল, "কিন্তু শনিবারের ওই পরিকল্পনার কথা বানটু জানল কী করে?"

ট্যাংরা হেসে বলল, "আমাদের ক'জনের মধ্যেই ওর দলের কেউ স্পাই হিসেবে আছে হয়তো।"

ট্যাংরার এই কথায় সবাই সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কে সেই বিশ্বাসঘাতক?

ট্যাংরা বলল, "বানটু আরও জানিয়েছে, এই সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে ওর সঙ্গে একটা রফার ব্যবস্থা না করলে ও ঠিক সময়ই পুলিশকে ফোন করে সব জানিয়ে দেবে। অর্থাৎ হাতেনাতে ধরিয়ে দেবে আমাদের।"

"তার মানে আমরা পরিকল্পনার ছক কষব, বিপদের ঝুঁকি নেব আর উনি স্রেফ নজরদারি করে আমাদের কাছ থেকে ফোকোটিয়া ওঁর বখরাটি মেরে নেবেন, এই তো?"

"ঠিক তাই। এখন আমাদের মধ্যে কে যে ইনফরমার তা না জানা পর্যন্ত কোনও বড় কাজের ঝুঁকি নেওয়াটাই একটা দুশ্চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বানটুটাকে আমাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে না পারলে আমাদের অন্য ধান্দা দেখতে হবে।"

বিশু নামে ওদের দলে একজন ছিল। সে বলল, "সেইজন্যই কি তুমি রাস্তার ওই ছেলেগুলোকে কাজে লাগাতে চাইছ?"

"হ্যাঁ। অল্প বয়স ওদের, আর খুব একরোখা। এখন থেকে ওদের ট্রেনিং দেওয়ালে ওরা ঠিক লাইনে এসে যাবে।"

"কিন্তু ওদের কন্ট্রোল করছে তো ওই গোয়েন্দা ছেলেমেয়েগুলো।"

"আরে ও কিছু না। ওরা ওদের ভাল পরামর্শ দেবে, বিপদে আপদে পাশে এসে দাঁড়াবে, কিন্তু টাকা তো দেবে না। টাকা এমনই জিনিস যে, ওই দিয়ে দুনিয়াকে কেনা যায়। যে মুহূর্তে ছেলেগুলো গোছা গোছা নোট হাতে পাবে সেই মুহূর্তে সবকিছু ভুলে যাবে ওরা। রাস্তায় ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে পেট চালানোর চেষ্টা না করে এই লাইনই বেছে নেবে।"

"তাই যদি মনে করো তা হলে ফ্যাচাং না খ্যাচাং কী নাম যেন ছেলেটার, ওকে ওইভাবে মারধোর করাটা উচিত হয়নি।"

বিজে নামে একজন ছিল, সে বলল, "মারে ভূত ভাগে জানিস তো? এইবারই ওরা বাগে আসবে। মারের দরকার ছিল।"

ট্যাংরা বলল, "তবে কিনা ওই বদখতে কুকুরটা আর ওই ডেঞ্জারাস ছেলেমেয়েগুলোকে শেষ করতে না পারলে এই বাগানের দখল নেওয়া বা ওই ছেলেদের বশ করা খুব একটা সহজ ব্যাপার হবে না। নোটের গন্ধ পেলে ছেলেগুলো আমাদের কথা শুনতে বাধ্য হবে ঠিকই, তবুও ওই গোয়েন্দা ছেলেমেয়েগুলোর ব্যাপারে আশঙ্কা একটা থেকেই যায়।"

বিশু বলল, "ওদের ব্যাপারে বোঁদেকে কাজে লাগানো হয়েছিল যে, সে কী করল?"

বোঁদে তখন খাওয়া শেষ করেছে। বলল, "আজ তো একটাকে মেরেই ফেলছিলাম গাড়িচাপা দিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কালো দত্তর গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম ছেলেটাকে। খুব জোর ফসকে বেরিয়ে গেল।"

"তার মানেই আমাদের বিপদের ঝুঁকি আরও একটু বাড়ল। এই ঘটনার কথা পুলিশের কানে পৌঁছবেই। আর ছেলেমেয়েগুলোও আমাদের ব্যাপারে মাথা ঘামানো শুরু করবে। অর্থাৎ কিনা মৌচাকে ঢিল।"

বিজে বলল, "কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোর ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা তো আমরা সকলে মিলেই করেছিলাম।"

"করেছিলাম। কিন্তু কীভাবে এগোনো হবে সেইরকম কোনও পরিকল্পনা হয়েছিল কী? ছেলেমেয়েগুলোকে নয়, ওদের ওই কুকুরটাকে বিষ খাইয়ে কিংবা গাড়িচাপা দিয়ে মারতে হবে আগে। তারপরে এক-এক করে জখম করতে হবে ছেলেমেয়েগুলোকে। তবে আমার মনে হয়, বাবলু না কী যেন নাম, ওদের ওই লিডার ছেলেটাকে সরিয়ে দিলেই সবক'টা ঠান্ডা হয়ে যাবে। মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়ার দরকার নেই। আর দুটো ছেলেকে ধরে একদিন বেধড়ক মার দিলেই ভয়ে টুঁ শব্দটি করবে না কেউ।"

বোঁদে বলল, "এ-কাজের দায়িত্বটা আমিই নিচ্ছি। আমার প্রথম টার্গেট হল কুকুরটা। আমি আর সরভাজা দু'জনে মিলেই খতম করব বাবলুকে।" বোঁদের কথা বলা শেষ হতেই একটা আধলা ইট অন্ধকার ফুঁড়ে উল্কাপিণ্ডর মতো গিয়ে পড়ল ওর মুখে।

সবাই হইহই করে উঠল। কে? কে কবল এই কাজ? কে এই অন্ধকারের আতঙ্ক?

ইটটা গিয়ে বোঁদের নাক আর মুখের মাঝখানে পড়েছে। ফলে যেমন নাক দিয়ে নামছে রক্তের ধারা, তেমনই দাঁত ভেঙে একাকার।

আকস্মিক এই দুর্ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গেই বাতির আলো নিভিয়ে দিয়েছে ট্যাংরা।

একজন বলল, "নির্ঘাত পুলিশ।"

আর-একজন বলল, "উঁহুঁ। এ ওই ছেলেমেয়েগুলোর কাজ। পুলিশ হলে তো গুলি চালাত, ইট ছুড়বে কেন?"

সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'-একটা ইট। কারও ঘাড়ে, কারও মাথায় পড়ল।

ইটের প্রত্যুত্তরে ছুটল গুলি। কিন্তু সে গুলি লক্ষ্যহীন। তাই লাগল না কারও গায়ে। অন্ধকারেই ফসকে বেরিয়ে গেল।

বাবলু তখন উপায়ান্তর না দেখে এগিয়ে দিল পঞ্চুকে। কালো পঞ্চু কালো অন্ধকারে মিশে পিলে চমকানো হাঁকডাক করে আঁচড়ে কামড়ে এমনভাবে আক্রমণ করল ওদের যে, নিমেষের মধ্যে সব ফাঁকা।

ওদের তাড়িয়ে বিজয়গর্বে পঞ্চু ফিরে এলে বাবলু কতকটা নিজের মনেই বলল, "যাঃ। সব কেঁচে গেল।"

ঘ্যাগো বলল, "কেন, কী হল?"

"তুই হঠাৎ ইটটা ছুড়তে গেলি কেন?"

"কী করব বলো, ওরা যেভাবে তোমাদের হত্যার পরিকল্পনা করছিল তাতে আর রাগ সামলাতে পারলাম না। দিলাম মুখটাকে ফাটিয়ে।"

"এ কাজটা তো আমিও করতে পারতাম। একা পঞ্চুই টিট করে দিত ওদের।"

অপরাধীর মতো মুখ করে ঘ্যাগো বলল, "কিন্তু তুমি তো দিব্যি চুপচাপ ছিলে।"

"সাধে কি ছিলাম? আমি ছিলাম তালে। ওরা বানটুর মোকাবিলা করতে যাচ্ছিল। সেই জায়গাটা কোথায় তা ওদের মুখ থেকেই জানতে পারলে এখনই থানায় ফোন করে দিতাম। তা হলে হত কী, একই ঢিলে দু'পাখি মরত। অর্থাৎ কিনা ট্যাংরামাছের কাঁটায় আটকে বানটুও ধরা পড়ত পুলিশের হাতে।"

ঘ্যাগো জিভ কেটে বলল, "যাঃ। তা হলে কী হবে?"

"কী আর হবে, তবুও একবার থানায় ফোন করে জানিয়ে দিই ওদের পরিকল্পনার কথা।"

এমন সময় পঞ্চুর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে ওরা সেই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। বাবলুর হাতে টর্চ ছিল। তারই আলোয় দেখল দুষ্কৃতীদের সংগ্রহ করা আর ডি এক্স ও দুটো ডিটোনেটর আলাদা-আলাদা পলিব্যাগের মধ্যে এককোণে পড়ে আছে।

ঘ্যাগো বলল, "এইগুলোর সাহায্যেই ওই বহুতল বাড়িটাকে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল ওরা। ভাগ্য ভাল যে, পঞ্চুর আক্রমণে পালাতে গিয়ে এগুলোকে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক। তবে কিনা দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য এই জিনিসগুলোকে কিছুতেই হাতছাড়া করবে না ওরা। এগুলোর টানে আবার ওরা ফিরে আসবে। এখন এগুলোকে এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখা যাক।

ঘ্যাগো বলল, "আমি বরং কোনও একটা গাছে উঠে তার ডালপাতার আড়ালে লুকিয়ে রাখি এগুলো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"এই রাতদুপুরে গাছে উঠবি, ভয় করবে না তোর?"

ঘ্যাগো হেসে বলল, "আমি রাস্তার ছেলে বাবলুদা, আমার পায়ের নীচে মাটি আর মাথার ওপব আকাশ ছাড়া সত্য আর কিছুই নেই। কাজেই ভয়ের সঙ্গে আমি খুব একটা পরিচিত নই।"

বাবলু টর্চের আলো দেখালে ঘ্যাগো একটা কাঁঠালগাছের ওপরে উঠে বেশ একটু নিরাপদ জায়গায় দু'-তিনটি মোটা ডালের খাঁজে জিনিসগুলোকে লুকিয়ে রেখে নেমে এল। আর তখনই দেখল বাবলুর বাবার সঙ্গে থানার ইনস্পেক্টর ও কয়েকজন কনস্টেবল দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে আসছেন।

বাবলু অবাক বিস্ময়ে ইনস্পেক্টরকে বলল, "আপনারা কী করে খবর পেলেন?"

বাবা বললেন, "আমিই খবর দিয়েছি থানায়। ঘ্যাগোর সঙ্গে তুই চলে আসার পরই আমি থানায় ফোন করি। ওঁরা তৈরিই ছিলেন। তারপর বাগানের ভেতর থেকে গুলির শব্দ কানে আসতেই পুলিশকে জানাই। তুই তো আবার আসবার সময় দরজায় তালা লাগিয়ে এসেছিস। আমি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পুলিশ নিয়ে আসছি। তা, হঠাৎ গুলি চলল কেন?"

বাবলু তখন সব বলল।

ওর মুখে শুনেই তো লাফিয়ে উঠলেন ইনস্পেক্টর, "কী বললে? আর ডি এক্স! ডিটোনেটর!"

"হ্যাঁ। যা কিনা অতি মারাত্মক।"

"কই দেখি? কোথায় সেগুলো?"

ঘ্যাগো তখনই আবার গাছে উঠে পেড়ে আনল সব।

বাবলু বলল, "তবে সার, এগুলো উদ্ধারের কৃতিত্ব কিন্তু আমার নয়, এই ছেলেটার। ও জীবনেব ঝুঁকি নিয়ে ওদের পিছু না নিলে আমিও জানতে পারতাম না আমাদের বাগানে রাতের অন্ধকারে কী হচ্ছে আজকাল।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "ওরা তো এইরকম ভাঙা বাড়ি, পোড়ো বাগানের আশ্রয়ই পছন্দ করে। তা যাক, তোমরা তা হলে বলছ আজ রাতেই ট্যাংরাব দলবল বানটুর ডেরায় গিয়ে হানা দেবে?"

"সেরকমই তো কথাবার্তা চলছিল। তবে কিনা এইসব গোলমালের পর আর ওরা যাবে কিনা সন্দেহ।"

"হুম। যাই হোক, ফোর্স পাঠাচ্ছি আমি ওইদিকে। এস পি সাহেবকেও জানাচ্ছি সব। বানটুর এলাকাটা তো আমাদের সীমানার মধ্যে নয়, তবুও—।"

পুলিশ মিত্তিরদের বাগানের আনাচেকানাচে আরও অনুসন্ধান চালাতে লাগল।

বাবলু ঘ্যাগোকে নিয়ে ওর বাবার সঙ্গে পঞ্চুর পাহারায় বাড়ি এলে ঘ্যাগো বিদায় নিল। রাত শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। কাল ভোরেই রওনা দিতে হবে রেবাদিকে নিয়ে রাজবলহাটের দিকে। কিন্তু ওই জটিল রহস্যের জাল ছিন্ন হওয়ার আগেই আর-এক রহস্য ভাবিয়ে তুলল বাবলুকে। এই রহস্যের নায়ক কালো দত্ত। যার গাড়ি নিয়ে দুষ্কৃতী বোঁদে চাপা দিতে যাচ্ছিল ভোম্বলকে। কে এই কালো দত্ত? ইনিই কি ট্যাংরাদের গডফাদার? না হলে আর ডি এক্স ও ডিটোনেটরের মতো সম্পদ ট্যাংবার মতো নিম্নশ্রেণীব আতঙ্কবাদীরা পায় কী করে?

॥ ৩ ॥

ভোরে যাওয়ার কথা যদিও, তবুও বাবলুর ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। তার কারণ, কাল সারাটা রাত প্রায় জেগেই কেটেছে ওর। একেবারে ভোরের দিকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবা সকাল হতেই দুর্গাপুরে চলে গেছেন। যাওয়ার আগে মাকে বলে গেছেন, বাবলু নিজে থেকে না উঠলে ওকে যেন ডেকে তোলা না হয়। তবে গতরাতের ঘটনায় বাবা-মা দু'জনেই খুব আতঙ্কিত। কেন না ট্যাংরা অতি কুখ্যাত এবং নৃশংস। কখন কোন ফাঁকে এসে কী ক্ষতি করে যায় তা কে জানে?

মা ফোনে গতরাতের ঘটনার কথা সকলকে বলে দিয়েছিলেন। তাই ভোরের যাত্রা বাতিল করল ওরা।

সকাল হতেই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই এসে হাজির হল। রেবাদিও এলেন।

বাবলু সদ্য ঘুমভাঙা চোখে উঠে বসে রেবাদিকে বলল, "শুনেছেন তো সব? রাতদুপুরে কী কাণ্ড দেখুন।"

রেবাদি বললেন, "হ্যাঁ শুনেছি। এবার তোমার মুখেও শুনব।"

বাবলু সকলকে অপেক্ষা করতে বলে বাথরুমে গেল। একটু পরে মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এসে গুছিয়ে বসল চায়ের আসরে। মা ইতিমধ্যেই চা-জলখাবারের ব্যবস্থাটা করে ফেলেছেন। টোস্ট আর চা। খেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

খেতেই বাবলু গতরাতের ঘটনার কথা সবিস্তারে সব কিছু খুলে বলল সকলকে। সব শুনে শিউরে উঠল সকলে।

ভোম্বলকে গাড়ি নিয়ে আক্রমণের ঘটনা সকলেরই জানা ছিল। কিন্তু তার পরের ঘটনার কথা জানত না কেউ। সব শুনে রেবাদি বললেন, "তোমাদের প্রত্যেকেরই জীবন তো এখন বিপন্ন দেখছি।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। এখন থেকে চলাফেরায় আমাদের সাবধান হতে হবে। এমনকী ওই বাগানেও যাতায়াত করতে হবে সাবধানে। এখন কম্পিউটার ও রিমোটের যুগ। কোনও কিছু ভেবেচিন্তে দেখার আগেই হঠাৎ করে কী থেকে কী হয়ে যায় তা কে বলতে পারে?"

ভোম্বল এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করে শুনছিল সব। আর রাগে ফুলছিল। কেন না ওই তো প্রথম বলি হতে যাচ্ছিল ওদের। এইবার বেশ গম্ভীর গলায় বলল, "হ্যাঁ রে বাবলা, বোঁদে যে গাড়িতে করে আমাকে চাপা দিতে যাচ্ছিল, ওই গাড়িটা কার বললি?"

"কে এক কালো দত্তের।"

"বুঝেছি। হাই রোডের ধারে একটা নতুন বিলাসবহুল বাড়ি উঠেছে দেখেছিস? ওই বাড়ির মালিকের নাম কালোবরণ দত্ত। উনি একজন বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর। আমার মনে হয় উনিই তিনি।"

বাবলু প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল, "হ্যাঁ রে, তাই তো। উনি ছাড়া আর কেউই নয়। লোকটাব চেহারাও দেখেছি আমি। তেলচুকচুকে বুনো মোষের মতো। হাওড়া স্টেশনের কাছে যে বহুতল বাড়িকে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা নিশ্চয়ই ওঁরই নির্দেশে। উনি হয়তো কোনও কারণে ওই বাড়ি তৈরির দায়িত্বটা পাননি। ওঁর বদলে অন্য কাউকে দিয়ে কাজটা করানো হয়েছিল তাই সেই রাগে বাড়ির মালিককে পথে বসাতে ট্যাংরাদের দিয়ে অপকর্মটা করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন।"

বিলু বলল, "ঠিক। এবং এও ঠিক যে, ট্যাংরার মতো দুষ্কৃতীকে যিনি কাজে লাগাতে পারেন তাঁর সঙ্গে আরও অনেকেরই গাঁটছড়া বাঁধা আছে। ট্যাংরারা লোয়ার ক্লাস, কিন্তু উনি শিক্ষিত শয়তান। এবং উচ্চশ্রেণীর ধুরন্ধর।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে আর ডি এক্স, ডিটোনেটর, এসবের উনিই যে জোগানদার এতে কোনও সন্দেহ নেই।" বলে বাচ্চুকে বলল, "দিদি, তোর কী মনে হয়?"

বাচ্চু বলল, "কালো দত্ত আর কালোবরণ দত্ত এক নাও হতে পারেন। এইভাবে কাউকে সন্দেহ করা উচিত নয়। তবে কিনা যেহেতু উনি একজন বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর এবং ট্যাংরার দল একটি বাড়িকে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল, যেহেতু ট্যাংরাদের মুখে কালো দত্তর নাম শোনা গেছে, সেই কারণেই উনি সন্দেহের উর্ধ্বে নন। অতএব ওঁর গতিবিধির ওপর নজরদারি করার একান্ত দরকার।"

বিচ্ছু বলল, "এবং এই কাজের দায়িত্বটা ঘ্যাঁগো ও তার তিন সঙ্গী ঘ্যাচাং, খ্যাচাং আর ফ্যাচাং-এর ওপর দেওয়া যাক।"

বাবলু বলল, "এই কাজেব ভার ওদেরকেই দিতে হবে। তবে আমার মন বলছে ভোম্বলের অনুমানই ঠিক। ওই কালো দত্তই নেপথ্যে বসে সবকিছুর কলকাঠি নাড়ছে। ট্যাংরাকে দিয়ে বাড়ি ওড়াচ্ছে, ওয়াগন ভাঙাচ্ছে আর বানটুকে লেলিয়ে ভাগ মাবছে। বানটু আর কেউ নয়, কালো দত্তরই পোষা গুন্ডা। যে কিনা কালো দত্তর কথাতেই উঠছে বসছে।" বলে বলল, "আচ্ছা ভোম্বল! ওই গাড়িটাকে দেখলে তুই চিনতে পারবি? নম্বর মনে আছে?"

ভোম্বল বলল, " গাড়ি দেখলে আমি ঠিকই চিনতে পারব। তবে নম্বর মনে নেই। সেই সময় নিজেকে বাঁচাতে আমি এমনই ব্যস্ত ছিলাম যে, নম্বর দেখার কথাও মনে হয়নি আমার।"

বাবলু বলল, "স্বাভাবিক। ওই সময় অবশ্য অত কিছু দেখার কথা মনে হয়ও না। এখন তা হলে একটাই কাজ করা যাক, ঘ্যাঁগোকে ডাকিয়ে এনে কালো দত্তর ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে বলে আমরা চট করে রাজবলহাট থেকে ঘুরে আসি।"

রেবাদি বললেন, "এই এত কাণ্ডর পরও তোমরা যাবে? আমার মনে হয় এই সময় তোমাদের না যাওয়াই উচিত। বিশেষ করে মাসিমা বাড়িতে একা থাকবেন।"

বাবলু বলল, "সেজন্য খুব একটা অসুবিধে হবে না। মায়ের এসবের অভ্যাস আছে। বাবাও ফিরে আসবেন কাল সকালে। তা ছাড়া এতসব কাণ্ডর পর আমরাও তো আপনাকে একা ছাড়ব না। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে দয়ালদার ওই গাড়িতেই ফিরে আসব আমরা।"

বিচ্ছু বলল, "দয়ালদার গাড়ি তো রিটার্ন জার্নিতে পাবে না। উনি আমাদের পৌঁছে দিয়েই জাঙ্গিপাড়ায় ওঁর দেশের বাড়িতে চলে যাবেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"তা যান। ফেরার ব্যবস্থাটা আমরাই করে নেব। এখন গিয়ে তো পৌঁছই।"

ভোম্বল বলল, "আমি কি তা হলে ঘ্যাঁগোটাকে একটা ডাক দেব?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ যা। একদম দেরি করিস না।"

বিলুকে সঙ্গে নিয়ে ভোম্বল তখনই চলে গেল ঘ্যাঁগোকে ডেকে আনতে।

বিচ্ছু বলল, "তা হলে বাবলুদা, যাওয়া আমাদের হচ্ছে তো?"

"অবশ্যই। আর দেরি করে লাভ নেই। ঘ্যাঁগোকে নির্দেশ দিয়েই রওনা হব আমরা। তোরা চটপট তৈরি হয়ে নে।"

"আমরা তা হলে একবার বাড়ি যাই। ফেরবার সময় দয়ালদাকে সঙ্গে নিয়ে ওঁর গাড়িতেই আসি।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল। তোরা যা। ওরা এলেই বেরিয়ে পড়ব আমরা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু চলে যাওয়ার পরই দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে ফিরে এল বিলু আর ভোম্বল।

পঞ্চুও বোধ হয় ওদের সঙ্গে গিয়েছিল, তাই ঘনঘন লেজ নাড়তে লাগল।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার? তোদের এমন উত্তেজিত মনে হচ্ছে কেন?"

বিলু বলল, "খুব খারাপ খবর!"

বাবলুও উৎকণ্ঠিত হল এবার, "কীরকম তবু শুনি?"

"আমরা গিয়ে দেখি, যে ভাঙা পরিত্যক্ত শেডে ঘ্যাঁগোরা থাকত সেটিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ছেলেগুলোর অস্তিত্বও নেই। ওদের জিনিসপত্তরও রাস্তায় ছড়ানো-ছিটোনো অবস্থায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। চারপাশে লোকজনের ভিড়। মনে হয় কোনও ভারী ট্রাকের সাহায্যে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শেডটাকে।"

আতঙ্কিত বাবলু বলল, "ছেলেগুলো ওর মধ্যে চাপা পড়ে নেই তো?"

"না। পুলিশের সাহায্য নিয়ে পাড়ার ছেলেরাই ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করেছে সব, কিন্তু কোনও ডেডবডির সন্ধান পাওয়া যায়নি।"

ভোম্বল বলল, "পুলিশের ধারণা, এটা ঠিক নাশকতা নয়। কোনও লরি ব্রেক ফেল করে এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছে।"

বাবলু রেগে বলল, "ওরা তো এইরকমই ধারণা করে। ওদের ধারণা ঠিক হলে লরিটা তো থাকত?"

বিলু বলল, "কোথাও কিছু নেই। পুরনো নড়বড়ে শেডের দেওয়ালটাকে ধসিয়ে দিয়েই কেটে পড়েছে।"

বাবলু গম্ভীর হয়ে বলল, "তার মানে কাজ হাসিল করেই ছেলেগুলোর লাশ ওরা পাচার করেছে অথবা গুম করেছে ছেলেগুলোকে।"

"এখন তা হলে কী করবি?"

"আমি নিজে গিয়ে একবার দেখব কীভাবে কী হল। চল তো দেখি।" বলে রেবাদিকে বলল, "আপনি একটু বসুন দিদি। আমরা এখনই আসছি।"

পঞ্চুকে বাড়িতে রেখে বিলু আর ভোম্বলকে নিয়েই ঘটনাস্থলে এল বাবলু। ওদের বাড়ি থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়, তাই অল্পক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেল।

বাবলুকে দেখে এলাকার ছেলেরা এগিয়ে এসে বলল, "পাড়ার মধ্যে কী কাণ্ডটা ঘটে গেল দ্যাখ একবার। শব্দ শুনেই ছুটে এসেছি আমরা। এসে দেখি এই ব্যাপার।"

বাবলু বলল, "আমাদের একবার খবর দিলি না কেউ?"

"আমরা জানি তোরা তো মর্নিংওয়াকে বেরোস। খবর ঠিক পাবিই। পুলিশ কীভাবে খবর পেল তা জানি না। আসলে আমরা এই দৃশ্য দেখে আগে জায়গাটা পরিষ্কার করতে লেগে গেছি। কেন না ওই কাগজকুড়নো ছেলেগুলো তো এখানেই শুয়ে থাকে সারারাত।"

বাবলু বলল, "সেদিক থেকে ভালই করেছিস তোরা। কিন্তু ছেলেগুলোর কোনও হদিস পেলি?"

"না।"

"গেল কোথায় বল তো ছেলেগুলো?"

বাবলু নিজে এবার চারদিক ঘুরেফিরে দেখল। কিন্তু না, সন্দেহজনক কোনও কিছুই ওর চোখে পড়ল না। এমনকী কোথাও এতটুকু রক্তের দাগও নেই। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। কী হল তা হলে ছেলেগুলোর?

বিলু বলল, "দ্যাখ বাবলু, আমার মনে হয় ঘ্যাঁগোদের ওরা কিডন্যাপই করেছে।"

বাবলু বলল, "আমারও সেইরকম মনে হচ্ছে। ছেলেগুলোকে ওরা গুম করে লরিতে উঠিয়েই জায়গাটা ধসিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। না হলে শুধু শুধু ওরা ডেডবডিগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিটা নেবে কেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আর ওগুলো ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে বের করবার সময়ই বা পাবে কখন?"

বিলু বলল, "আর তা হলে এখানে থেকে লাভ নেই। যা জানবার তা তো জানা হল। এখন ঘরে ফেরা যাক।"

বাবলু হঠাৎ কী দেখে যেন থমকে দাঁড়াল। বলল, "জাস্ট এ মিনিট।"

"কেন, কী ব্যাপার!"

"একটা জিনিস লক্ষ করেছিস?"

ভোম্বল বলল, "কী জিনিস?"

"চারদিকে কত বালি পড়ে আছে দেখেছিস?"

"দেখেছি। তাতে কী?"

"নিশ্চয়ই কোনও বালির লরি এসে ধাক্কা দিয়েছে শেডটাকে। এখন এই বালির চিহ্ন ধরেই ট্রাকটাকে আগে খুঁজে বের করি আয়।"

বিলু বলল, "বুদ্ধিটা খুব জোর কাজে লাগিয়েছিস তো। লরি ভর্তি বালি ছিল তাই চাপও ছিল বেশি। ঝুরো বালি পথের দু'পাশেই ঝরতে ঝরতে গেছে। ওই বালি লক্ষ্য করেই আমরা খুঁজে বের করব ট্রাকটাকে। তোব স্কুটারটা নিয়ে আসব বাবলু?"

বাবলুর কথা শুনে ওইখানকারই একটি ছেলে বলল, "আবার বাড়ি যাবি কেন? আমাব মেজদার একটা হিরো হোন্ডা আছে, সেটাই নিয়ে যা তোরা।"

বাবলু বলল, "খুব ভাল হয় তা হলে।"

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি গিয়ে হিরো হোন্ডাটা এনে দিলে ওরা তিনজনেই চেপে বসল তাতে। তারপব বালির রেখা দেখে এ-পথ সে-পথ করে কাসুন্দিয়ার একটি গোলাব সামনে এসে থামল। দেখল বালি ভর্তি একটি লরিকে তখনও খালাসের কাজ চলছে।

বাবলু বলল, "এই সেই লরি।" বলে হিরো হোন্ডা একপাশে রেখে লরির সামনে গিয়ে দেখল, অনুমানে এতটুকুও ভুল নেই ওদের।

লরিব সামনের বাঁদিকটা থেবড়ে গেছে। খুব একটা মারাত্মক রকমের নয় যদিও, তবুও ক্ষতিগ্রস্ত হযেছে বেশ। গোলার মালিক বেচারাম মণ্ডল খুবই বকাবকি করছেন ট্রাক-ড্রাইভারকে।

বাবলুব চেনা পরিচিত গোলা। খুব ছোটবেলায় ওরা এখানে আশ্রম মাঠে সাইকেল শিখতে আসত। ভদ্রেশ্বরদার সাইকেলের দোকান থেকে সাইকেল ভাড়া কবে শিখত। তখনই দেখেছে বেচারামকে। সবাই ওকে বেচাদা বলে।

বাবলু বলল, "বেচাদা, এই জিনিস আপনি কোথা থেকে নিয়ে এসেছেন?"

বেচাদা একটু হাসিখুশি লোক। বললেন, "তোর মুখটা খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কে রে তুই?"

"ছেলেবেলায় আমি এইদিকে সাইকেল শিখতে আসতুম। তা এই লরিটা কি আপনার?"

"না, না। লরি আমাব নয় বে ভাই। সীতাপুরে যেখান থেকে আমবা বালি কিনি, এই লরি সেইখানকারই। গাড়িটার কী অবস্থা করেছে দেখেছিস? নেশাব ঘোরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করেছে একটা। তা কী ব্যাপার বল দিকিনি?"

বাবলু তখন যা হয়েছে ওদেব পাড়ায়, তা বলল।

শুনেই শিউরে উঠলেন বেচাদা। বললেন, "সর্বনাশ! এ তো তা হলে পুলিশ কেসের ব্যাপার!" বলেই লরির চালকের গালে ঠাস ঠাস করে দু'ঘা চড়িয়ে দিয়ে বললেন, "তবে যে একটু আগে তুই বললি একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে।"

চালক এবাব গালে হাত বুলোতে বুলোতে কাঁইকাঁই করে বলল, "তুমি খামোখা আমাকে মারধোর করছ। আগে শোনো ব্যাপারটা কী হয়েছিল।"

"এখন কেন শুনব? যখন জিজ্ঞেস করেছিলুম তখন কেন সত্যি কথা বলিসনি হতভাগা? এইবার ঠেলা সামলাবে কে? তা ছাড়া ওই পথ দিয়ে তুই আসবিই বা কেন?"

"কী করব, রাস্তা খোঁড়ার জন্য মেন রোড তো বন্ধ ছিল। আমরা ফজির বাজার দিয়ে ঢুকেছি তাই। তা ছাড়া—!"

"তা ছাড়া কী?"

"নেশা আমি মোটেই করিনি। ধাক্কাটা ইচ্ছে করেই লাগিয়েছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"ইচ্ছে করে!"

বেচাদা যেমন অবাক হলেন, তেমনই অবাক হল বাবলু, বিলু, ভোম্বলও।

বেচাদা বললেন, "ইচ্ছে করে কেউ ধাক্কা লাগায়?"

"না লাগানো ছাড়া উপায় ছিল না।"

"রহস্য না করে কী বলতে চাস বল দিকিনি?"

"মেন রোড খোলা না পেয়ে আমরা যখন পাড়ার ভেতর দিয়ে আসছি ঠিক তখনই দেখা হল ট্যাংরার সঙ্গে। ওরা কয়েকজন চারু সিংহ লেনের মুখটাতে ঘুরঘুর করছিল। আমাদের গাড়ি আটকে বলল, তাড়াতাড়ি জিনিস খালাস করে নস্করপাড়ার গলির মুখে অপেক্ষা করতে। ওদের কিছু দু'নম্বরি জিনিস আছে, সেগুলো নামিয়ে দিয়ে আসতে হবে পিলখানায়। তা ওদের যত বলি আমাদের গাড়ির ব্রেক কাজ করছে না, ওরা ততই শাসাতে থাকে। তা ছাড়া ওদের জিনিস নিয়ে যাওয়া মানেই থানা-পুলিশের ঝক্কি পোহানো। সেবাব কালোদা ছিল তাই রক্ষে পেয়েছি, না হলে কয়েক মাসের হাজতবাস কেউ আটকাতে পারত না।"

কথার মাঝেই কথা বলল বাবলু, "কালোদা কে?"

"তোমরা চিনবে না। কালো দত্ত। এই লাইনের যন্তর একখানি।"

"কোথায় থাকেন উনি?"

"আগে তো নস্করপাড়াতেই থাকত। এখন হাই রোডের ধাবে কোথায় যেন বাড়ি করেছে।"

"যাক, তারপর?"

"আমি তখন ইচ্ছে করেই গাড়িটাকে ড্যামেজ করব বলে ওই ভাঙা শেডটাতে ধাক্কা মারি। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, গাড়িটা দোমড়াল কিন্তু বিকল হল না।"

বেচাদা কপাল চাপড়ে বললেন, "হায রে মাথামোটা। তোর উচিত ছিল আমার জিনিস খালাস করে ফেববার সময় ওদের যা যা নেওয়াব তুলে নিয়ে সোজা থানায় চলে যাওয়া।"

চালক বিদ্রূপ কবে বলল, "মাথামোটা যে কে, তা তো এখনই বোঝা যাচ্ছে। তোমার কথামতো ওই কাজ কবলে আমাকে আর করে খেতে হত না, মাঝখান থেকে পুলিশের পেট ভরত। কিন্তু আমার মুণ্ডুটা গড়াগড়ি যেত বঙ্কিম সেতুব ওপব।"

বাবলু বলল, "না না। ও-কাজে বিপদ ছিল। কিন্তু ওই শেডের মধ্যে কতগুলো ভবঘুরে রাত কাটায় তা জানো?"

"জানি রে ভাই। জেনেশুনেই করেছি এ-কাজ। আমার এই ক্লিনার ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম ওর ভেতরে যাবা আছে তাদের সতর্ক করে দেওযার জন্য। কিন্তু ছেলেটা টর্চেব আলো ফেলে কাউকেই দেখতে পায়নি। ও ফিরে এলে আমি নিজে গেলাম। আমিও কাউকে দেখতে পাইনি। না হলে আমি অত বোকা নাকি যে, কতকগুলো ঘুমন্ত মানুষকে মেবে নিজে যাব ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে।"

"কিন্তু ধবো, এই দুর্ঘটনাটা তো গুরুতরও হতে পারত।"

"হলে মরতাম।" বলে আব কথা না বাড়িয়ে চলে গেল চা খেতে।

বাবলুরা পবস্পরেব মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

বেচাদা বললেন, "একেই বলে গাড়োয়ানি বুদ্ধি।"

বাবলু বলল, "আমাব মনে হয় যে-কোনও কারণেই হোক আসল ব্যাপারটা ও চেপে গেল।"

"আমারও কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।"

বাবলু তখন ড্রাইভারের সঙ্গে থাকা ছেলেটিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, "কী ব্যাপার সত্যি করে বল তো। না হলে কিন্তু পুলিশ কেস হলে তুইও ফেঁসে যাবি।"

ছেলেটি এবার ঘাবড়ে গেল খুব। ভয়ে ভয়ে সে সকলের দিকে তাকাল।

বেচাদা বললেন, "ভয় কী? আমি তো আছি। তোর হয়ে আমি বলব তোর মালিককে।"

ছেলেটি বলল, "আসলে পাইলটদার দোষ ছিল না। ট্যাংরার লোক ওকে দুশো টাকা দিয়ে বলেছিল ওই পুরনো শেডটাকে ধসিয়ে দিতে। ওদের কথায় প্রথমে রাজি হয়নি পাইলটদা। পরে ওরা ভয় দেখাতে তবেই বাজি হল। তবু খুনের ঝুঁকি নেব না বলেই আমরা ওদের সতর্ক করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেউই তো ছিল না ভেতরে।"

বাবলু বলল, "সে কী! কেউ ছিল না?"

"না।"

বাবলুরা আর কোনও কথা না বলে আবার সেই ধ্বংসস্তূপের কাছে ফিরে এল, তারপর হিরো হোন্ডা ফেরত দিয়ে রওনা হল ঘরের দিকে। ওদের তখন একটাই চিন্তা, ঘ্যাগোর দলটা গেল কোথায়? দুষ্কৃতীরা কি গুম করল ওদের?

বাবলুদের বাড়ি ফিরতে বেলা হয়ে গেল অনেক। ওরা যখন ফিরে এল, রেবাদি তখন অপেক্ষা করে করে চলে গেছেন। দয়ালদার গাড়িতেই গেছেন রেবাদি। বাচ্চু-বিচ্ছুও ফিরে গেছে ওদের ঘরে। রেবাদি ছোট্ট একটি চিরকুটে লিখে গেছেন, "চললাম। সময় করে এসো। তোমরাই আমাদের ভরসা।"

ওদের তিনজনকেই গম্ভীরমুখে ফিরে আসতে দেখে মা বললেন, "কী হল? খোঁজ পেলি ছেলেগুলোর?"

সবাই ঘাড় নেড়ে জানাল, "না।"

মা বললেন, "রেবা অনেকক্ষণ ধরে তোদের জন্য অপেক্ষা করে চলে গেল।"

"বেশ করেছেন। ওঁকে তো যেতেই হত! বাচ্চু-বিচ্ছু কোথায়?"

"ওরা বাড়ি গেছে। পঞ্চুও গেছে ওদের সঙ্গে।"

মা বললেন, "ছেলেগুলোর ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নে তা হলে।"

"অবশ্যই। কিন্তু আমরা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না ছেলেগুলোর হঠাৎ এইভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার কারণটা কী? না কি দুষ্কৃতীরা ওদের গুম করে রাখল কোথাও।"

ভোম্বল বলল, "এখন আমাদের প্রথম কাজই হল কালো দত্তকে নজরে রাখা। ওর ঘাঁটিতে হানা দিলেই অনেক রহস্যের অবসান ঘটবে। আজ দুপুরেই যাই চল হাই রোডের দিকে। ট্যাংরাকে আমরা সহজে ধরতে পারব না। কিন্তু কালো দত্তর ডেরা আছে।"

বিলু বলল, "তার আগে আমাদের উচিত একবার থানায় যাওয়া। কাল রাতের পর পুলিশ কতটা এগোল তাও তো জানা যাবে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, তাই চল।"

মা বললেন, "এখনই কেন? বেলা অনেক হয়েছে। এখন থানায় গেলে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তার চেয়ে স্নান-খাওয়া সেরে ধীরেসুস্থে মাথা ঠান্ডা করে যা করবার করবি।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল। থানায় ফোন করেই বরং জেনে নিই কতদূর কী হল।" এই বলে ফোনে বাচ্চু-বিচ্ছুকে ওদের ফিরে আসার খবর জানিয়ে থানায় ফোন করল।

ও সি নিজেই ধরেছিলেন ফোন। বললেন, "ট্যাংরা বা বানটু কারও খোঁজই পাওয়া যায়নি। তবে বড় ধরনের কোনও গোলমালেরও খবর নেই। তোমরা একটু সাবধানে চলাফেরা কোরো।"

বাবলু বলল, "আজ সকালের ওই দুর্ঘটনার ব্যাপারে আপনার কী মনে হয়?"

"ও কিছু না। কোনও বেহিসেবি ট্রাক চালকের অসতর্কতায় হয়ে গেছে ওটা।"

"এর ফলে কোনও জীবনহানিও তো ঘটতে পারত।"

"হলে কী আর করা যেত বলো? অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানির খবর নেই।"

বাবলু টেলিফোন নামিয়ে রেখে বলল, "এর নাম পুলিশ। সহজে কোনও কিছুতেই গুরুত্ব দিতে চায় না। সব ব্যাপারটাই হালকা করে দ্যাখে।"

বিলু বলল, "কেন, কী হল?"

"শুনলি তো সব। কী আর বলব বল? সকালের ওই ঘটনাটার কোনও গুরুত্বই নেই ওদের কাছে।"

বিলু, ভোম্বলকে বিদায় দিয়ে বাবলু স্নান সেরে খেতে বসেছে, এমন সময় এসে হাজির হল পঞ্চু। সঙ্গে বাচ্চু-বিচ্ছুও এল।

বাবলু খাওয়া শেষ করে ওর ঘরে বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে আলোচনার জন্য বসতেই বিলু, ভোম্বলও এল। ওদের আলোচনার বিষয়বস্তুই হল কীভাবে কালো দত্তকে ফাঁদে ফেলা যায়।

বাবলু বলল, "ওই লোকটাই যে গডফাদার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু প্রমাণ একটু হাতেনাতে পেলে এমন জব্দ করব বাছাধনকে, যাতে কিনা সারাজীবন ধরে পস্তাতে হবে ওকে।"

ভোম্বল বলল, "তোর পিস্তলটা যদি আমার হাতে থাকত, তা হলে ...।"

এমন সময় বাইরে থেকে ঘ্যাগোর গলা শোনা গেল, "বাবলুদা!"

বিলু, ভোম্বল এসে দরজা বন্ধ করেনি। ঘরের ভেতর থেকেই তাই বাইরেটা দেখা যাচ্ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু হাতছানি দিয়ে ডাকল ওদের।

ওরা দরজার কাছ পর্যন্ত এল কিন্তু ভেতরে ঢুকল না।

বাবলু বলল, "আয়, ভেতরে আয়।"

ঘ্যাগো বলল, "আমরা নোংরা ঘেঁটে কাগজ কুড়োচ্ছিলাম বাবলুদা, এই অবস্থায় ভেতরে ঢুকব না। তোমরাই বরং বাইরে এসো।"

ঘ্যাগোর গলা শুনে মা-ও এলেন। বললেন, "সারাটাদিন কোথায় ছিলি সব? বস্তাগুলো বাইরে রেখে ভেতরে আয়। পা নোংরা তো কী হয়েছে, ঘর আমি মুছে নেব।"

মা'র কথা শুনে তাই করল ওরা।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার রে তোদের?"

ঘ্যাগো বলল, "ব্যাপার গুরুতর। একটুর জন্য বেঁচে গেছি কাল। না হলে সবাই দেওয়াল চাপা পড়ে মরতাম।"

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এদিকে তোদের জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নেই আমাদের।"

"কাল তো শেষরাতে একসঙ্গেই ফিরলাম। এমন সময় ঘেঁটুর সঙ্গে দ্যাখা। ও তো বাপে খ্যাদানো ছেলে। বটতলায় বসে বিড়ি বাঁধে আর চট চাপা দিয়ে পড়ে থাকে এর ওর ঘরে। ও ই এসে বলল, "তোরা আর এক মুহূর্তও এখানে থাকিস না ঘ্যাগো। শিগগির দূরে কোথাও পালা। না হলে কিন্তু প্রাণে মরবি। ট্যাংরার দল তোদের প্রত্যেককে মেরে ফেলার মতলব করেছে।" ঘুমন্ত অবস্থায় কখন কী করে দেয় ওরা, তার ঠিক নেই। তাই আর ঝুঁকি না নিয়ে আমরা হাজার হাত কালীতলার দিকে পালালাম। পরে বেলায় শুনলাম আমাদের আস্তানাটাকেই গুড়িয়ে দিয়েছে ওরা।"

মা বললেন, "মুখ তো দেখছি সব তুলসীপাতা। সারাদিনে পেটে পড়েছে কিছু?"

ওরা প্রত্যেকেই লজ্জায় মুখ নামাল।

মা বললেন, "বুঝেছি। আর মুখ নামাতে হবে না। বোস একটু, আমি এখনই প্রেশার কুকারে দুটি ভাতে ভাত করে দিচ্ছি।"

মা ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে চলে গেলেন।

বাবলু বলল, 'হাজার হাত কালীতলায় থাকলে আমার চোখের আড়ালে চলে যাবি কিন্তু। জায়গাটা অনেক দূরে তো।"

ঘ্যাগো বলল, 'ওখানে আমাদেরও পোষাবে না। সবাই সন্দেহ করছে। একজন তো চোখ রাঙিয়ে বলেই দিল এখানে আস্তানা করলে মেরে ফাটিয়ে দেব।"

বাবলু বলল, "আসলে দিনকাল যা পড়েছে তাতে দোষও দেওয়া যায় না কাউকে। তা যাক, হরিদার গ্যারাজটা এখন খালি পড়ে আছে। আপাতত তোরা ঢুকে পড় এর ভেতর। আমি বলেকয়ে দিচ্ছি। পরে দেখেশুনে একটা ব্যবস্থা করে দেব তোদের।"

ঘ্যাগো যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেল এবার। বলল, "তা হলে কিন্তু খুব ভাল হয় বাবলুদা। অনেকদিন এ পাড়ায় আছি, ছেড়ে যেতে মন চাইছে না।'

"যেতে তোদের দিচ্ছে কে?"

ঘ্যাগো বলল, "তোমাদের তো আজ যাওয়ার কথা ছিল বেরাদিদের ওখানে, গেলে না কেন?"

বিলু বলল, "তোদের জন্যই তো যাওয়া হল না। আমরা ভেবেছিলাম তোদের সবকটাকে ওরা বোধ হয় তুলে নিয়ে গেছে। তাই আর একটু পরেই আমরা যাচ্ছিলাম কালো দত্তর ডেরায়।"

"ওখানে এখন যাওয়ার দরকার নেই তোমাদের। ও কাজের ভার তো আমরাই নিয়েছি। আজ থেকেই আমরা লেগে পড়ছি আমাদের কাজে। এখন তোমাদের এখানে দু'মুঠো খেয়ে ওই গ্যারাজঘরে শুয়ে তেড়ে একটা ঘুম দেব, তারপর রাতের অন্ধকারে শুরু করব আমাদের কাজ।"

বাবলু বলল, "আমরাও নিশ্চিন্ত হই তা হলে। ওদের গতিবিধি, কে কখন যায়-আসে, সবদিকে নজর রাখবি। তারপর একদিন আমরা গিয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারব ওদের ওপর।"

ঘ্যাগো বলল, "বাবলুদা তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি কী সাংঘাতিক ছেলে তা তুমি জানো না।"

"খুব জানি। কাল রাতেই তার পরিচয় পেয়েছি।"

"শুধু আমি নয়, আমরা সবাই। সাতদিনের মধ্যে পাক্কা খবর এনে দেব তোমাদের। কালো দত্ত, বান্টু সবার খবর এনে দেব। তবে ট্যাংরার মরণ কিন্তু আমাদের হাতে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আশ্বস্ত হল।

বাবলু বলল, "যা করবি বুঝেশুনে করবি। অযথা মাথাগরম করে কাঁচা কাজ কিছু করে ফেলিস না।"

"না, না। যা করবার তোমরাই করবে। আমরা শুধু খোঁজখবরই দেব।"

"আমরা তা হলে কাল সকালেই রওনা দিই রাজবলহাটের দিকে?"

"সে তোমরা যাও। আমরা দু'জন-দু'জন করে বাড়ি পাহারা দেব তোমাদের।"

"তা হলে কিন্তু খুব ভাল হয়। যদিও কাল সকালেই বাবা এসে পড়বেন তবুও তোরা একটু নজরে রাখিস।"

মা এবার খেতে ডাকলেন ওদের। ঘ্যাঁগো ওর তিন সঙ্গী ঘ্যাচাং, খ্যাচাং আর ফ্যাচাংকে নিয়ে খেতে চলে গেল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরিকল্পনা করতে লাগল রাজবলহাটে যাওয়ার। কখন এবং কীভাবে যাবে সেই নিয়েই চলল ওদের জোর আলোচনা।

॥ ৪ ॥

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল বাবলুর। আসলে কোথাও যাওয়ার ব্যাপার থাকলে এমনিতেই ওর ঘুম হয় না। ঘুমিয়ে পড়লেও ঘুম তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়। তবে মর্নিং ওয়াকের ব্যাপারটা বর্তমান পরিস্থিতিতে কয়েকদিনের জন্য স্থগিত রেখেছে ওরা।

সকাল ছ'টায় বাবা এলেন।

তারপরই এল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা।

পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে বাবলু তখন রেডি।

ওরা ঠিক কবল বাসে নয়, ট্রেনেই হরিপাল পর্যন্ত গিয়ে তারপর বাস অথবা ট্রেকারে যাবে। সেইরকম প্রস্তুতি নিয়ে ওরা একটা অটোয় চেপে হাওড়া স্টেশনে এল।

বিলু বলল, "রেবাদিদের বাড়িতে ফোন নেই যে জানিয়ে দেব।"

বাবলু বলল, "না জানালেই ভাল। আমরা আচমকা গিয়ে হাজির হলে খুবই খুশি হবেন রেবাদি।"

ভোম্বল বলল, "এবং সঙ্গে-সঙ্গে মুরগির মাংস ...।"

বিচ্ছু বলল, "সে গুড়ে বালি।"

"কেন? বালি কেন?"

"কেন নয় বলো? যে বাড়িতে অষ্টধাতুর বিষ্ণুমূর্তি পুজো হয়, সেই বাড়িতে মুরগির মাংস তুমি আশা করো কী করে?"

ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বলল, "তাই তো রে! এটা তো ভেবে দেখিনি।"

বিলু বলল, "তোর কেবল খাওয়া। দু'-একদিন নিরামিষ ভাত তরকারি খা' না। ভালই লাগবে।"

বাবলু বলল, "নিরামিষ খেতে হবে না। রেবাদিদের বাগান, পুকুর সবই তো আছে। ভাল মাছের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে আমাদের জন্য।"

বাচ্চু আর থাকতে পারল না। বলল, "উঃ। কী আরম্ভ করেছ বলো তো তোমরা? আগে গিয়ে পৌঁছও, তবে না?"

সাবওয়েতে নেমে প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে সকলকে দাঁড় করিয়ে বাবলু আর বিলু গেল হরিপালের টিকিট কাটতে। এমন সময় ঘোষকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "যাত্রীসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, ওভারহেড লাইনে বিদ্যুৎ না থাকার জন্য পূর্ব রেলের সমস্ত আপ এবং ডাউন ট্রেনের চলাচলে বিলম্ব হবে। কৃপয়া শুনিয়ে ..।" কৃপা করে আর কিছুই শুনে লাভ নেই। যা শোনা হল তাতেই অঙ্গ জল হয়ে গেছে।

বাবলু বলল, "যাঃ। শুরুতেই বাধা।"

বিলু বলল, "এখন তা হলে উপায়?"

"উপায় একটা খুঁজে বের করতে হবে। ট্রেন যখন বন্ধ তখন বাসেই যাব আমরা।"

ওরা ম্লান মুখে ফিরে এলে ভোম্বল বলল, "ট্রেন তো বন্ধ। যাওয়ার ব্যাপারে কী হবে তা হলে?"

বাবলু বলল, "যাওয়া হবে। ট্রেনে যেতাম, না হয় বাসে যাব। এখন স্ট্যান্ডে গিয়ে দেখি কখন বাস আছে।"

ভোম্বল বলল, "রাজবলহাটের বাস কোনখানে থাকে তা আমি জানি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"তবে তো ভালই হল, চল।"

অতএব আর দেরি না করে সবাই চলল বাস ধরতে। কিন্তু মুশকিল হল পঞ্চুকে নিয়ে। হাওড়া স্টেশনে যাত্রীদের ভিড়ে সাবওয়ের ভেতর দিয়ে পথ চলে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছনো কি মুখের কথা? বিরক্তি ধরে যায়। পঞ্চুরও অসুবিধে হল খুব।

যাই হোক, তবুও ওরা ভিড় ঠেলে কোনওরকমে বাসস্ট্যান্ডে এল। এসে দেখল সেখানে সব জায়গার বাস আছে, শুধু রাজবলহাটের বাসই নেই।

মেজাজ গেল খিঁচড়ে।

বিলু বলল, "অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুখায়ে যায়।"

একে বাস নেই, তার ওপরে দীর্ঘ লাইন। এখনই হঠাৎ করে একটি বাস এসে পড়লেও তাতে বসবার জায়গা পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

কী হল বাসের তা কে জানে? অথচ অন্য সব জায়গার বাস আসছে, ছাড়ছে, চলে যাচ্ছে।

ওরাও লাইনে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল রোদের তাপে।

ভোম্বলের মাথা তখন গরম হয়ে গেছে। বলল, "দ্যাখ বাবলা, রেবাদিদের এই কেসটা হাতে নেওয়ার পর থেকেই কীরকম ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে দেখেছিস? আমার মনে হয় এই বাধা ঠেলে আর এগোনো আমাদের উচিত হবে না।"

বাচ্চু-বিচ্চুও মনমরা খুব।

বাচ্চু বলল, "সত্যি, ট্রেন আর বাসের জন্য যাওয়ার সমস্ত আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল।"

বিচ্চু বলল, "তুমি একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করো দেখি।" বলে তাকাল বাবলুর দিকে।

বাবলু বলল, "ঘাবড়াস না। যাওয়া আমাদের হবেই। বাস না এলে ট্যাক্সিই করব।"

বাবলুর কথা শেষ হতে না হতেই কোথা থেকে একটা আঁটপুরের বাস এসে হাজির হল সেখানে। প্রাইভেট বাস। এই বাসে লোকজন তেমন কেউ উঠল না।

বাবলুরা যখন উঠবে কি উঠবে না ভাবছে তেমন সময় হঠাৎই এমন একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের, যাকে ওরা সবাই চেনে। বেশ হাসিখুশি আর দিলখোলা যুবক। ওদের চেয়ে কয়েক বছরের বড়। হাটপুকুরের দিকে থাকে।

বিলু বলল, "কী গো ভানুদা, তুমি কোথায় যাবে?"

ভানুদা ওরফে সমীর চক্রবর্তী রেলে কাজ করে। শখ হল বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে বাংলা ও ইংরেজি দৈনিকে চিঠি লেখা আর রেলের পাস নিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়ানো।

বিলুর কথার উত্তরে ভানুদা বলল, "তার আগে বল, তোরা কোথায় যাবি?"

'আমরা তো রাজবলহাটে যাব।"

"রাজবল্লভেশ্বরী দেখতে?"

"বলতে পারো। ভেবেছিলাম হরিপাল দিয়ে যাব, তা গিয়ে দেখি ট্রেন বন্ধ। এদিকে এখানে এসে দেখি রাজবলহাটের বাসও নেই।"

"না থাক। এই বাসেই ওঠ তোরা। এ বাস রাজবলহাট যাবে না। তোরা আঁটপুর অব্দি যা। সেখান থেকে অন্য বাসে রাজবলহাটে চলে যাবি। বেশিক্ষণ সময়ও লাগবে না।"

বাবলুরা তাই করল। হইহই করে বাসে উঠে পছন্দসই সিট দেখে বসে পড়ল সবাই।

পঞ্চু বেচারিও ওদেরই পাশে গিয়ে জায়গা করে নিল একটু।

খেঁকুরে মার্কা কন্ডাক্টর তো পঞ্চুকে দেখেই খ্যাঁক করে উঠল। বলল, "এ কী! কুকুর নিয়ে ওঠে কারা?"

.ভোম্বল বলল, "আমরা।"

"এ-গাড়িতে কুকুর যাবে না। নামো সব।"

"কেন, যাবে না কেন? কুকুর তো কারও ক্ষতি করছে না। তা ছাড়া ও তো আমাদের কাছেই আছে।"

"সে ও যেখানেই থাক, আমার দেখবার দরকার নেই। আমার গাড়িতে আমি কুকুর নিয়ে যেতে দেব না। নামো, নামো।"

ভোম্বল এবার রেগে গেল খুব। বলল, "নামো বললেই নামব নাকি? এটা স্টেট বাস নয়, প্রাইভেট বাস। প্রয়োজনে এই বাসে কুকুর কেন, গাধার ছানা, বাছুরও যাবে।"

কন্ডাক্টরও ততোধিক রাগ দেখিয়ে বলল, "তোমার কথায় নাকি হে?"

বাবলু ভোম্বলকে বলল, "আঃ। কী হচ্ছে? চুপ কর না?"

একজন যাত্রী এবার ভোম্বলের পক্ষ নিয়ে কন্ডাক্টরকে বলল, "কেন অযথা ঝামেলা পাকাচ্ছ ভাই? বড়গেছে পেরোলেই তো ঝাঁকাভর্তি মুরগির ছানা নিয়ে বাসের মাথায় ওঠাবে, দেখি না কি? তা হলে অযথা কুকুর নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি কেন?"

কন্ডাক্টর এবার সুর বদলে বলল, "বেশ, কুকুর যাবে। তবে আমিও বলে রাখছি মওকা পেলে ছাগল, গোরুও তুলব আমি এই বাসে। আর আঁটপুর পর্যন্ত কুকুরের ভাড়া লাগবে পঁচিশ টাকা।"

ভোম্বল জোরের সঙ্গে বলল, "পঁচিশ টাকা! পঞ্চাশ টাকার এক পয়সা কম তুমি নাও তো দেখি, তারপর দ্যাখো তোমার কী করি।"

কন্ডাক্টর প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর খিকখিক করে হেসে বলল, "রসিকতা হচ্ছে আমার সঙ্গে? আমি চাইলুম পঁচিশ টাকা আর তুমি বলছ পঞ্চাশ টাকা?"

ভোম্বল বলল, "আমি যা বলি, তাই করি। এই কুকুর যাচ্ছে এবং যাবে। পঞ্চাশটা টাকাও নিতে হবে তোমাকে।"

পঞ্চু বোধ হয় বুঝতে পারল তাকে নিয়েই এত কাণ্ড হচ্ছে, তাই সে লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইল।

ওদের এইসবের মাঝখানেই হন্তদন্ত হয়ে কোথা থেকে যেন ড্রাইভার এসে চালকের আসনে বসেই ঘনঘন হর্ন দিতে লাগল। খালি বাস ভর্তি হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

একটু পরেই ছাড়ল বাস। প্রাইভেট হোক, ছেড়েই গতি নিল। হাওড়া ময়দান হয়ে, ইছাপুর পানি ট্যাঙ্কির পাশ দিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতু সংলগ্ন কোনা এক্সপ্রেসওয়ের পথে হাই রোড ধরে সলপে এসে মাকড়দহ ডোমজুড়ের ওপর দিয়ে বড়গাছিয়ায় এল। এর পর প্রকৃতির শোভা ও সৌন্দর্যের গ্রাম জগৎবল্লভপুর পার হয়ে হাওড়া জেলা ত্যাগ করে প্রবেশ করল হুগলি জেলায়।

প্রথমেই এল প্রসাদপুরে। ছায়া সুনিবিড় চমৎকার একখানি গ্রাম।

বাবলু বলল, "একসময় এই সমস্ত গ্রামে আসা যাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারত না মানুষ। অথচ আজ এই সমস্ত অঞ্চলের কত উন্নতি হয়েছে। গ্রামে গ্রামে এখন পাকা রাস্তা, মোরাম বিছানো পথ, ঘন ঘন বাস ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ। উন্নতির চরম যাকে বলে।"

এর পরে বাস এল জাঙ্গিপাড়ায়। অনেক লোকজন নামল। এই অঞ্চলের মধ্যে খুব জমজমাট জায়গা। এখানে আসার পর বাসের সব সিটই প্রায় খালি হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "আমি যখন খুব ছোট ছিলাম আমার মা তখন আমাকে নিয়ে একবার এখানে এসেছিলেন।

বিলু বলল, "কই, এর আগে কখনও বলিসনি তো?'

"কী বলব? আমারই কি কিছু মনে আছে? আমি তখন ছ'মাসের শিশু। মায়ের মুখে গল্প শুনেছি তাই বললাম। আমার মায়ের ছোটমামা তুলসী মুখুজ্যে ছিলেন সেকালের একজন নামকরা ডাক্তার। এখনও পুরনো দিনের লোকেরা তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।"

জাঙ্গিপাড়ার পর বাস আরও সুন্দর সুন্দর গ্রামের ভেতর দিয়ে একসময় আঁটপুরে এসে পৌঁছল। ফাঁকা বাস থেকে নেমেই ওরা দেখল বাসস্ট্যান্ডের পাশেই কী সুন্দর টেরাকোটার কাজ করা কতকগুলো ছোট ছোট মন্দির। সেইসব মন্দিরের কারুকার্য দেখবার মতো।

বাবলু বলল, "বাবা আমাকে বারবার বলে দিয়েছিলেন রাজবলহাটে গেলে আঁটপুরের মন্দির যেন দেখে আসতে ভুলিস না। তা ভালই হল, আগে এখানকার মন্দিরগুলো দেখি, পরে রাজবলহাটে যাব। সবে তো বেলা দশটা।"

বিলু বলল, "তার মানে হাওড়া থেকে এখানে আসতে আমাদের দু'ঘণ্টা সময় লেগেছে।"

এমন সময় বাবলুর হঠাৎ খেয়াল হল, "আরে! আমরা তো নিজেদের কথায় নিজেরাই মশগুল, বাসের তো ভাড়া দেওয়া হয়নি। গেল কোথায় কন্ডাক্টর?"

বাচ্চু বলল, "ওই তো, ড্রাইভার, কন্ডাক্টর দু'জনে মিলে ওপাশের চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই মিলে সেদিকে এগিয়ে গেল।

বাবলু হেসে বলল, "এই যে কন্ডাক্টর দাদা, আমাদের বাসভাড়াটা কে নেবে বলুন?"

কন্ডাক্টর জিভ কেটে বলল, "ওহোঃ। ভাড়া নেওয়া হয়নি বুঝি? একদম ভুলে গেছি।"

"দিতে ভুলে গেছি আমরাও।"

"তাতে কী? তোমরা পাঁচজন তো? দশ টাকা করে দাও পঞ্চাশ টাকা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু একটা একশো টাকার নোট বের করে কন্ডাক্টরের হাতে দিয়ে বলল, "তা হলে আমাদের এই মাননীয় অতিথির জন্যও পঞ্চাশ টাকা নিন।"

চায়ের ভাঁড়ে যেটুকু চা ছিল সেটুকুও শেষ করে খিকখিক করে হেসে কন্ডাক্টর বলল, "ওর ভাড়া কি নিতে পারি ভাই রে? সাক্ষাৎ ধর্মরাজ, তার ওপরে অতিথি। ওর ভাড়া নিলে অধর্ম হবে।"

ভোম্বল বলল, "তাই যদি তো তখন ওকে নামিয়ে দিচ্ছিলেন কেন বাস থেকে?"

কন্ডাক্টর হেসে গড়িয়ে বলল, "দ্যাখো কারবার। মনে হচ্ছে এই লাইনে তোমরা প্রথম আসছ? সেইজন্যই হিরু কন্ডাক্টরকে তোমরা চিনলে না। বলি ঢপ জানো কী?"

"তার মানে?"

"আরে ভায়া, যাত্রী বাসে কুকুর, ছাগল নিয়ে এলে অনেক লোকের অনেক আজেবাজে কথা শুনতে হয়। তাই ওদের মুখ বন্ধ করবার জন্য অমন একটা নাটক করলাম। কী বুঝলে? নাও এখন সবাই একটু করে চা বিস্কুট খাও।" বলেই হাঁক দিল, "এই আমার ভাইবোনেদের চা-বিস্কুট দে তো! দামটা আমি দেব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক!

সঙ্গে সঙ্গে চা-বিস্কুট এসে গেল ওদের জন্য। পঞ্চুর জন্যও এল অন্য জিনিস। দোকানের ছেলেটা একটা 'লেড়ো' বিস্কুট নিয়ে পঞ্চুর মুখে ধরতেই পঞ্চু সেটা কড়মড়িয়ে খেয়ে নিল। তারপর নতুন জায়গার মাটির গন্ধ শুঁকে স্থির হল।

হিরু কন্ডাক্টর বলল, "তোমরা এখানে মন্দির দেখতে এসেছ তো? এই যে দেখছ মন্দিরটা, এটা হল রাধাগোবিন্দজির মন্দির। যাও গিয়ে দেখে এসো। আর ওই দ্যাখো, ওইখানে রামকৃষ্ণ মঠের মহারাজ দাঁড়িয়ে কথা বলছেন একজনের সঙ্গে। ওঁর কাছে যাও, উনি সব দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।"

মহারাজ বোধহয় আড়চোখে দেখে থাকবেন ওদের। তাই দূর থেকেই হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

ওরা যেতেই মহারাজ বললেন, "তোমরা কি আঁটপুর বেড়াতে এসেছ?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা মহারাজকে প্রণাম করে বলল, "হ্যাঁ মহারাজ।"

"খুব ভাল কথা। প্রিয় কুকুরটিকেও সঙ্গে এনেছ দেখছি। বেশ বেশ। যাই হোক, আজ দুপুরে তোমরা কিন্তু আশ্রমেই প্রসাদ পাবে। এখন চলো, আগে তোমাদের দর্শন করিয়ে আনি।"

মহারাজের ব্যবহারে দারুণ প্রীত হয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা চলল মন্দির দেখতে। কী চমৎকার টেরাকোটার কাজ করা মন্দির। দেখে মন ভরে গেল ওদের।

মহারাজ বললেন, "তোমাদের কাছে নোটবুক আছে?"

বাবলু বলল, "আছে।"

"তা হলে যা যা বলি সব লিখে নাও।" মহারাজ বললেন, "প্রথমেই বলি, এই যে আঁটপুর গ্রাম দেখছ, আগে এর নাম ছিল বিশখালি গাঁ। এখানে একসময় আঁটর খাঁ ও আনর খাঁ নামে দু'জন জায়গিরদার বাস করতেন। তা থেকেই এর নাম আঁটপুর। পাশের গ্রাম আনরবাটি। যাই হোক, এখানে তোমরা যে মন্দিরটি দেখছ এরই আকর্ষণে বহু যাত্রী আঁটপুরে আসেন। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে রাধামাধবের এই মন্দিরটি তৈরি করেন এখানকার জমিদার কৃষ্ণরাম মিত্র। এখানে আরও অনেক মন্দির, রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ ইত্যাদি আছে। সব তাঁরই অবদান। এখানকার মন্দিরের মতো চারচালা মণ্ডপবিশিষ্ট এমন মন্দির কিন্তু আর কোথাও নেই।"

কথাগুলো নোট করা হলে প্রধান ফটক পেরিয়ে বাইরে এল ওরা। সেখানে প্রায় পাঁচশো বছরের একটি প্রাচীন বকুলগাছ দেখে থমকে দাঁড়াল সকলে।

বাবলু বলল, "কী আশ্চর্য দ্যাখ, গোটা গাছটাই একটা ছালের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক পুরীর সেই সিদ্ধবকুলের মতো, তাই না?"

ভোম্বল বলল, "কবে গেছি, অত কি কারও মনে থাকে?"

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "আমাদের কিন্তু মনে আছে।"

বিলু বলল, "তবে সেই গাছের চেয়েও এই গাছটা কিন্তু আরও বিশাল।"

মহারাজ এবার ওদের নিয়ে পাশের চণ্ডীমণ্ডপে এলেন। এই চণ্ডীমণ্ডপটি হল আর-এক বিস্ময়। কাঁঠাল কাঠের ওপর এর অনবদ্য কারুকার্যের শিল্পকলা খুঁটিয়ে দেখার মতো। প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন এই চণ্ডীমণ্ডপের তুলনা নেই।

চণ্ডীমণ্ডপ দেখা হলে মহারাজ বললেন, "শুধু মন্দিরের জন্য নয়, এই গ্রাম বিখ্যাত আরও অন্য কারণে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদামণি, স্বামী বিবেকানন্দ কে না এসেছেন এই গ্রামে? এখানকার বাবুরাম ঘোষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

(স্বামী প্রেমানন্দ) বাড়িতে এঁদের সকলেরই পায়ের ধুলো পড়েছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখানকার মিত্তিরবাড়ির কালু ও ভুলুর সঙ্গে দেখা করতে এসে এই মন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপ দেখে ভাবে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তিনবার এসেছিলেন এখানে। ঠাকুর ও সারদামণি বারবার। মা সারদা তো কামারপুকুর জয়রামবাটি যাওয়ার পথে প্রায়ই আসতেন এখানে। যে ঘরটিতে তিনি থাকতেন সেটি ভেঙে গেছে। তবে স্বামী বিবেকানন্দ যে বাড়ির দোতলায় থাকতেন সেটি এখনও অক্ষত আছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা একাগ্রচিত্তে শুনতে লাগল সব।

মহারাজ বললেন, "ইংবেজি ১৮৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর বাংলা ১২৯৩-এর ১০ পৌষ শুক্রবার সন্ধ্যায় এখানে যে ধুনিযজ্ঞ হয়েছিল তাইতে অগ্নিস্পর্শ করে স্বামী বিবেকানন্দ ও ঠাকুরের নয়জন শিষ্য 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' সংঘবদ্ধ হওয়ার সংকল্প করেন।"

বিচ্ছু বলল, "ধুনিযজ্ঞটা কোথায় হয়েছিল?"

মহারাজ বললেন, "চলো তোমাদের সেইখানে নিয়ে যাই। অমনি যে বাড়ির দোতলায় স্বামীজি থাকতেন সেই বাড়িটাও দেখিয়ে দেব তোমাদেব। পেছনেই নরেন্দ্র সরোবর। স্বামীজি সেখানে স্নান করতেন। সব দেখাব। আব ওই দূরে হচ্ছে আনববাটি গ্রাম। দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল পরমেশ্বর দাস ঠাকুরেব পাট ছিল সেখানে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সেখানেও যাবে তোমরা। পরে একবাব মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে বেড়াতে এসো, দু'-একদিন থেকো, আমাদের অতিথিশালা আছে, কোনও অসুবিধে হবে না। তখন আরও অনেক কাহিনী শোনাব। আঁটপুর হল হুগলি জেলাব এক মহান ঐতিহ্যময় গ্রাম।"

ওরা মহারাজের সঙ্গে ধীরে ধীবে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে মহারাজ বললেন, "ইচ্ছে করলে তোমরা আজকের দিনটা এখানে থেকেও যেতে পারো।"

বাবলু বলল, "না। আমরা আজই চলে যাব, রাজবলহাটে।"

"বাঃ বাঃ, বেশ। রীতিমতো খোঁজখবর নিয়েই এসেছ দেখছি। রাজবলহাট খুব ভাল জাযগা। ওখানে রাজবল্লভেশ্বরীর মন্দির আছে। মা'কে দর্শন করে তারপব যেয়ো।"

বাবলু বলল, "ওখানে আমরা দু-একটা দিন থাকব। আসলে একজনেব বাড়ি যাব বলেই এসেছি আমরা। এই সুযোগে আঁটপুরও ঘোরা হয়ে গেল।"

"রাজবলহাটে কাদের বাড়িতে যাবে? ওখানকাব অনেককেই আমি চিনি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এইবার পড়ল মহা মুশকিলে। ওরা কিছুতেই রেবাদির বাবাব নাম মনে কবতে পারল না।

মহারাজ তখন সকলকে আদর করে কাছে টেনে বললেন, "সেরেছে বে। যাদেব বাড়িতে যাবে তাদের নাম-ঠিকানা ভাল করে না জেনেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছ তোমরা?"

বাবলু বলল, "এটা সত্যিই লজ্জার ব্যাপার। আসলে পরিস্থিতিই এর জন্য দায়ী। তবে ওখানে গিয়ে ওই বাড়ি খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধে হবে না আমাদের। কেন না সম্প্রতি ওই বাড়ি থেকে অষ্টধাতুর একটি দুর্লভ মূর্তি চুরি যায়। এমনকী ওই বাড়ির একটি ছেলেও নিখোঁজ আজ কয়েকদিন ধবে।"

মহারাজ বললেন, "অ, বুঝেছি। তুমি রাজমোহনবাবুদের বাড়ির কথা বলছ। ওঁর মেয়ে বেবা তো মাঝে মাঝে সময় পেলেই বান্ধবীদের নিয়ে আসে এখানে। ভোগ প্রসাদ খায়। ঠিক আছে, ওইখানে গিয়ে পড়লে কোনও অসুবিধে হবে না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এইবার মহারাজের সঙ্গে চারদিক ঘুরে বেড়াল। মহারাজ এরই মধ্যে কত যে কাহিনী শোনালেন ওদের, তার কিছু মনে রইল, কিছু রইল না। তার আব-এক কারণ ওদের মনপ্রাণ এখন পড়ে আছে রাজবলহাটের দিকে। সেইখানকার রহস্য উদ্ধারের কাজেই তো এখানে আসা। সরাসরি বাস পেলে ওরা আঁটপুরে নয়, রাজবলহাটেই নামত। অবশ্য একদিক থেকে ভালই হল। কেন না এই মুহূর্তে ওখানকার রহস্যজালে জড়িয়ে পড়লে হয়তো ওদের আঁটপুরেই আসা হত না। আর এখানে না এলে হুগলি জেলার এই পবিত্র তীর্থভূমি ওদের কাছে অপরিচিতই রয়ে যেত।

ঘোরা শেষ হলে দুপুরে স্নান-খাওয়ার পাট চুকিয়ে দেখে এল আনরবাটি গ্রাম। তারপর বিকেলের বাস ধরে অল্প সময়ের মধ্যে এসে পৌঁছল রাজবলহাটে। দিনের আলোর রেশ তখনও মুছে যায়নি আকাশের পট থেকে। নতুন জায়গার নতুন পরিবেশে এসে মুগ্ধ হয়ে গেল পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

বাস থেকে নেমে পঞ্চুকে সামনে রেখে মন্দিরের দিকে কয়েক পা এগিয়েই রহস্যের গন্ধ পেল ওরা। যেতে যেতে ভোম্বল হঠাৎ চাপা গলায় বাবলুকে বলল, "একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিস কেউ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সকলের হয়ে বাবলু বলল, "কী?"

"একজন লোক কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখছিল আমাদের দিকে।"

সবাই থমকে দাঁড়াল এবার।

ভোম্বল বলল, "গো অ্যাহেড। থমকে দাঁড়ানো নয়, পেছন ফিরে তাকানো নয়। যেতে যেতেই শোন। আমরা যেখানে বাস থেকে নামলাম সেইখানে একটা মিষ্টির দোকানে বসে একজন লোক কিছু খাচ্ছিল। হঠাৎ আমাদের দেখে খাওয়া ফেলে উঠে এসে দেখে নিল একবার।"

"সে কী!"

"আমার নজর এড়ায়নি বাবলু। লোকটার চাউনিটা খুব সন্দেহজনক। রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।"

বিলু বলল, "তা হলে বোঝাই যাচ্ছে অপরাধীরা ধারেকাছেই আছে। তাই মূর্তি চুরির পরও চোরেরা রেবাদিদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে ভোলেনি।"

বাবলু এবার গম্ভীর হয়ে গেল।

ওরা ধীর পায়ে পথ চলে হাজির হল রাজবল্লভেশ্বরীর মন্দিরে। আর সেখানে এসেই যা ওরা দেখল তাতে নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না। দেখল ওদের সন্দেহের কাঁটা এখন যার দিকে সেই কালো দত্তই সেখানে উপস্থিত। মায়ের মন্দিরের উঠোনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছেন ধুলোয় লুটিয়েই। দেখে হাড়পিত্তি যেন জ্বলে গেল ওদের। এই লোকটা এখানে কী করছে? কালো দত্তকে ঘিরে তখন স্থানীয় দু'-একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে।

বাবলু চাপা গলায় সকলকে বলল, "আয়, লোকটাকে একটু চমক দেওয়া যাক।" বলে পঞ্চুকে নিয়েই একেবারে ওঁর মাথার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ কিনা প্রণাম করে উঠে দেবীদর্শনের আগেই যাতে পঞ্চপাণ্ডবের দর্শন হয়, সেইভাবে।

হলও তাই। ধুতি পাঞ্জাবি পরা কালো কুচকুচে কালো দত্ত চোখের সামনে প্রতিমার বদলে ওদের পাঁচজনকে দেখেই আঁতকে উঠলেন। কালো দত্তর আশপাশে যারা ছিলেন তাঁরাও অবাক হয়ে গেলেন। সকলেই বিস্মিত, এরা কারা!

পাণ্ডব গোয়েন্দারা হাসি হাসি মুখে এমনভাবে তাকিয়ে রইল তার দিকে যার অর্থ, এইবার ঘুঘু আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছ তুমি। তোমার কলকাঠি যে আমরা বুঝতে পেরেছি, আমাদের এইরকম রহস্যময়ভাবে দেখা দেওয়াটাই তার প্রমাণ।

কারও মুখে একটি কথাও নেই। বিস্মিত হতচকিত কালো দত্তর পাশে একটু পরেই এসে দাঁড়াল সেই লোকটি যে কিনা মিষ্টির দোকানে বসে সন্দেহের চোখে দেখছিল ওদের। লোকটি এসেই বলল, "এবার তা হলে ফেরা যাক?"

কালো দত্ত ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো।"

বাবলু সকলকে বলল, "চল, আমরাও যাই।"

কালো দত্ত যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, "যাই মানে? যাই মানে কী?"

ভোম্বল বলল, "ইফ যদি ইজ হয়, বাট কিন্তু, হোয়াট মানে কী? যাই মানে গো হয়, আবার যাই মানে যাই।"

কালো দত্ত অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে 'হুঁঃ' করে এগিয়ে চললেন। সঙ্গের লোকজনরাও চলল। কালো দত্ত যেতে যেতে বললেন, "এই ছোঁড়াগুলো কারা? এদের কখনও দেখিনি তো?"

স্থানীয়রা বললেন, "আমরাও দেখিনি। কোত্থেকে এল কে জানে?"

কালো দত্তর গাড়িটা বাইরে ছিল। যে লোকটা ডাকতে এসেছিল সে হল ড্রাইভার। বাবলুর চোখের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখে কোনও কথা না বলে ড্রাইভারের আসনে গিয়ে বসল।

বাবলু হেঁকে বলল, "ভোম্বল! গাড়ির নাম্বারটা নিয়ে রাখ। মনে হচ্ছে এই গাড়িই তোকে চাপা দিতে যাচ্ছিল।"

কালো দত্ত বললেন, "কীসব উলটোপালটা বলছ তোমরা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ভোম্বল বলল, "না, না, এ গাড়ি নয়। সেটা ছিল সাদা-রঙের।"

বাবলু বলল, "হতেই পারে না। কালো দত্তর সাদা গাড়ি কখনও হয়? কালো দত্তর গাড়ি কালোই হবে।"

এত পরিচিতজনের মাঝখানে বাবলুর মুখে এই কথা শুনে কালো দত্তর মুখ কালো হয়ে গেল।

একজন বয়স্ক লোক ধমক দিয়ে বললেন, "অ্যাই ছেলেমেয়েরা, কী আরম্ভ করেছ তোমরা? যাও এখান থেকে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এতক্ষণে বিচ্ছু ফোঁস করে উঠল, "আপনারা আমাদের মাঝখানে নাক গলাচ্ছেন কেন?"

"গলাবই তো, উনি একজন বিশিষ্ট লোক। আমাদের বন্ধু।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে আপনাদের সবান্ধব একটা ছবি তুলে রাখি, কী বলুন?" বলেই ক্যামেরায় ক্লিক।

ভোম্বল যে ক্যামেরাটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তা কেউ জানত না। এমনকী, ওরও মনে ছিল না বোধহয়। যে কারণে আঁটপুরে গিয়েও মন্দিরের একটা ছবিও তোলেনি।

ভোম্বল ছবি তুললে কী হবে? কালো দত্ত রেগে এবার ভোম্বলের হাত থেকে কেড়ে নিতে গেলেন ক্যামেরাটাকে। কিন্তু বাদ সাধল পঞ্চু। এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, এবার সে ঝাঁপিয়ে পড়ল কালো দত্তব ওপর। কালো দত্ত 'বাবা গো' বলে ভয়ে চেঁচিযে উঠলেন। তারপব একটুও দেবি না করে গাড়িতে ঢুকে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে বললেন, "আমার সঙ্গে লাগতে এসো না হে বীরপুঙ্গবরা। আমি হলাম যমালয়ে জীবন্ত যম। অকালেই নিজেদেব সর্বনাশ ডেকে আনবে তা হলে।"

বাবলু বলল, "মায়ের মন্দিরে একটা হাড়িকাঠ পোঁতা আছে দেখেছেন? এবাব কিন্তু পাঁঠা ছাগল নয, ওইখানে আপনারই পালা।"

কালো দত্ত "অ্যাপ" করে জোরে একটা ধমক দিলেন।

আর পঞ্চু নিষ্ফল আক্রোশে গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 'ভৌ ভৌ' ডাক ছাড়তে লাগল। ড্রাইভাব স্টার্ট দিল গাড়িতে।

॥ ৫ ॥

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এই রহস্যময় আবির্ভাবের ব্যাপারটা তখন সর্বত্র ছড়িযে পড়েছে। ওই খবব শোনামাত্রই ছুটে এলেন রেবাদি। এসেই বললেন, "কী ব্যাপার! এখানকার মাটিতে পা দেওয়া মাত্রই শোরগোল উঠিযে দিয়েছ চারদিকে?"

পাণ্ডব গোযেন্দারা দারুণ খুশি হল রেবাদিকে পেযে। বলল, "আপনি কার মুখে খবব পেলেন আমবাই এসেছি? আমরা তো কাবও কাছে আমাদেব পবিচয় দিইনি।"

রেবাদি বললেন, "তা দাওনি, তবে কিনা যেই শুনেছি কিছু ছেলেমেয়ে একটা কুকুরকে সঙ্গে নিযে কাব সঙ্গে যেন গণ্ডগোল বাধিয়েছে, তখনই বুঝে নিযেছি এ তোমবা ছাড়া আব কেউ নয।"

স্থানীয় যে দু'-চারজন বয়স্ক লোক কালো দত্তব সঙ্গে ছিলেন তাঁবা রেবাদিকে বললেন, "এই ছেলেমেয়েগুলোকে তুই চিনিস রেবা?"

রেবাদি বললেন, "হ্যাঁ, খুব ভালরকম চিনি। এবাই তো আমার অতিথি। আমাদেব এখানে ক'দিন থাকবে।"

"তা থাকুক, কিন্তু কালোদার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করল এরা, তা কিন্তু বরদাস্ত কবা যায় না।"

বাবলু এবার শান্তভাবে বলল, "স্বাভাবিক। আমবাও স্বীকার করছি কালো দত্তর সঙ্গে ভাল ব্যবহাব কবিনি। কিন্তু আমাদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হল তাতেও কি আপনারা অনুমান করতে পারেননি কিছু?" বলেই তদন্তের স্বার্থে আসল সত্য গোপন করে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিযেই বলল, "ওই কালো দত্ত অত্যন্ত ধনী লোক। সেদিন বেপবোয়া গাড়ি চালিয়ে আমাদের একজনকে প্রায় মেবেই ফেলছিলেন। সেজন্য এতটুকু অনুশোচনা নেই ওঁর। তাই আজ বাগে পেয়ে ওঁকে একটু অপদস্থ করলাম। তা ছাড়া ওঁর শেষ কথাটা শুনলেন তো? 'আমি হচ্ছি যমালয়ে জীবন্ত যম', কোনও সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন ভালমানুষের মুখে কখনও এইবকম কথা শোনা যায়? তাই—"

স্থানীয়রা তখন মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন নিজেদের ভেতর। একজন বললেন, "এই শেষের কথাটা আমাকেও কিন্তু ভাবিয়ে তুলেছে। কথাটা বলার সময ওঁর চোখ-মুখেরও কেমন যেন পরিবর্তন দেখলাম।"

আর একজন বললেন, "তা হলেই বোঝো, আমি তোমাদের বলিনি আস্ত ভিজে বেড়াল একটি। যেচে যেচে আলাপ করা, দু' হাতে টাকা ছড়ানো, ধুলোয় লুটিয়ে পেন্নাম করা, এ সবই ধান্দাবাজির লক্ষণ।"

"কিন্তু এখানে ধান্দাবাজি করে ওঁর লাভটা কী?"

"কার কীসে লাভ-লোকসান তা আমরা কী বুঝব? ভেতরে ভেতরে জমিজায়গার খোঁজও করছেন কারখানা করবেন বলে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"কারখানা করবেন না আরও কিছু। বাগানবাড়ি করবেন হয়তো। যাকগে, আজকের এই ঘটনার পর আর ওঁকে পাত্তা না দেওয়াই ভাল।"

বিলু বলল, "উনি আর এদিকে এলে তো পাত্তা দেবেন।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এর পর রেবাদির সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওঁদের বাড়িতে এল। তখন সন্ধের মুখ। রাজবলহাটের প্রতিটি গৃহকোণ শঙ্খরবে মুখর হয়ে উঠেছে। নতুন পরিবেশে এসে খুবই ভাল লাগল ওদের।

রাজবল্লভেশ্বরী মন্দিরের কাছ থেকে রেবাদিদের বাড়ি বেশ কিছুটা দূরে। আধা গ্রাম আধা শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে। সাবেককালের মস্ত দোতলা বাড়ি। সামনেই ঠাকুর দালান। সেখানে বিগ্রহের আসন শূন্য।

বাড়িতে এসে ওরা সকলে রেবাদির বাবা-মাকে প্রণাম করল। রেবাদির বাবা-মা দু'জনেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তবে বাবা প্রায় শয্যাশায়ী। কিছুটা বয়সের ভারে, কিছুটা দুশ্চিন্তায়। উনি সকলকে আশীর্বাদ করে বললেন, "রেবার মুখে শুনেছ তো সব? দ্যাখো তোমরা একটু চেষ্টা করে ছেলেটাকে কোনওরকমে ফিরিয়ে আনতে পারো কিনা। গৃহদেবতার হয়তো আমার ঘরে একঘেয়ে লাগছিল তাই চোরের কাঁধে চেপে তিনি অন্য কোথাও বেড়াতে গেছেন। ইচ্ছে হলে ফিরবেন, না হলে কী আর করা যাবে?"

মা বললেন, "তা কেন? আমি দু'জনকেই ফিরে পেতে চাই। ওই গৃহদেবতাও কি আমার সন্তানের চেয়ে কম?"

বাবলু বলল, "সে যাই হোক, আমাদের এই আসার কারণটা কোনওরকমেই কেউ যেন জানতে না পারে। সবাই জানবে আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি। না হলে সব চালই ভেস্তে যাবে। ইতিমধ্যে কালো দত্তর সঙ্গে হঠাৎ আমাদের দেখা হয়ে যাওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক। যেহেতু ওঁর একজন লোক আমাদের চিনে ফেলেছে তাই হচ্ছে করেই আমরা ওঁর সঙ্গে পরিচয়পর্বের প্রথম পাটটা সেরে নিলাম।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের থাকার জন্য দোতলার একটি বড় ঘর নির্দিষ্ট হল। এ বাড়ির কাজের মহিলা রামের মা'র সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে রেবাদিই ব্যবস্থা করে দিলেন সব। বড় ঘরের একদিকে বাবলু, বিলু, ভোম্বল; অপরদিকে বাচ্চু-বিচ্ছুর শোওয়ার ব্যবস্থা হল।

রেবাদি থাকবেন পাশের ঘরে।

পঞ্চু ছাড়াই থাকবে। টহল দেবে চারদিকে।

সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তাই এখন আর কোথাও যাওয়া নয়। ওরা ঘরে বসেই জমিয়ে গল্প করতে লাগল। এরই মধ্যে একফাঁকে প্লেটভর্তি লুচি মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে এসে সকলকে খেতে দিলেন রেবাদির মা। খাওয়ার ব্যাপারে লাজুক পঞ্চুকে নিজে হাতে খাইয়ে দিলেন রেবাদি।

জলযোগপর্ব শেষ হলে ওরা রেবাদির সঙ্গে নীচে এল ঠাকুরঘর দেখতে।

বিগ্রহ নেই। তবু শূন্য সিংহাসনে ফুল তুলসী দেওয়া। একপাশে আর-একটি সিংহাসনে গুরুদেবের ছবি।

বাবলু বলল, "ইনিই কি আপনাদের কুলগুরু?"

রেবাদি বললেন, "হ্যাঁ। ইনিই রামানন্দ গিরি। তবে বর্তমানে এঁর ছেলে চন্দ্রকান্ত গিরি মহারাজের কাছেই আমার বাবা-মা দীক্ষা নিয়েছেন।"

"তাঁর ছবি রাখেননি কেন?"

"আছে। মা-বাবা যে ঘরে শোন, সেই ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে।"

"ওঁর ছবিটা আমরা একবার দেখতে চাই।"

"ওঁর অজস্র ছবি আছে আমাদের কাছে। আমরা সময় পেলেই জয়চণ্ডী পাহাড়ে বেড়াতে যাই। সেখানকার ছবি আছে।"

"আশ্রমের ছবি?"

"আশ্রমের ছবিও আছে, সোনামুখীর। জয়চণ্ডীর আশ্রম অস্থায়ী। পাহাড়ের রমণীয় অংশে মনোমতো জায়গায় ছাউনি ফেলে দলবল নিয়ে থাকেন, সাধন-ভজন পুজোপাঠ করেন, এই।"

বাবলু একবার চারদিকে বেশ ভাল করে নজর বুলিয়ে বলল, "চলুন, ওপরেই যাওয়া যাক।"

সবাই ওপরে এলে রেবাদি অ্যালবাম নিয়ে এসে কত ছবি দেখালেন ওদের। সোনামুখীর আশ্রমের ছবি। জয়চণ্ডী পাহাড়ের ছবি। জয়চণ্ডী পাহাড়ে একটি কঠিন শিলার ওপরে চন্দ্রকান্ত গিরি ধ্যানের ভঙ্গিমায় বসে আছেন। পাশেই বসে আছে কান্তিভাই ও শান্তিভাই।

বাবলু বলল, "এই ছবিটা আমার চাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রেবাদি না করলেন না। ওঁর ভাইয়ের দু'-একটি ছবি ও চন্দ্রকান্ত গিরি মহারাজের ওই বিশেষ ছবিটা দিয়ে দিলেন বাবলুকে।

বাবলু বলল, "আপনাদের গুরুদেবের এই ছবি দেখে মনে হচ্ছে উনি সত্যিই একজন মহাসাধক। এমন সৌম্যমূর্তি সচরাচর দেখা যায় না। আর জয়চণ্ডী পাহাড়ের যে ছবি দেখলাম তাতেও মন ভরে গেল। কী সুন্দব পাহাড়ের দৃশ্য।"

রেবাদি বললেন, "জয়চণ্ডী পাহাড় আমার খুব ভাল লাগে। সময় পেলেই ভাইকে নিয়ে চলে যাই। কখনও বাবা-মা'ও যান।"

বিচ্ছু বলল, "ওখানে গিয়ে ওঠেন কোথায়? আপনাদের আশ্রম তো নেই।"

"আগে আমরা আসানসোলে হোটেলে উঠে সকালের ট্রেনে জয়চণ্ডী গিয়ে বিকেলে ফিরতাম। এখন ওরই কাছাকাছি রঘুনাথপুরে লজ হয়েছে। তাই সেখানেই গিয়ে উঠি। সময় পেলে তোমরাও যেতে পারো। খুব ভাল লাগবে। জয়চণ্ডী পাহাড়েব পরিবেশটা এমনই যে, ওই পাহাড়েব তুলনা হয় না।"

বাবলু বলল, "যাব। সময পেলে একবার না একবাব নিশ্চয়ই যাব। আমরা তো ঘুরতে ভালবাসি। তাই ঘোরার প্রয়োজনেই যাব।"

এমন সময় হঠাৎ পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হল সবাই। সে কী যেন দেখে জানলার কাছে ছুটে গেল। আর সেইসঙ্গেই ভারী একটা কিছু পতনের শব্দ শোনা গেল ওপর থেকে।

ওরা মুহূর্তমাত্র দেরি না করে নীচে এল। সবার আগে ছুটল পঞ্চু। এ বাড়ির শান্ত সুন্দর পরিবেশটা হঠাৎই কেমন থমথমিয়ে উঠল। নিশ্চয়ই কারও আবির্ভাব হয়েছিল এখানে। কিন্তু কে সে?

বেশিদূর যেতে হল না, পঞ্চু খুব সহজেই ধবে ফেলল তাকে। কেন না ওপর থেকে নীচে লাফিযে পড়ার ফলে পালানোর ক্ষমতা ছিল না আগন্তুকের।

সবাই কাছে গিয়ে তার ওপরে টর্চের আলো ফেলতেই রেবাদি চিনে ফেললেন, "এ কী ভোলা! তুই!"

ভোলা তখন থবথর কবে কাঁপছে।

বাবলু বলল, "একে আপনি চেনেন?"

"হ্যাঁ। ওর বাবা সনাতন আমাদের পুকুরে জাল ফেলে। জেলেপাড়ায় বাড়ি ওদের। কিন্তু আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না ও এখানে কী করে এল?"

বাবলু বলল, "ও এখানে এই অসময়ে কী করে এল, কেন এল, আর দোতলার জানলায় উঠে ঘবেব ভেতরে কী দেখছিল তা ওর মুখ থেকেই শুনব আমরা। চলুন, ঘরে চলুন।" বলে ভোলাকে টানতে টানতে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এল।

ভোলা তখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। খুব সম্ভবত ডানদিকের পা-টা ভেঙেছে ওর। সেইসঙ্গে একটা হাতও।

বাবলু ভোলার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা বাবা ভোলানাথ, রাতদুপুরে দোতলার জানলায় উঠে ঘরের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিলে কী কারণে?"

ভোলা বাবলুর কথার উত্তর না দিয়ে মাথা হেঁট করে কাঁদতে লাগল।

বাবলু বলল, "চুরি করবার মতলব আঁটছিলে, না অন্য কোনও ধান্দা ছিল?"

ভোলা বলল, "বিশ্বাস করো, আমি এইসবের মধ্যে নেই। সবের মূলে ওই নবাদা।"

"নবাদাটা কে?"

"যে ওই পাঁচুঠাকুরকে দিয়ে গনৎকারের কাজ করিয়েছিল। পাঁচুদা, আমি সবাই নবাদার হয়েই কাজ করি। এর জন্য সামান্য কিছু ভাগও পাই। পাঁচুদা আসলে গোনাগাঁথার 'গ'ও জানে না।"

রেবাদি বললেন, "রহস্যময় ব্যাপার। কিন্তু ওই পাঁচুঠাকুরকে তো আমরা চিনিই না। এমনকী দেখিওনি কখনও। থাকে কোথায় লোকটা?"

"ওর বাড়ি শিয়াখালার দিকে।"

"কিন্তু ওকে তো জগাইদা নিয়ে এসেছিল এখানে! তবে কি জগাইদাও—?"

"না, জগাইদার দোষ নেই। ওর পরিচয় না জেনেই ওকে বিশ্বাস করে ওর হাবভাব দেখে সত্যিকারের গনৎকার ভেবেই নিয়ে এসেছিল। আসলে এই বাড়ির মূর্তি চুরি যাওয়ার পর নবাদা ওই গনৎকারের প্রতারণার ফাঁদে ফেলে তোমাদের কাছ থেকে টাকাপয়সা আদায় করবার মতলব করছিল। আরও বড় পরিকল্পনা ছিল। তা হঠাৎ জগাইদা ওকে ডেকে নিয়ে আসায় পাকা ঘুঁটি কেঁচে গেল একটু। তবুও কাজ যা হল তা আগের পরিকল্পনামতোই। শুধু টাকার অঙ্কটাই যা একটু কম হয়ে গেল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রেবাদি বললেন, "কত ছোটটি থেকে দেখলাম তোকে, শেষকালে তুই এই কাজ করলি?"

ভোলা যন্ত্রণায় কাঁদতে কাঁদতে বলল, "তার ফল তো হাতেনাতেই পেলাম দিদি।"

বাবলু বলল, "তোদের ওই গনৎকার মানে পাঁচুঠাকুর এখন কোথায়?"

"সে রাতের পর তাকে আর দেখিইনি। নবাদা বারণ করেছে এই তল্লাটে ওকে আর না আসতে।"

বিলু বলল, "নবাদা কোথায় থাকে?"

"নবাদা তো এই গ্রামেরই লোক। আজ বিকেলে তোমরা যে লোকের সঙ্গে ঝামেলা করেছিলে, নবাদা ওরই বন্ধু।"

বাবলু বলল, "কিন্তু বিকেলে তো সেরকম কাউকে দেখলাম না?"

"নবাদা তখন ছিল না। কোথায় যেন গিয়েছিল। এসে শুনেই আমাকে পাঠাল তোমাদের ওপর নজরদারি করতে। বলল, 'কিছু বদ ছেলেমেয়ে এসেছে এখানে তদন্ত করতে, ওরা নাকি খুবই ডেঞ্জারাস। ওরা কীসব আলোচনা করে, শুনে আয় দেখি?' আমি সেইমতোই এসেছিলাম। কিন্তু এমন যে হবে তা কে জানত?"

রেবাদি বললেন, "যা হওয়ার হয়েছে। এখন বল দেখি আমার ভাইয়ের ব্যাপারে কিছু জানিস কি না?"

"না। তবে নবাদা হয়তো জানলেও জানতে পারে। কেন না তোমার ভাইয়ের কয়েকটা চিঠি এসেছিল, ও সেগুলো পোস্টম্যানকে মারধোর করে কেড়ে নিয়েছে। এমনকী পোস্টম্যানকে এই কথা বলেও শাসিয়েছে যে, তোমাদের বাড়ির ঠিকানায় কোনও চিঠিপত্র এলে তা নবাদার হাতেই দিতে। না হলে ফল অত্যন্ত খারাপ হবে। পোস্টম্যান সেই ভয়ে ওর কথা অমান্য করেনি। তবে কিনা সেইদিনের পর আর কোনও চিঠিও দেয়নি ওর হাতে।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তা হলে বোঝাই যাচ্ছে এই বাড়ির মূর্তিচুরির নেপথ্যেও ওই লোকটির যথেষ্ট অবদান আছে। এমনকী এর পেছনে কালো দত্তর হাত থাকাও অসম্ভব নয়।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু সবাই সমর্থন করল বাবলুর অনুমানকে।

বিলু বলল, "এই চক্রান্ত কালো দত্তরই। ভয়ংকর প্রভাবশালী ব্যক্তি না হলে এ কাজ করতে কেউ সাহস করে না।"

ভোম্বল বলল, "এবং তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে এইসব নবাদার মতো লোকেরা।"

রেবাদি বললেন, "তবেই বুঝছ তো, তোমরা অযথা আমাদের গুরুদেবকে সন্দেহ করছিলে।"

বাবলু বলল, "সন্দেহ করলেও একেবারে স্থির সিদ্ধান্তে তো আসিনি। আশঙ্কা করেছি মাত্র। কার সঙ্গে কোন সূত্রে কীভাবে যে কার যোগাযোগ থাকে তা কে বলতে পারে? আপনাদের বাড়িতে ওই প্রতারণার নাটকে এই নিরীহ ভোলাও যে জড়িয়ে ছিল তা কি একটু আগেও আপনি জানতেন? না কি ভুলেও কখনও সন্দেহ করেছিলেন পাড়ার ওই নবাদাকে?"

রেবাদি বললেন, "আমার মাথায় কিছু আসছে না ভাই। এই মুহূর্তে কী যে করব কিছু ভেবে পাচ্ছি না। নবাদা লোকটি অত্যন্ত বদ। ও পারে না এমন কোনও কাজই নেই।"

বাবলু বলল, "খারাপ লোকেরা ওইরকমই হয়।"

ভোলা আতঙ্কিত হয়ে বলল, "আমি ওর নাম বলে দিয়েছি, এর পরে নবাদা আর আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। ও আমাকে নির্ঘাত খুন করবে।"

ভোম্বল বলল, "তোমার মতো ছেলেকে বাঁচিয়ে না রাখাই উচিত।"

বাবলু আর কিছু না বলে বলল, "এবার তো পুলিশে খবর দেওয়া দরকার। পুলিশ এসে যা করার করুক।"

রেবাদি বললেন, "হ্যাঁ। পুলিশে খবর দিতেই হবে। তোমরা অপেক্ষা করো, আমি এখনই আসছি।"

রেবাদিকে যেতে হল না। হইচই শুনে পাড়ার লোকরাই তখন দলে দলে এসে হাজির। তাদেরই একজন গিয়ে খবর দিয়ে এল পুলিশে। কী কাণ্ড সেই রাতদুপুরে!

একটু পরেই পুলিশ এল। লোকজনের ভিড় সরিয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর ভোলাকে অ্যারেস্ট করে গাড়িতে ওঠাল। তারপর সবাই গেল নবাদার বাড়িতে। কিন্তু হাওয়া খারাপ বুঝে পাখি তখন ফুড়ুত। পুলিশের লোক গোটা বাড়ি তোলপাড় করেও সন্দেহজনক কিছুই পেল না নবাদার বাড়ি থেকে।

সে-রাতে খাওয়াদাওয়ার পর সুখশয্যায় শয়ন করলেও ঘুম আর এল না কারও চোখে। সারারাত ধরে তাই নানারকম আলোচনা চলতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রেবাদি বললেন, "যে ভাইটি চিঠি লিখে নিজের কুশল সংবাদ দিতে পারে সেই ভাই কি খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপনও লক্ষ করল না?"

বিলু বলল, "এই রহস্যের চক্র যা, তাতে আমার মনে হয় এই শয়তানরাই হয়তো ওকে গুম করে রেখেছে কোথাও।"

ভোম্বল বলল, "ওই কালো দত্তর ডেরায় গিয়ে হানা দিলেই সব রহস্যের যবনিকা হবে।"

বাচ্চু বলল, "সব না হলেও কিছুটা হবে। তার কারণ, কালো দত্ত যদি ওই মূর্তিচুরির নেপথ্যে থাকে তা হলে সে মূর্তি এতক্ষণে ভিনদেশে পাচার হয়ে গেছে। আর রেবাদির ভাইকে যদি গুম করা হয়ে থাকে তা হলে তার হদিস পাওয়া যাবে ওইখানে হানা দিলেই।"

বিচ্ছু এতক্ষণ মন দিয়ে প্রত্যেকের কথা শুনছিল। এবার একটু দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "তোমাদের এইসব কথাবার্তা আমাব মনের মতো হচ্ছে না। আগাগোড়া ধারণাটাই তোমাদের ভুল।"

বাচ্চু বলল, "ভুল কেন?"

"প্রথমত, রেবাদির ভাইকে গুম করে বেখে ওদের কোন উদ্দেশ্যটা সফল হবে? অতএব এই কাজের ঝুঁকি ওরা নেবে কেন? দ্বিতীয়ত, সে গুম হয়ে থাকলে পালিয়ে যাওয়ার রাতে পুলিশকে সে ফোন করল কী করে? বাইরে থেকে নিজের বাড়িতে চিঠিই বা সে লিখল কীভাবে? গুম হয়ে থাকা অবস্থায় কি চিঠি লেখা যায়?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু তিনজনেই চুপ।

বাচ্চু বলল, "তাও তো বটে!" তারপর বলল, "আচ্ছা বাবলুদা, এই ব্যাপারে তোমার কী মত?"

বাবলু গম্ভীর হয়ে বলল, "এই ব্যাপারে বিচ্ছুর সিদ্ধান্তই ঠিক। ওকেই আমি সমর্থন কবছি। আমার মনে হয় সে বেচারি অন্য কোনও চক্রে পড়ে ফেঁসে গেছে। হাতে অত টাকা, কাজেই কারও পাল্লায় পড়ে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। হয়তো সে এমন এক জায়গায় অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছে যেখানে বাংলা খববের কাগজই গিয়ে পৌঁছয় না। পৌঁছলেও লোকের হাতে হাতে ঘোরে না। আর তারই ফলে সেও যেমন জানতে পারছে না এখানকার পরিস্থিতির কথা, তেমনই নতুন করে আব কোনও চিঠিও লিখতে পাবছে না হয়তো। লিখলেও সে-চিঠি বিলি হচ্ছে না নবাদার চোখবাঙানিতে।"

রেবাদি বললেন, "আমারও তাই মনে হয়। ওব চিঠি নিশ্চয়ই জমা হচ্ছে পোস্ট অফিসে অথবা পোস্টম্যানের কাছে। কাল সকালেই আমি খোঁজ নিচ্ছি, দাঁড়াও।"

এইভাবে কথা বলতে বলতেই রাত্রি শেষ হয়ে গেল একসময়। ভোরের পাখির ডাকে মুখর হয়ে উঠল চারদিক। রেবাদি প্রত্যেকের জন্য চা করলেন। বাবা-মাকে প্রণাম করে চা খাইয়ে সবাইকে নিয়ে নীচে এলেন। বিগ্রহহীন শূন্য দেবগৃহে প্রণাম সেরে চললেন রাজবল্লভেশ্বরী মন্দিরের দিকে।

পঞ্চুকে নিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও চলল গ্রামদর্শনে। শহরের আভিজাত্যে ভবা গ্রাম। দূরে সবুজ বনানী, খেতের ফসলভরা মাঠ, ভারী সুন্দর!

হঠাৎই খবর পাওয়া গেল উদয়নারায়ণপুরের এক গ্রাম থেকে কাল রাতে পুলিশ গ্রেফতার করেছে গনৎকার পাঁচুঠাকুরকে। আর তার চেয়েও মর্মান্তিক সংবাদ যেটা তা হল মোটরবাইকে চেপে পালিয়ে যাওয়ার সময় বড়গাছিয়ার কাছে একটি লরির ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছে নবাদা।

খবর শুনেই হায় হায় করে উঠল বাবলু। বলল, "ইস, এই লোকটাকে ধরতে পারলে ওকে মোচড় দিয়ে অনেক খবরই আদায় করা যেত। কিন্তু ব্যাড লাক—।"

রেবাদি বললেন, "আপদ গেছে। গ্রামের লোকজন ওর দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে থাকত সবসময়। হাড় জুড়িয়েছে আমাদের। বাঁচলাম আমরা।"

বাবলু মৃদু হেসে বলল, "কী চমৎকার অপারেশন। আশা করা যায় এই সূত্র ধরে ধীরে ধীরে এগোতে পারলেই মূর্তিচুরির রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে।"

রেবাদি বললেন, "কীভাবে?"

"মূর্তিচোরেরাই দুর্ঘটনা সাজিয়ে খুনটা যে করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ওটা অ্যাকসিডেন্ট নয় রেবাদি, দিস ইজ এ কেস অব মার্ডার।"

এর পর কিছুক্ষণ নীরবতা।

একসময় বাবলু বলল, "যাক, আপাতত এখানকার কাজ আমাদের শেষ। এর পর বাড়ি গিয়ে বাকিটা পর্যালোচনা করব।"

রেবাদি বললেন, "তোমরা কি আজই চলে যাবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"হ্যাঁ।"

"দু' একটা দিন থাকলে পারতে।"

"কোনও উপায় নেই। আমরা তো এখানে বেড়াতে আসিনি, এসেছি কাজে। আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ। প্রথম কাজই হল কালো দত্তকে ফাঁদে ফেলা। না হলে এক এক করে আমরা সবাই মরব। তার ওপর আছে বান্টু ও ট্যাংরার মতো দুই দুষ্কৃতী। এরা সচল থাকলে কখন যে কী হয় তা কে জানে? চোখের সামনেই তা দেখলেন নবাদার অবস্থা।"

বেবাদির মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। বললেন, "আমি ভেবে পাচ্ছি না নবাদার খুন হওয়াটা এত তাড়াতাড়ি কী করে সম্ভব হল। ভোলার ওই অবস্থা না হলে তো নবাদা গ্রাম ছেড়ে পালাত না। কাজেই ওইটুকু সময়ের মধ্যে ওরা জানতে পারল কী করে?"

বাবলু অত্যন্ত সহজভাবে বলল, "অসম্ভব কিছুই নয়। কালো দত্ত তো তার শত্রুর উপস্থিতি টের পেয়েছে। তাই হয়তো কারও মারফত নির্দেশ পাঠিয়েছে নবাদার কাছে আমাদের পেছনে স্পাই লাগানোর জন্য। ফলে ওরই নির্দেশে ভোলা ওই কাজ করতে এসে ধরা পড়ে আমাদের হাতে। নবাদা সেটা টের পেয়েই ওদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার খবর টেলিফোন মারফত জানিয়ে গা ঢাকা দিতে যায়। ততক্ষণে সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপ করার জন্য কালো দত্তর গুন্ডারা ফিল্ডে নেমে পড়ে। তারই পরিণতিতে খুন হতে হল নবাদাকে। পাপের বেতন হিসেবে গুনে দিতে হল নিজের মৃত্যুকে। তার ওপর যেহেতু আজ বিকেলের ওই ঘটনার পর কালো দত্তর এখানে আগের মতো প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হত না তাই নবাদার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল ওঁর কাছে। অতএব এখানকার দারার ছকে ওঁর কোনও ঘুঁটিকেই আর সাজিয়ে রাখার প্রয়োজনই হল না। তার চেয়েও বড় কথা, মূর্তির ব্যাপারে ওঁর যদি কোনও হাত থেকেই থাকে সে কাজও তো সে হাসিল করেই ফেলেছে।"

বেবাদি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন বাবলুর মুখের দিকে। বললেন, "সত্যিই তুমি গোয়েন্দা। ধন্য তুমি বাবলু। ধন্য তোমরা সকলে। ধন্য তোমাদের পঞ্চু।"

পঞ্চু নিজের প্রশংসা শুনতে পেয়ে আকাশের দিকে একবার মুখ তুলে আপন খেয়ালেই 'আঁ আঁ আঁউ' করে উঠল।

বেবাদি বাড়ির দিকে আসতে আসতে বললেন, "বেশ, তোমরা যদি আজই চলে যেতে চাও যাও। তবে কিন্তু দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর যেও কেমন?"

"তাতে অবশ্য আমাদের আপত্তি নেই।"

ভোম্বল বলল, "তবে বেবাদি, আমি কিন্তু বাড়ি যাওয়ার সময় কেজিখানেক মাখা সন্দেশ নিয়ে যাব খানকার। কাল রাতে আপনি যা খাইয়েছেন তা কিন্তু ভুলব না।"

বিলু বলল, "ভোম্বলের এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি।"

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "আমরাও।"

হঠাৎই বাজারের কাছে এসে কাকে যেন দেখে ছুটে গেলেন বেবাদি, "দিনুদা! দিনুদা!"

মধ্যবয়সি একজন সহজ সরল মানুষ করুণ চোখে বেবাদির দিকে তাকিয়ে এগিয়ে এলেন এবার।

বেবাদি বিনীতভাবে বললেন, "আমার ভাইয়ের কোনও চিঠিপত্র আসেনি?"

দিনুদা এখানকার পোস্টম্যান। বেবাদির কথায় ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বললেন, "আমাকে মাফ করো দিদিভাই। তোমার ভাইয়ের দু'-একটা চিঠি গোডার দিকে এসেছিল। নবা সেগুলো ভয় দেখিয়ে কেড়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। এমনকী এই ব্যাপারে কিছু বলতেও না করেছে ও। আমি অনেকবার ভেবেছি চুপিচুপি তোমাকে সব কথা জানাই। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস আমার হয়নি। পরে আরও দুটো চিঠি এসেছিল। এ দুটো খামের চিঠি। দুটো চিঠিই আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। এখন নবা নেই, আর কোনও ভয়ও নেই। দুটো চিঠিই আমি দেব তোমাকে।"

বেবাদি বললেন, "আপনার ব্যাপারটা আমি ভোলার মুখে সব শুনেছি। তাই একটুও রাগ করিনি। আপনার মতো অবস্থায় পড়লে যে কেউ ওইরকম করত। তবে চিঠি দুটো যে যত্ন করে রেখে দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

দিনুদা বললেন, "তুমি বাড়ি যাও। আমি এখনই তোমার বাড়িতে গিয়ে চিঠি দিয়ে আসছি।"

দিনুদা কথা রেখেছিলেন। বাড়ি ফিরে ওরা যখন সবাই আবার নতুন করে চা পরে মেতে উঠল ঠিক তখনই দিনুদা এসে দিয়ে গেলেন চিঠিদুটো।

চা-পর্ব শেষ করে চিঠি খুলল ওরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কী ভয়ানক চিঠি। আর কী দারুণ রহস্যময়।

প্রথম চিঠিটা এইবকম—

"সে রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে বড় রাস্তায় এসেই এক ট্রাক ড্রাইভারের দয়ায় তারকেশ্বর চলে আসি। পথে গজার মোড়ে নেমে থানায় ফোন করে সব কথা জানাই। এর পর আরামবাগ বর্ধমান হয়ে চলে যাই আসানসোলে। এখানে একটি সস্তার হোটেলে উঠে আমি বেশ ভয়ে ভয়েই আছি। কেন না আমার মনে হচ্ছে ওরা আমাকে সন্দেহ করছে। ভাবছি কালই পালাব এখান থেকে। পুরুলিয়ায় গুরুদেবের আশ্রম কিংবা জয়চণ্ডীতে যেতে ভয় করে। পুলিশ যদি আমার খোঁজে ওখানেও যায়? সত্যি, কী যে হবে আমার! বাবা মাকে একটু দেখিস। পরে আবার চিঠি দেব।"

এর পর দ্বিতীয় চিঠি। এই চিঠিটাই রহস্যময় এবং ভাবিয়ে তুলল সকলকে।

"দিদি রে! আমি সর্বস্ব খুইয়েছি। জয়চণ্ডীতে এসেই ভুল করলাম। আমার কাছে টাকাপয়সা যা কিছু ছিল সব কেড়ে নিয়েছে ওরা। আমি এখন বলতে গেলে একরকম বন্দিদশায় আছি। এই সাধু গুরু সম্প্রদায় যে কী ভয়ানক, তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। গুরু হনুমানের শাগরেদরা সবসময় আমাকে নজরে রাখে যাতে আমি পালাতে না পারি। এদিকে গুরুদেবের হিংস্রতা বনের পশুকেও হার মানায়। উঃ, কী নৃশংস! আমার কাছে একটিই খাম ছিল। লুকিয়ে চিঠি লিখে এক রাখাল ছেলের হাত দিয়ে পোস্ট করতে পাঠিয়েছি। চিঠি পেলে জেনে রাখিস বেঁচে থেকেও মরে আছি আমি। সারাদিনে একবার মাত্র আধপেটা খাওয়া আর অসহ্য দৈহিক নির্যাতন। এর চেয়ে ফাঁসির দড়িই আমার ভাল ছিল।—ইতি দেবাংশু।"

চিঠি পড়া শেষ হতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন রেবাদি। তবে এই চিঠির ব্যাপারটা রেবাদির বাবা মাকে জানানো হল না।

রেবাদি বললেন, "এই ব্যাপারটা এখনই পুলিশকে জানানো উচিত কি না?"

বাবলু বলল, "না। পুলিশের সাহায্য পরে নেওয়া হবে। এখন ব্যাপারটা কী তা আগে জানতে হবে ভাল করে। আপনার মুখে গুরুদেবের প্রশংসা যা শুনেছি তাতে তাঁর এই পরিবর্তনের কারণটা কী? তা ছাড়া 'গুরু হনুমান' ব্যাপারটাও ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। আর এও বুঝতে পারছি না ওরা অকারণে ওর ওপর এইরকম নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে কেন?"

"আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আচ্ছা, ভাই নিখোঁজ হওয়ার পর আপনি আপনার গুরুদেবকে কোনও চিঠি দেননি? আপনার কি একবারও মনে হয়নি ওর এই বিপদের মুহূর্তে ও গুরুদেবের আশ্রমে যেতে পারে বলে?"

"হয়েছিল। কিন্তু ও পুলিশকে যেভাবে জানিয়েছিল তাতে বলেই দিয়েছিল কেউ যেন কোনওভাবে ওর খোঁজ না করে। কেন না ও অনেক— অনেক দূরে চলে যাচ্ছে এখান থেকে। ওর বক্তব্যের সঙ্গে এই চিঠির কোনও মিলই খুঁজে পাচ্ছি না আমি।"

বাবলু চিন্তান্বিত হয়ে পঞ্চুর দিকে তাকাল একবার। তারপর আর সকলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল।

রেবাদি বললেন, "এখন তা হলে—।"

বাবলু বলল, "ধৈর্য ধরতে হবে। একদিকে কালো দত্তর সন্ত্রাস আর একদিকে গুরু হনুমান। জয়চণ্ডী পাহাড়। আপনার ভাই। সব গোলমাল হয়ে যাবে তা হলে। এই ব্যাপারে কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা করবেন না। শুধু ভরসা রাখুন আমাদের ওপর। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল যেখানেই থাকুক না কেন আপনার ভাই, ঠিক ওকে খুঁজে বের করব আমরা। মূর্তি উদ্ধারের চেষ্টাও করব। তবে অনেক দেরি হয়ে গেছে তো, হয়তো সফল হব না। কিন্তু কালো দত্তর কালো হাত আমরা গুঁড়িয়ে দেব। জেলের ঘানি ওকে টানাবই।"

রেবাদি বললেন, "যাই করো না কেন, শুধু আমার ভাইটিকে তোমরা উদ্ধার করো।"

বাবলু বলল, "কথা দিলাম। নাহলে গোয়েন্দাগিরিই ছেড়ে দেব আমরা।"

রেবাদি ওদের সকলের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে নীচে গেলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নিজেদের মধ্যে জোর আলোচনায় বসল।

বাবলু বলল, "ঘটনার গতি এখন এমনভাবে মোড় নিয়েছে যাতে আমাদের দ্বিমুখী তদন্ত করতে হবে। এখন হুট করেই আমাদের সকলের একসঙ্গে বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়া ঠিক হবে না। কেন না একদিক করতে গেলে আর একদিক ভেস্তে যাবে। এই তদন্তের কাজ চালাতে হবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে।"

বিলু বলল, "পরিকল্পনাটা শুনি তবু।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"ভাবছি আর দেরি না করে কালই আমি একবার জয়চণ্ডী থেকে ঘুরে আসব। তোরা ঘ্যাগোদের সাহায্য নিয়ে কালো দত্তর ডেরার দিকে নজর রাখবি। আজই আমাদের লোকাল থানায় কালো দত্তর ব্যাপারে জানাব সবকিছু। পুলিশের সাহায্য ছাড়া কালো দত্তর দুর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব। ওঁর বাড়িতে তল্লাশি চালালে মূর্তিটা হয়তো উদ্ধারও হতে পারে। অবশ্য যদি ওটা ইতিমধ্যে পাচার না হয়ে থাকে।"

বিলু বলল, "ধর পুলিশ যদি ওঁর বাড়িতে রেড করতে রাজি না হয়?"

"তখনকার ব্যবস্থাটা অন্যরকম হবে।"

"কিন্তু জয়চণ্ডীতে গেলে তুই একা কেন যাবি? আমাদের একজন কাউকে অন্তত সঙ্গে নে।"

"কেউ যেতে চাস যাবি। তবে কিনা ওখানকার চেয়ে বিপদ এইখানেই বেশি। ওখানে গেলেই যে রেবাদির ভাইয়ের দেখা পাব তার কোনও ঠিক নেই। সেও হয়তো এতক্ষণে পাচার হয়ে গেছে। আমি জাস্ট কয়েকটা ব্যাপারে অনুসন্ধান করব। কাল যাব, পরশু ফিরব।"

"তবুও একা কোথাও যাওয়াটা ঠিক নয়। বিশেষ করে আমরা একা হলেই বিপদ বাড়ে।"

"বেশ, তা হলে বরং পঞ্চু যাক আমার সঙ্গে।" বলেই পঞ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কীরে পঞ্চু, যাবি নাকি?"

পঞ্চু একেবারে দু'পায়ে খাড়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

বিচ্ছু পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এমন স্বার্থপরের মতো কাজ করে ফেলিস না রে তোরা। কোথাও গেলে আমাদেরও নিয়ে যাস।"

পঞ্চু কী আর বলবে? সে লেজ নেড়ে নেড়ে তার আনুগত্য দেখাতে লাগল। আর কুঁই কুঁই করে কী যেন বলবার চেষ্টা করতে লাগল বাবলুকে।

বাবলু মুখ টিপে হাসল।

বাচ্চু বলল, "দু'-একদিনের যখন ব্যাপার, তখন সবাই গেলেই বা ক্ষতি কী?"

বাবলু বলল, "কোনও ক্ষতি নেই। সব কিছুই পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে।"

বিলু বলল, "আগে বাড়ি যাই। গিয়ে ওখানকার হালচাল কীরকম তা বুঝি। পরে অন্য ব্যবস্থা। হুট করেই তো কিছু করা যায় না? হাওয়া যেভাবে ঘুরেছে তাতে কিন্তু দারুণ একটা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যেই পড়তে হবে আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "আমি কিন্তু এখন থেকেই বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে? এই অবস্থায় একা কারও কোথাও যাওয়া উচিত নয়।"

বাবলু বলল, "আমি আমার মতের পরিবর্তন করলাম। আমরা যেখানে ঐক্যবদ্ধ সেখানে সকলের আগ্রহই সমর্থনযোগ্য। অর্থাৎ গেলে আমরা সকলে যাব।"

আনন্দে হুল্লোড় করে উঠল সকলে।

এর পরে আর আলোচনা নয়। দুপুরে স্নান-খাওয়া সেরে ওরা যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

রেবাদির মা-বাবা ও রেবাদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা বড় রাস্তায় আসতেই ট্যাক্সি পেয়ে গেল একটা। ড্রাইভারের মুখটা বড় চেনা-চেনা। কিন্তু কোথায় যে দেখেছে ওকে তা কিন্তু মনে করতে পারল না। এ ব্যাপারে ওরাও বিশেষ আগ্রহ দেখাল না অবশ্য। ট্যাক্সি ড্রাইভার দুশো টাকায় ওদের এলাকায় নিরাপদে সকলকে পৌঁছে দিতে রাজি হয়ে গেল।

বিদায় রাজবলহাট, বিদায়। বিদায় রাজবল্লভেশ্বরী মাতা। বিদায় আঁটপুর। এখন ভালয়-ভালয় কাজটা মিটে গেলেই আবার নতুন করে নতুন আনন্দ নিয়ে আসা।

॥ ৬ ॥

এ-পথে যানবাহন খুব কম চলে। তাই পথের কোনও বাধা নেই। দু'পাশের প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে দেখতে বিনা বাধায় এগিয়ে চলল ওরা।

যেতে যেতে বাবলু হঠাৎ ড্রাইভারকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা আপনার নাম কি তারক?"

ড্রাইভার গাড়ির গতি একটু কমিয়ে বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু তুমি আমার নাম জানলে কী করে?"

"আপনি আগে বৈষ্ণবপাড়ায় থাকতেন?"

"তাও ঠিক।"

"আমরা ওরই আশপাশে থাকি। অনেকদিন আগে আপনি একবার একটা ধরা-পড়া চোরকে বেধড়ক পিটিয়েছিলেন, মনে আছে?"

"ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে।"

"সেই দৃশ্য আমি দেখেছিলাম। এতক্ষণ আপনাকে চিনেও চিনতে পারছিলাম না। এইবার পরিষ্কার হয়ে গেল। যাই হোক, আপনি আমাদের বড়গাছিয়ায় নামিয়ে দেবেন।"

কথায় কথায় বড়গাছিয়া এসেই গিয়েছিল।

ড্রাইভার বলল, "হঠাৎ বড়গাছিয়ায় কেন? তোমাদের তো হাওড়ায় যাওয়ার কথা ছিল। যাব যার বাড়িতেই নামিয়ে দিতাম।"

"বাড়ি আমরা যাব, তবে যেতে একটু রাত হবে। আমাদের এক আত্মীয়র সঙ্গে দেখা করে যাব।"

"আমার টাকাটা?"

"পুরোপুরিই পাবেন।"

বড়গাছিয়ায় এসে একটি সিনেমা হলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল ওরা। তারপর ড্রাইভারকে ভাড়া দিতেই গাড়ি নিয়ে দ্রুত চলে গেল সে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই দাঁড়িয়ে রইল পথের মাঝখানে।

বিলু বলল, "হঠাৎ গাড়িটা ছেড়ে দিলি যে?"

"এই ট্যাক্সিতে ওঠার পর থেকেই আমার কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। তারক নামের এই লোকটির যে নৃশংস রূপ আমি দেখেছিলাম তাতে এর গাড়িতে যেতে আমার মনে একটুও সায় দিচ্ছিল না। এই লোকের সঙ্গেও যে কালো দত্তর কোনও যোগাযোগ নেই তাই বা কে বলতে পারে? তা ছাড়াও কারণ আছে। বড়গাছিয়া পেরনোর পর এলাকাটা কালো দত্ত আর বান্টুর নাগালে এসে যায়। নবাদাকে কিন্তু ওই এলাকাতেই মেরে ফেলা হয়েছিল। অতএব দিনমানে হলেও ও-পথে আমাদের যাওয়াটা একটু বেশিরকমের ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যায়। তাই অনেক ভেবেচিন্তে নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে।"

ভোম্বল বলল, "ভালই করেছিস। এখন তা হলে কীভাবে যাব আমরা?"

বাবলু বলল, "বাসে বা ট্যাক্সিতে আর নয়। একটু এদিক-সেদিক ঘুরে বড়গাছিয়া লোকালেই বাড়ি যাব।"

বাবলুর প্রস্তাবটা জুতসই হল সকলের কাছেই।

ওরা এ-পথ সে-পথ করে একটা দোকানে বসে সামান্য জলযোগ সেরে নিল। তারপর স্টেশনে এসেই দেখল ডাউন বড়গাছিয়া লোকাল ছাড়ার অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। চারটে পনেরোয় ট্রেন। এখন সাড়ে চারটে। কী ভাগ্যে সময়ে ছাড়েনি ট্রেনটা।

ওরা টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে যে যার মনের মতো জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ল।

ট্রেন ছাড়ল একটু পরেই। প্রথমে দক্ষিণবাড়ি। তারপর ডোমজুড় রোড। ডোমজুড়, মাকড়দহ, ঝালুরদেউ, ডাঁসি, কত স্টেশন। এই লাইনে রেলপথ চালু হওয়ার আগে এইসব জায়গার সঙ্গে পরিচয়ই ছিল না অনেকের। জনহীন প্ল্যাটফর্ম। যাত্রীবিহীন ট্রেন। কারণও আছে। এ-পথে সময়ে ট্রেন চলে না। অনেক পথ ঘুরে আসার জন্য সময়ও লাগে অনেক। তা ছাড়া ভাড়াও অনেক বেশি। তাই একমাত্র অফিস টাইমে গুটিকয় ডেলি প্যাসেঞ্জার ছাড়া যাত্রী হয় না বড় একটা।

ডাঁসিতে ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল তিনজন উদ্ধত যুবক ছুটে এসে উঠে পড়ল বাবলুদের কামরায়। উঠেই যেন ভূত দেখল সকলে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই চক্ষুস্থির ওদের।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও অবাক হয়ে গেল খুব। এরা এখানে কীভাবে এল? ট্যাংরা, বিজে আর বোঁদে। প্রধান শত্রু ওদের।

ভোম্বল তো বোঁদেকে দেখেই লাফিয়ে উঠল। বলল, "এই শয়তানই সেদিন গাড়ি চাপা দিয়ে মারতে যাচ্ছিল আমাকে। আজ একে চলন্ত ট্রেন থেকে যদি ফেলে না দিই তো আমার নামই নেই।" বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বোঁদের ওপর। তারপর ওর জামার কলার ধরে টেনে এনেই পেটে কনুই দিয়ে এমন একটা গোত্তা মারল যে, 'কোঁক' করে উঠল বোঁদে। পরক্ষণেই সেও ভোম্বলকে এক ঝটকায় ফেলে দিল। পড়ে গিয়ে ভোম্বলের তো রক্তারক্তি ব্যাপার।

ততক্ষণে বিজের হাতে একটা স্প্রিং দেওয়া ছোরা আর ট্যাংরার হাতে একটা থ্রি নট থ্রি শোভা পাচ্ছে।

বাবলুও তৈরি। ওর হাতেও পিস্তল। কিন্তু ওদের সবাইকে নিষ্ক্রিয় করে নেকড়ের মতো হিংস্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে, সে হল পঞ্চু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পঞ্চুর মেন টার্গেট হল ট্যাংবা। তাই সে ট্যাংবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েই তার গলার টুঁটিটাকে কামড়ে ধরল। ততক্ষণে বিলু ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে রিভলভারটা।

বোঁদের অবস্থা তখন শোচনীয়। কারণ ভোম্বল আবার আক্রমণ করেছে বোঁদেকে। ওর মাথাটা ধরে দু'বার টিপ টিপ করে কম্পার্টমেন্টের গায়ে ঠুকে দিয়েই এক লাথিতে ফেলে দিল চলন্ত ট্রেন থেকে।

বিজেও গতিক সুবিধের নয় বুঝে পঞ্চুর কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চলন্ত ট্রেন থেকেই মারল এক লাফ।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অপারেশন সাকসেসফুল হল। কী থেকে যে কী হয়ে গেল তা ভেবেই পেল না ওরা। ওদের ব্যাগ থেকে নাইলনের ফাঁস ফিতে ইত্যাদি বের করে সকলে মিলে বেঁধে ফেলল ট্যাংবাকে।

পঞ্চু ওর অবস্থা ইতিমধ্যে এমনই কাহিল করে দিয়েছে যে, ওর আর বাধা দেওয়ার শক্তিটুকুও রইল না। পঞ্চুর সরকটা দাঁত চেপে বসেছিল ওর গলায়। তাই মরণ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছিল ও। কাজেই অসহায়ভাবে ধরা দিতে বাধ্য হল সে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওকে বেশটি করে বেঁধে সতর্কতার জন্য ওর গলায় নাইলন ফিতের ফাঁস আটকে শক্ত করে ধরে রইল। সে কাজটা করতে হল বিলুকেই। এই কাজটা এইজন্যই করা হল যাতে ও সুযোগ পেয়ে পালাতে না পারে। পালাতে গেলেই ফাঁসের জায়গায় টান পড়বে। ফলে অবধারিত মৃত্যুকে ডেকে আনবে ও নিজেই।

ডাঁসির পর কোনা। তারপর বাকড়া নয়াবাজ স্টেশন আসতেই ট্রেন থেকে নেমে পড়ল ওরা। কেন না এর পর সাঁতরাগাছিতে পৌঁছলে ট্রেনে অস্বাভাবিক রকমের ভিড় হয়ে যাবে। তখন গণধোলাইয়ে যদি মারা যায় তা দুর্ধর্ষ ট্যাংবাকে হাতেনাতে ধরার মজাটাই যাবে নষ্ট হয়ে।

ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে পঞ্চুর পাহারায় সকলকে রেখে একজনদের বাড়িতে গিয়ে থানায় ফোন করতেই অফিসার বললেন, 'অজস্র ধন্যবাদ তোমাদের। একটু সময় ধরে রাখো শয়তানটাকে। আমরা এখনই যাচ্ছি।'

কতকগুলো ব্যাপারে পুলিশ খুবই তৎপর। তাই আধঘণ্টার মধ্যেই এসে গেল পুলিশের গাড়ি।

ফাঁদে পড়া ঘুঘুর দিকে তাকিয়ে পুলিশ অফিসার বললেন, 'অনেক লোকের অনেক জীবন তুমি নিয়েছ। পুলিশ প্রশাসনের রাতের ঘুম তুমি কেড়ে নিয়েছ। এখন থানায় চলো, তোমার সমস্ত অপরাধের কথা টেপ করে নেওয়ার পর আদালতে হাজির করব তোমাকে।'

বাবলু বলল, "তার আগে কুকুরে কামড়ানোর ইঞ্জেকশনও তো দিতে হবে কয়েকটা?"

পুলিশ অফিসার বললেন, 'কিচ্ছু করব না। মরুক ব্যাটা জলাতঙ্ক হয়ে। আঁউ আঁউ করে ডাকবে আর যন্ত্রণায় ছটফট করবে, সেই হবে ওর উপযুক্ত শাস্তি।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এর পর পুলিশের গাড়িতেই নিজেদের এলাকায় এল। তারপর ফিরে গেল যে যার বাড়িতে।

ট্যাংবা বিজয়ে বাবলুর মন এখন আনন্দে ভরপুর।

বাবলুর বাবা বাড়িতেই ছিলেন। ছেলে ফিরে আসায় নিশ্চিন্ত হলেন বেশ। মা'ও খুশি খুব। বললেন, "যা বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে আয়। আমি ততক্ষণ চা জলখাবারটা তৈরি করে ফেলি।'

বাবলু একটুও দেরি না করে জামা প্যান্ট পালটে বাথরুমের কাজ সেরে ঘরে এসে বসল। অন্যদিনের চেয়ে আজ গরমটা একটু বেশি পড়েছে। তাই পাখার হাওয়াটা আরামদায়ক লাগল বেশ।

বাবা বললেন, "তোদের কাজের কাজ কতটা কী হল বল?"

বাবলু বলল, "তদন্তের পথ যদিও ঘোরালো তবুও এমন সব পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি যে, সবই সহজ হয়ে আসছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, শুনলে তুমি অবাক হবে যে, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে হাতেনাতে ধরে ফেললাম ট্যাংবাকে।"

চমকে উঠলেন বাবা, "বলিস কী রে!"

"হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, ওর দুই শাগরেদও ধরা পড়বে। একজনকে তো ভোম্বল বাগের মাথায় ধাক্কা দিয়ে ফেলেই দিয়েছে ট্রেন থেকে, আর একজন পঞ্চুর কামড় থেকে বাঁচবার জন্য নিজেই লাফিয়েছে।"

'ভোম্বল এই কাজটা তো ঠিক করল না।"

'আসলে ওই লোকটাই সেদিন গাড়ি চাপা দিয়ে মারতে গিয়েছিল ওকে। তা ছাড়া ওর সঙ্গে ধস্তাধস্তির

ফলে ভোম্বলেরও রক্তারক্তি অবস্থা। ঠোঁট কেটে নাকে লেগে বেশ রক্তক্ষরণ হয়েছে।" বলেই ভোম্বলের বাড়িতে ফোন করল বাবলু।

ওর মা ফোন ধরেছিলেন। বললেন, "আর কেন বাবা, এবার শান্ত হ তোরা। ছেলেটার কী দশা হয়েছে বল দেখি?"

বাবলু বলল, "ওরকম একটু-আধটু হয়। আমরা শুধুই মারব অথচ মার খাব না, এটা তো ঠিক নয়। যাই হোক, ও কি ডাক্তারখানায় গেছে?"

"হ্যাঁ গেছে। এলে ফোন করতে বলব।"

বাবলু ফোন রাখতেই ঘ্যাঁগো ওর দলবল নিয়ে হাজির। ঘ্যাচাং, খ্যাচাং, ফ্যাচাং তিনজনই আছে ওর সঙ্গে।

ওদের দেখে বাবা পাশেব ঘরে চলে গেলেন।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার তোদের? আর কোনও প্রবলেম নেই তো?"

ঘ্যাঁগো বলল, "নো প্রবলেম। আমরা চারজনেই কাগজ কুডনোর অছিলায় কালো দত্তর ডেরার আশপাশে ঘোরাঘুরি করেছি। আব তাতে যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তা কিন্তু মারাত্মক।"

বাবলুর সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল এবার। বলল, "কীরকম!"

"কালো দত্তর ওই বাড়িতে নানা ধরনের লোক আসা-যাওয়া করে। তাদের মধ্যে অবাঙালির সংখ্যাই বেশি।"

"যেহেতু উনি একজন বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর, তাই ওই ধরনের লোকেদের আসা-যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আব কিছু?"

"এই আর কিছুর জন্যই তো এত রাতে এখানে আসা।"

বাবলু দেখল দেওয়াল-ঘড়িতে রাত ন'টা।

"বল দেখি, শুনি ব্যাপারটা কী?"

"আজ দুপুরবেলা আমরা যখন নজর রাখছি বাড়িটার দিকে, তখন দেখি দামি একটা এয়ারকুলাব লাগানো গাড়িতে করে এক উচ্চশ্রেণীব সাধুবাবা কালো দত্তর বাড়ির সামনে নামলেন। সাধুবাবাব পরনে সিল্কেব গেরুয়া। মাথায় সুদীর্ঘ জটা। তাতে রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো। গাড়ির ভেতর থেকে নামল—।"

এমন সময় মা প্রত্যেকের জন্য লুচি-আলুভাজা আর চা নিয়ে এলেন।

বাবলু বলল, "আজ রাতে আমি আর কিছু খাব না মা। এখন এই খাই। রাতের খাওয়া আর নয়।"

"ও বেলার একটু মাংস ছিল যে?"

"এদের খাইয়ে দাও।"

মা একবাটি মাংস নিয়ে এসে টেবিলে রেখে বললেন, "নে, খেয়ে নে তোরা।"

মাংস পেয়ে খুব খুশি হল ওরা।

বাবলু বলল, "এবার বল কে নামল গাড়ি থেকে?"

"পূর্ণিমার চাঁদ একটা। মনে হল যেন একটা রাজহংসী সাদা আদ্দির ফ্রক পরে নেমে এল গাড়ি থেকে।"

"কতবড় মেয়ে?"

"বড় মেয়ে। তবে খুব বড় নয়, তোমাদের বয়সি।"

"তাতে কী? ওই সাধুবাবারই মেয়ে হয়তো।"

"না। সাধুবাবার মেয়ে নয়। গাড়ির মধ্যে বানটু ছিল। ওর ধমক খেয়ে তবেই নামল। দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল মেয়েটি।"

"গোলমেলে ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।"

ঘ্যাচাং, খ্যাচাং, ফ্যাচাং বলল, "দারুণ গোলমেলে ব্যাপার। কোনও বড়লোকের মেয়েকে ওরা নির্ঘাত চুরি করে নিয়ে এসেছে।"

ঘ্যাঁগো বলল, "আমরা তো অধীর আগ্রহ নিয়ে দূর থেকে নজর রাখতে লাগলাম গাড়িটার দিকে। অনেক পরে দেখি না সাধুবাবা বেরিয়ে এলেন একটা বাদামি রঙের অ্যাটাচি হাতে নিয়ে—।"

ঘ্যাচাং বলল, "কিন্তু মেয়েটি এল না।"

খ্যাচাং বলল, "বানটুও না।"

ফ্যাচাং বলল, "কেউ না।"

"সাধুবাবা গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। আমরাও সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করে চলে এলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "তোরা যে কী দারুণ একটা কাজ করে এলি, তা কী বলব। আজ রাতের মধ্যেই যদি মেয়েটাকে উদ্ধার করতে না পারি তো পাচার হয়ে যাবে মেয়েটা। আর আমার মনে হয় তখনই বেরিয়ে আসবে কেঁচো খুঁড়তে সাপ।"

ঘ্যাগো বলল, "আচ্ছা, রেবাদির ভাইও কোনওপ্রকারে ওই ব্যাটা কালো দত্তর খপ্পরে পড়ে যায়নি তো?"

"গেলেও অবাক হব না। যাই হোক, এখনই আমাদের নৈশ অভিযানের প্রস্তুতি নিতে হবে।"

এমন সময় হঠাৎই টেলিফোনটা বেজে উঠল।

বাবলু রিসিভার তুলে বলল, "হ্যালো গুড নাইট। পাণ্ডব গোয়েন্দা বলছি।"

ওদিক থেকে দারোগাবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

বাবলু বলল, "হ্যাঁ স্যার। না স্যার। পঞ্চুর কাজ পঞ্চু করেছে, আমাদের কাজ আমরা করেছি, এবার পুলিশের কাজ পুলিশ করুক। ...এ তো আরও ভাল খবর। তবে দেখবেন, অপরাধীরা যেন শাস্তি পায় আর কোনওরকমেই পালিয়ে যেতে না পারে। আর ডি এক্স-এর মতো মারাত্মক জিনিস যাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় তারা কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রিমিন্যাল। সাধারণ চোর-ডাকাতদের হাতে তো এসব থাকে না। অতএব—। তা ওই কালো দত্তর বাড়ি রেড করছেন না কেন আপনারা? .. ঠিক আছে। আমরা কিন্তু আজ একটা দারুণ বিপদের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি। আপনাদের কিছু লোককে তৈরি থাকতে বলবেন। ফোনে সাহায্য চাইলে যেন সাহায্য পাই।"

বাবলু ফোন রাখলে ঘ্যাগো বলল, "কীসব কথা হল তোমাদেব, কিছুই তো বুঝলুম না।"

বাবলু তখন ট্রেনের ঘটনার কথা খুলে বলল ওদের।

শুনে তো দারুণ উল্লাসে লাফিয়ে উঠল ওবা।

ঘ্যাগো বলল, "ট্যাংরা ধরা পড়েছে? এ যে বিশ্বাস করতে পারছি না। সত্যি, তোমরা বলেই এটা সম্ভব হল।"

বাবলু বলল, "ও কিছু না। ওরা ডাঁসি স্টেশনে হঠাৎ করে ট্রেনে না উঠলে এত সহজে নাগালই পেতাম না ওদের। যাই হোক, পুলিশ জানাল আমাদের মুখে শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে বোঁদে আর বিজেকেও অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ। দু'জনেই হাত পা ভেঙে গুরুতর জখম হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে। হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে ওদের। ট্যাংরাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ওর মুখ থেকে সব কিছু শুনে তবেই পুলিশ হানা দেবে কালো দত্তব ডেরায়।"

"ততক্ষণে তো ও সতর্ক হয়ে যা কিছু ওর ভাণ্ডারে মজুদ, সবই সবিয়ে ফেলবে।"

"তা যাতে না পারে সেইজন্য আজ রাতেই ওখানে হানা দেব আমরা। এখন বিলুকে একবার ব্যাপারটা জানাই।"

বাবলু, বিলুকে ফোনে সব কথা জানাতেই উত্তেজিত বিলু বলল, "পুলিশ কবে কী করবে না করবে সে নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। তুই রেডি হ। দশটার মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাচ্ছি তোর ওখানে।"

"আমরা মানে কী? এই অবস্থায় ভোম্বলকে জড়াস না। বেচারিব লেগেছে খুব।"

"ভোম্বলকে আমিই ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়েছিলাম। কাজেই ওব কন্ডিশন কী তা আমি ভালই জানি। বাচ্চু-বিচ্ছুকে বলে দেখব। যাওয়া না যাওয়াটা ওদের ব্যাপার। তবে মনে হয় ওরা শুনবে না।"

"যা ভাল বুঝিস কর। আমি কিন্তু রীতিমতো লড়াই-এর জন্য তৈবি হচ্ছি। ঘ্যাগোও ওর সঙ্গীদের নিয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে।"

বাবলু ফোন রাখল। রেখে বেরোবার জন্য যা-যা প্রয়োজন তা নিয়ে পোশাক পরিবর্তন করল।

ঘ্যাগোদের তখন খাওয়া শেষ।

মা বললেন, "আবার এই রাতদুপুরে?"

বাবা কিছুই না বলে বাবলুর ঘর থেকে একটা বই নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

পঞ্চু এতক্ষণ একদৃষ্টে বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার এক পা এক পা করে ওর দিকে এগিয়ে আসতেই অল্প করে মাথাটা নাড়ল বাবলু। পঞ্চু তাতেই বুঝে গেল যে, আবার নতুন করে যাত্রা হবে শুরু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ৭ ॥

বিলু কথা রেখেছিল। তাই দশটার আগেই এসে হাজির হল সকলকে নিয়ে। ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এল।

বাবলু বলল, "ফোনে তো সব কথা গুছিয়ে বলতে পারিনি বিলুকে। এখন অভিযানে যাওয়ার আগে পুরো ব্যাপারটা ভাল করে শুনে নে সকলে।"

সকলে গুছিয়ে বসলে বাবলু বলতে শুরু করল।

সব শুনে ভোম্বল বলল, "আমার মনে হয় রেবাদির ভাই দেবাংশুকে ওইখানে গেলে পাওয়া যাবে। ওই শয়তান কালো দত্তই গুম করে রেখেছে ওকে।"

বিচ্ছু বলল, "ওইসব আজেবাজে কল্পনা কোরো না। ওর চিঠিতেই প্রমাণ ও জয়চণ্ডীতে আটক আছে।"

"ঠিক কথা। কিন্তু সেখানেও সাধুগুরু, এখানেও অ্যারিস্টোক্র্যাট সন্ন্যাসী। তার ওপরে কিডন্যাপিং কেস। একটা মেয়েকে যদি কোনও সন্ন্যাসী ধরে আনতে পারে তা হলে একটা ছেলেকেই বা কোনও সাধুগুরু এখানে পাচার করবে না কেন?"

বিলু বলল, "রেবাদির ভাই-এর প্রসঙ্গ এখন থাক। আগে ওই মেয়েটিকে উদ্ধার করি চল।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আর সময় নষ্ট নয়। বেরিয়ে পড়ো।"

বিলু বলল, "অতদূরের পথ কীভাবে যাব আমরা? স্কুটারগুলো নিয়ে আসব?"

বাবলু বলল, "না। আমি যা পরিকল্পনা করেছি তাতে অন্যভাবেই যেতে হবে আমাদের। পথে নেমে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।"

অতএব আর কোনও কথা নয়। তাই রাতের অন্ধকারে পথে নামল সকলে। বাবলুর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এই মুহূর্তে ও যে কী ভাবনাচিন্তা করেছে তা ও-ই জানে। সে-কথা কেউ জানতে চাইল না বাবলুর কাছে। কেন না এটা ওর বিশেষ মুডের ব্যাপার। চরম মুহূর্তে কেউ কোনও প্রশ্ন করলে দারুণ রেগে যায় ও।

ওরা পাঁচজন, এরা চারজন। মোট ন'জন। প্লাস পঞ্চু।

বড় রাস্তায় এসে একটা টেম্পো দেখে হাত দেখিয়ে থামানো হল সেটাকে।

বাবলু বলল, "কোনদিকে যাচ্ছেন দাদা?"

"এখন তো যাচ্ছি না, ফিরছি।"

"আমাদের একটু বাঁকড়া বাজারে পৌঁছে দেবেন?"

"এতে করে গেলে তো অসুবিধে হবে তোমাদের। দ্যাখো না কোনও ট্যাক্সি পাও কি না?"

বাবলু বলল, "আপনি হাসালেন দাদা। ন'জন কখনও একটা ট্যাক্সিতে ধরে? তার ওপর এই কুকুরটা আছে।"

"অন্য কিছু নয়, টেম্পো তো লাফাবে। কষ্ট হবে না তোমাদের?"

"তা হয় একটু হবে, কী আর করা যাবে? তা ছাড়া এইরকম টেম্পোতে চেপে কোলাঘাট, ডায়মন্ডহারবার, অনেক জায়গায় অনেকে তো পিকনিক করতেও যায়।"

"যায়। কিন্তু তাতে তো জিনিসপত্র থাকে অনেক। ঠিক আছে, উঠে পড়ো তোমরা।"

"কত ভাড়া নেবেন?"

"কী বলি বলো তো তোমাদের? এই রাতদুপুরে বাড়ি ফিরছিলুম এমন সময় তোমরা এলে। ছেলেমানুষ তোমরা, সঙ্গে মেয়েটেয়ে আছে, তাই। অন্য কেউ হলে নিতাম না। যা দিলে ভাল হয় দেবে। না দাও তাতেও কোনও ক্ষতি নেই।"

ওরা সকলে টেম্পোতে উঠে পড়তেই টেম্পো গড়গড়িয়ে চলল প্রশস্ত রাজপথ ধরে। 'শ্যামাশ্রী' 'যোগমায়া'র পাশ দিয়ে 'নবরূপম' 'শ্রীরূপা' পেরিয়ে কদমতলা বাজার হয়ে দাসনগর, বালিটিকুরি, দোতলা মোড় হয়ে একেবারে বাঁকড়া বাজারে।

টেম্পো থেকে নেমে বাবলু একশোটা টাকা দিতেই দারুণ খুশি হয়ে চলে গেল টেম্পোওয়ালা।

দলের সকলে এবার বাবলুর মুখের দিকে তাকাল। ও যে কেন এখানে নামল, কী যে করতে চায় ও, কী ওর মতিগতি তা কেউ বুঝতেও পারল না। এ-ব্যাপারে কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করল না ওকে। কেন না ও এখন বড়ই গম্ভীর।

বাবলু ইশারায় সকলকে ওর সঙ্গে আসতে বলে একটা গলির মধ্যে ঢুকল। জায়গাটা একটু গ্রাম গ্রাম মতো। আর মানুষের বসতি যা আছে তা অত্যন্ত নোংরা পরিবেশে। খুব দরিদ্রশ্রেণীর লোকজনের বসবাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এখানে। পায়ে পায়ে অনেকটা ভেতরে ঢুকে একটা খোলা খাপরার ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

একটি ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে বাবলু ডাকল, "মানকুমারী! মানকুমারী!"

ভেতর থেকে সাড়া এল, "মু মু কক কক কক।"

দরজা খুলে রোগা কালো কাঁচাপাকা চুলে ভরা না খেতে পাওয়া চেহারার একজন মধ্যবয়সি লোক হ্যারিকেন নিয়ে বেরিয়ে এল, "কে? এত রাতে কে ডাকে?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই চিনল লোকটিকে।

বাবলু বলল, "কেমন আছ দ্বিজদা?"

"ভালই আছি। তা এত রাতে তুই কোত্থেকে এলি? সঙ্গে এত ছেলেমেয়ে!"

"এলাম একটা কাজে। আর এই কাজে তোমারও একটু সাহায্য চাই।"

"কী সাহায্য বল?"

"তার আগে বলো তোমার মাদারির খেলা কেমন চলছে?"

"ভাল না। এইসব একঘেয়ে খেলা কেউ দ্যাখে না। দেখেও পয়সাকড়ি দেয় না কেউ।"

বাবলু একশো টাকার একটি নোট দ্বিজদার হাতে দিয়ে বলল, "তোমার মানকুমারীকে নিয়ে একবার এসো তো আমাদের সঙ্গে।"

দ্বিজদার মুখ দেখে মনে হল একশো টাকার এই নোটটা পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেছে। তাই আর কোনওরকম উচ্চবাচ্য না করে খেলা দেখানোর পোশাক ও ট্রেনিং দেওয়া বানর মানকুমারীকে নিয়ে ঘরে শিকল দিয়ে ওদের সঙ্গে মিশে গেল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বস্তি থেকে বেরিয়ে সোজা পথ ধরে এগিয়ে চলল হাই রোডের দিকে।

কালো দত্তর বাড়ির কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। নবনির্মিত বিলাসবহুল দারুণ সুন্দর একটি বাড়ি। এ বাড়ির বাসিন্দা ক'জন, কারা থাকে, কিছুই জানা যায়নি। ঘ্যাগোরা রীতিমতো নজরে রেখেও পরিবারের কাউকে দেখতে পায়নি কোনওদিন।

বাড়ির সামনে দুটি অস্টিন দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির ভেতরেও আলো জ্বলছে বেশ কয়েকটি ঘরে।

দ্বিজদাকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে পাণ্ডব গোয়েন্দারা গোটা বাড়ির চারদিকে পাক দিয়ে নিল একবার। পেছনদিকে দোতলার একটি ঘরে ডিমলাইট জ্বলছে একটি। বাবলু অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "মনে হয় ওই ঘরেই রেখেছে মেয়েটিকে। এখন যেভাবেই হোক ওইখানে উঠে দেখতে হবে মেয়েটি ওখানে আছে কিনা।"

দ্বিজদা বলল, "এবার বুঝেছি তোরা আমাকে কেন এইখানে ডেকে আনলি। অর্থাৎ এই ব্যাপারে মানকুমারীকে একটু কাজে লাগাতে হবে এই তো?"

"ঠিক তাই।" বলে আংটা লাগানো সুদীর্ঘ একটি নাইলনের ফিতে দ্বিজদার হাতে দিল বাবলু।

দ্বিজদা সেটা নিয়ে মানকুমারীর হাতে দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে দিতেই সে অদ্ভুত কায়দায় লাফিয়ে লুকিয়ে দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠে গেল। গ্রীষ্মকাল। জানলাটা তাই খোলাই ছিল। কাঠের জানলা নয়, লোহার গ্রিলের জানলা। ফলে অসুবিধে হল না।

মানকুমারী লোহার গ্রিলের সঙ্গে আংটা লাগিয়ে দিতেই বাবলু দু'-একবার টেনে দেখল সেটা। তারপর যেই না উঠতে যাবে ঘ্যাগো অমনই বাধা দিল। বলল, "না, না, তুমি নয়, আগে আমি দেখি। প্রয়োজনে ছাদেও উঠে যাব। আমি সংকেত দিলে তবেই তুমি উঠবে। তোমার হাতের যন্ত্রটা রেডি রাখো। বেগতিক দেখলেই—।"

বাবলু বলল, "বেশ। তুই-ই আগে ওঠ। তার আগে আর একটা কাজ সেরে ফেলতে হবে।"

"কী কাজ?"

বাবলু একটা মজবুত তালা বের করে বিলুর হাতে দিয়ে বলল, "এ-বাড়ির দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ আছে দেখে এসেছি। বাইরেও কেউ নেই। অতএব এই তালাটা বাইরের দরজায় লাগিয়ে দিতে কোনও অসুবিধে হবে না। ভোম্বলকে নিয়ে চটপট কাজটা সেরে আয় দেখি।"

বিলু আর ভোম্বল দ্রুত এগিয়ে গেল কাজ হাসিল করতে।

ওরা ফিরে এলে ঘ্যাচাং, খ্যাচাং আর ফ্যাচাংকে দায়িত্ব দেওয়া হল বাড়ির সামনের দিকে নজর রাখার। ওদের সাহায্যের জন্য পঞ্চুকেও পাঠিয়ে দেওয়া হল ওদের সঙ্গে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে-কোনও ধরনের আক্রমণের আশঙ্কা নিয়ে বাড়ির পেছনদিকে অন্ধকারে মিশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ঘ্যাগো সেই ফিতে বেয়ে একটু একটু করে উঠতে লাগল ওপরে। তারপর জানলার কাছে পৌঁছে ভেতরটা দেখে নিয়েই সুড়সুড় করে আবার নেমে এল নীচে।

বাবলু বলল, "কী দেখলি?"

"তোমার অনুমানই ঠিক। তবে কিনা একটু বিপত্তি আছে।"

"কীরকম?"

"মেয়েটা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে ঘরের মেঝেয় আর বানটুটা ওর পাহারায় আছে। বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে বানটু।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। এবার আমি একবার দেখি কিছু একটা উপায় বের করতে পারি কি না। মেয়েটি কি তোকে দেখেছে?"

"না। চোখ বুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।"

বাবলু একটুও দেরি না কবে ছোট্ট ছুবিটা দাঁতে কামড়ে পেনসিল টর্চটা পকেটে নিয়ে ফিতে ধরে দেওয়াল বেয়ে জানলায় উঠল। ডিমলাইটে দেখতে পেল মেয়েটি ঘরের মেঝেয় হেঁট হয়ে কাঁদছে। সত্যিই রাজহংসীর মতো মেয়ে। নাইলনের ফিতে দিয়ে ওর হাতদুটো পিছমোড়া কবে বাঁধা। পাদুটোও বাঁধা আছে ওইভাবেই।

বাবলু টর্চটা বের কবে ওর মুখের ওপব ফেলতেই মেয়েটি চমকে তাকাল ওর দিকে।

বাবলু ইশারায় ওকে চুপ করতে বলল। তারপর হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকতেই কোনওরকমে ঘষে-ঘষে ওর দিকে এগিয়ে এল মেয়েটি। ওর নাগালের মধ্যে এলে বাবলু হাত বাড়িয়ে ছুরি দিয়ে ওর হাতের বাঁধন কেটে দিল। মেয়েটি নিজেই তখন পায়ের বাঁধন কেটে মুক্ত করল নিজেকে। তারপর ওর পুষ্পস্তবকের মতো দুটি হাত দিয়ে চেপে ধরল বাবলুর একটি হাত।

বাবলু চাপা গলায় বলল, "এখন একদম সময় নষ্ট নয়। তোমাকে আমি যা যা কবতে বলব, বাধ্য মেযের মতো তাই তুমি করো।"

মেয়েটি করুণভাবে কৃতজ্ঞতাব সুরে বলল, "তোমাব পরিচয়?"

"এখন কোনও প্রশ্ন নয। আমরা তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি। তুমি আস্তে আস্তে দবজাব খিল খুলে বারান্দায় গিয়ে ঘরের শিকল তুলে দাও। তারপব ছাদে উঠে অপেক্ষা করো আমাব জন্য। দেরি কোরো না, যাও।" বলেই নেমে পড়ল বাবলু।

নীচে নেমে দ্বিজদাকে বলল, "তোমার মানকুমারীকে আর একবার কাজে লাগাও। ওকে বলো ফিতেটা জানলা থেকে খুলে ছাদে কোথাও আটকে দিতে।"

দ্বিজদা মানকুমারীর পিঠ চাপড়ে সেইরকম নির্দেশ দিতেই মানকুমারী ফিতে নিয়ে লাফিযে ছাদে উঠল। আর তখনই হয়ে গেল গোলমালের চরম। মেয়েটি ছাদে উঠে আলসের কাছে আসতেই হঠাৎ অন্ধকারে একটা বানরকে লাফিয়ে পড়তে দেখে দারুণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। মানকুমারীও ততোধিক ভয় পেয়ে ফিতে ফেলে 'কক কক' করে লুকিয়ে পড়ল আলসের আড়ালে। তারপর দু' হাত দিয়ে আলসেটাকে ধবে একবার উঁকি মেরে দেখে আর একবার লুকিয়ে পডে।

ইতিমধ্যে মেয়েটিব চিৎকার শুনে জেগে উঠল গোটা বাডি। সব ঘরেই জ্বলে উঠল আলো। সবাই তখন সতর্ক।

মেয়েটি ভুল করেছিল। সে বানটুর ঘরে শিকল দিয়ে এলেও ছাদের দরজায় শিকল দেয়নি। ফলে সহজেই ধরা পড়ে গেল সে। অন্যের দ্বারা মুক্ত হয়ে বানটু নিজেই এসে কবজা করল মেয়েটিকে। ঠাস-ঠাস করে দু' গালে দুটো চড় দিয়ে ওর হাত ধরে টেনে নামাল নীচে। অর্থাৎ দোতলার সেই ঘরে।

মানকুমারীও লম্ফঝম্ফ করে সিঁড়ির দরজা খোলা পেয়ে পিছু নিল ওদের। তারপর জলের কলসি উলটে, দেওয়াল ঘড়ি ফেলে, আলনার তার ধরে দোল খেয়ে লণ্ডভণ্ড করল সব।

কালো দত্ত একটি হলঘরের মতো বড় ঘরে বসে দু'জন সর্দারজির সঙ্গে কীসব যেন শলাপরামর্শ করছিলেন, মানকুমারী সোজা গিয়ে তাঁর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর বেজায় খুশিতে কালো দত্তর টাকের ওপর কয়েকবার চড়চাপড় মেরে একজন সর্দারজির পাগড়ি খুলে দিল টান মেরে। এবার মনের আনন্দে ঘরের মেঝেয় নাচতে লাগল ধেই ধেই করে। সেও বেশিক্ষণ নয়। শুরু হল অবাধে ভাঙচুর। মোট কথা, ওইটুকু সময়ের মধ্যেই লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিল সে।

কালো দত্ত হাঁকডাক, চেঁচামেচি শুরু করলেন।

সর্দারজিরাও মানকুমারীর আতঙ্কে কাঁপতে লাগলেন থরথর করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একতলার দারোয়ানরা লাঠি হাতে মানকুমারীর দিকে এগিয়ে এলে মানকুমারীও 'ক্বক ক্বক' করে লাফিয়ে পড়ল তাদের ঘাড়ে। তারপর আঁচড়ে কামড়ে এমনভাবে অস্থির করে তুলল তাদের যে, প্রাণভয়ে পালাতে পথ পেল না তারা। এদের একজনের নাম ভিকি আর একজনের নাম রামাশিস। ওরা নীচে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল, "আরে বাহার সে দরোয়াজা কৌন বন্ধ কর দিয়া রে...।"

বাইরের দরজার সামনে পাহারায় ছিল ঘ্যাচাং, খ্যাচাং আর ফ্যাচাং। ওরা মজা পেয়ে হাতে তালি দিয়ে নাচতে লাগল সেখানে।

ঘরের মধ্যে আর যারা ছিল তারা তখন ছাদে উঠে টর্চ ফেলে চারপাশে দেখতে লাগল। কিন্তু অন্ধকারে কাউকেই দেখতে পেল না ওরা। পাবেই বা কী করে? বাবলুর নির্দেশে সবাই তখন দেওয়ালের সঙ্গে সেট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদিকে ঘ্যাগোও ওর বন্ধুদের লুকিয়ে ফেলল অন্ধকারে। শুধু পঞ্চুই যা গোটা বাড়ির চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল আক্রমণের ভঙ্গিতে।

মানকুমারীর দাপাদাপি তখন অবাধে চলেছে বাড়ির মধ্যে। চারদিক থেকে শুধু ছুটোছুটি আর দৌড়োদৌড়ির শব্দ। মাঝে মাঝে চিৎকার, চেঁচামেচি।

বাবলু বিলুকে বলল, "হিংস্র বাঘেরা এখন খাঁচায় বন্দি। তুই এদিকটা একটু সামাল দে। আমি চট করে পেট্রল পাম্প থেকে থানায় একটা ফোন করে আসি।"

বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। বাবলুর কথা শুনে বাচ্চু বলল, "এই এত রাতে একা কোথাও যাওয়ার ঝুঁকি তুমি একদম নিয়ো না বাবলুদা। বলা যায় না কখন কী হয়!"

বিচ্ছু বলল, "তা ছাড়া এই জায়গাটাও ভাল জায়গা নয়। আর তোমার ওই পেট্রল পাম্পও অনেকদূরে।"

বাবলু বলল, "তোরা বাড়ি পাহারা দে, আমি যাব কি আসব।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে পঞ্চুকে অন্তত সঙ্গে নে।"

বিলুও বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ। পঞ্চুকে নিয়েই যা তুই।"

বাবলু আর দেরি করল না। পঞ্চুকে নিয়ে পেট্রল পাম্পে গিয়ে এখানকার ব্যাপারে আদ্যোপান্ত সবকিছু ফোনে পুলিশকে জানিয়ে দ্রুত ফিরে এল। কিন্তু ফিরে এসে যা দেখল তাতে আর বিস্ময়ের অবধি রইল না ওব।

বাবলু এসে দেখল কালো দত্তর বাড়ির চারপাশে তখন শ্মশানের নীরবতা। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু কেউ নেই। নেই দ্বিজদাও। এমনকী ঘ্যাগোর দলবলও হাওয়া।

পঞ্চু তো পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল চারদিকে। বাড়ির চৌহদ্দিটা বাবকয়েক পাক দিয়েও কাবও কোনও পাত্তা পেল না। বাড়ির ভেতর থেকেও সাড়াশব্দ ভেসে আসছে না কারও। সব যেন কেমন প্রেতপুরীর মতো নিস্তব্ধ। এক অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল বাবলুর।

হঠাৎ কী মনে হতেই বাড়ির সামনে এসে দেখল সেই গাড়ি দুটো উধাও। ওর দেওয়া তালাটা কিন্তু যেমন লাগানো ছিল তেমনই লাগানো আছে। চাবিটা ওর কাছেই ছিল। তাই তালা খুলে সহজেই ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

প্রথমে পঞ্চু ঢুকল। তারপর নীচে-ওপরে ভালভাবে ঘুরে এসে ভৌ ভৌ করে সংকেত দিতেই বাবলু ঢুকে পড়ল ভেতরে। এতবড় সাজানোগোছানো বাড়ি, কিন্তু মানুষজনগুলো গেল কোথায়? চারদিকে দক্ষযজ্ঞের নমুনা। আলো জ্বলছে। অথচ কেউ কোথাও নেই। এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে কীভাবে যে কী হল, ভেবেও পেল না ও। তবে কি এ-বাড়ির বাইরে যাওয়ার গোপন কোনও পথ আছে? নিশ্চয়ই আছে। না হলে তালাবন্ধ একটা বাড়ি থেকে অত মানুষ উধাও হয়ে যায় কীভাবে? এদিকে বিলুরাও দলে কম নয়। ওরাই বা গেল কোথায়?

বাবলুর মাথার ভেতরটা যেন ঝিমঝিম করতে লাগল। তবুও সাহসে ভর করে এ-ঘর সে-ঘর দেখে ছাদে উঠল বাবলু। ছাদের সিঁড়ির দরজায় খিল দেওয়া ছিল। সেই খিল খুলে দরজাটা ফাঁক করতেই এক লাফে ভেতরে ঢুকে এল মানকুমারী। পঞ্চু একবার ভৌ ভৌ করল ওকে দেখে।

ছাদে কিন্তু কেউ নেই। আসলে মানকুমারীকে আটকে রাখার জন্যই ছাদের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

মানকুমারী ঘরময় দাপাদাপি করে বারবার নীচে নেমে ক্বক ক্বক করতে লাগল। তাই দেখে পঞ্চুও নেমে গেল নীচে। ওদের দেখাদেখি বাবলুও নীচে নামল।

হঠাৎই ওর নজর পড়ল বাথরুমের দিকে। বাথরুমের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক ধাক্কাধাক্কির

পরও সে দরজা খুলল না কেউ। তার মানে ভেতরে কেউ আছে। বাবলুর মনে হল, বাথরুম যখন, ভেন্টিলেটর তখন নিশ্চয়ই থাকবে। দরজা ভাঙা না গেলেও সেটা তো ভাঙা যাবে। তা হলেই বোঝা যাবে রহস্যটা কী।

বাবলুর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই পঞ্চু ছুটল তিরবেগে। আর পঞ্চুকে ছুটতে দেখেই পাকা ঘোড়সওয়ারের মতো মানকুমারীও লাফিয়ে বসল তার পিঠে। পঞ্চু অবশ্য একটুও বিরক্ত হল না এ-সময়।

ওরা ফিরে এসে হাঁকডাক করতেই বাবলু ছুটে গেল পেছনদিকে। গিয়েই অবাক। দেখল সেদিকেও একটা দরজা আছে। অর্থাৎ এটা হল ওদের এমার্জেন্সি গেট। তবে কিনা যেটাকে ও বাথরুম ভেবেছিল সেটা তা নয়। আসলে এটা একটা গোপন প্যাসেজ। এবং এর দু'দিকে দুটো দরজা। একটিতে ভেতর থেকে খিল দেওয়া। অপরটিতে বাইরে থেকে শিকল দেওয়া। বাবলু সেই বন্ধ দরজার শিকল খুলে দিল এবার। বোঝাই গেল ভেতরের লোকরা এই পথ ধরেই পালিয়েছে এবং যাওয়ার সময় ভেতরের দরজায় খিল এঁটে ধুলো দিয়েছে চোখে।

এমন সময় হঠাৎই একটা সন্দেহ উঁকি দিল বাবলুর মনে। প্যাসেজের বাইরে যেখানে ও দাঁড়িয়ে আছে সেটা একটা সেফটিক ট্যাঙ্কের চেম্বার। বাবলুর মনে হল বাথরুমই যদি না থাকে তা হলে চেম্বারের প্রয়োজনটা কী? হঠাৎই ওর শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা হিমস্রোত বয়ে গেল। দেখল চেম্বারে যে ম্যানহোলের ঢাকনা থাকে তার পাশেই বিচ্ছুর রুমালটা পড়ে আছে। তবে কি, তবে কি ওরা ওদের খুন করে এই ট্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে? বাবলু অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, 'পঞ্চু!'

ছুটে এল পঞ্চু। এবং মানকুমারীও।

আলগাভাবে লাগানো ম্যানহোলের ঢাকনাটা খুলে ভেতরে টর্চের আলো ফেলতেই যা দেখল তাতেই শিউরে উঠল ও। দেখল এটা একটা নীচে নামার পথ। কয়েক ধাপ সিঁড়ির নীচে মৃত অথবা অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে দ্বিজদা। বাবলু কোনওরকমে টেনেহিঁচড়ে ম্যানহোলের মুখ দিয়ে বের করল দ্বিজদাকে। না, মানুষটা জীবিত। তবে কিনা সংজ্ঞাহীন।

মানকুমারী তো লুটিয়ে পড়ল দ্বিজদার বুকে।

বাবলু আর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে এল। নেমেই দেখল সিঁড়ির মুখোমুখি একটি ছোট্ট দরজা। আসলে এটাই আন্ডারগ্রাউন্ড। নিচু জমির ওপর ঘর। প্রায় এক মানুষের বেশি নিচু। তাই এটাকে তৈরির সময় রাবিশ ফেলে জমি ভরাট করার ঝামেলা না করে সরাসরি গেঁথে ঢালাই দিয়ে ঘর বানানো হয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে জমির সমান সমান বলে কেউ টেরও পাবে না এর নীচে কোনও ঘর আছে বলে।

যাই হোক, বাবলু ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই ভেতর থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ ওর নাকেমুখে ঢুকল। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। নিকষ অন্ধকারে ঢাকা। বাবলু টর্চ ফেলে দেখল সেই অন্ধকার মৃত্যুপুরীর মধ্যে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু থেকে সকলে অক্সিজেনের অভাবে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছে।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে, ঠিক সেই সময়েই পুলিশের গাড়ি এসে হাজির হল।

বাড়ির সব দরজা খোলা পেয়ে বিস্মিত পুলিশ অফিসার ছুটে এলেন লোকজন নিয়ে। পঞ্চুর হাঁকডাকে কাছে এসে এক এক করে সকলকে উদ্ধার করলেন সেই মৃত্যুপুরী থেকে। তারপর পাঁজাকোলা করে সকলকে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে পাখা চালিয়ে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই একটু একটু করে জ্ঞান ফিরে এল সকলের।

দ্বিজদাকে বোধহয় একটু বেশিরকমের মারধোর করা হয়েছিল। তাই বড় বেশি ক্লান্ত ও দুর্বল মনে হল তাকে। ঘাড়ে মুখে কপালে কালশিটের দাগ। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দ্বিজদা শুধু একটা কথাই বলল, "অনেক চেষ্টা করেও রক্ষা করতে পারলাম না সেই মেয়েটাকে। বানটু আর কালো দত্ত নিয়েই গেল তাকে।" তারপর একটু থেমে বাবলুকে বলল, "তুই কী করে টের পেলি বাবলু, আমরা ওই পাতালঘরে আছি। আর একটু দেরি হলে দমবন্ধ হয়ে সবাই মরে যেতাম আমরা।"

বাবলু বলল, "ওসব কথা পরে হবে।"

পুলিশ তখন পাতালঘরে ঢুকে প্রচুর আর ডি এক্স, বোমার মশলা, বন্দুক, রিভলভার ও অন্যান্য লুটের জিনিস উদ্ধার করল। আর সেইসঙ্গেই উদ্ধার হল রেবাদিদের সেই প্রাচীন অষ্টধাতুর বিষ্ণুমূর্তি। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী বৌদ্ধ শিল্পরীতির দুর্লভ এই মূর্তির মূল্য কি কম?

বাবলু পুলিশ অফিসারকে বলল, "এই মূর্তির খোঁজেই আমরা হন্যে হয়ে ঘুরছিলাম। অনুগ্রহ করে মূর্তিটা আমাদের কাছে রাখার অনুমতি দেবেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পুলিশ অফিসার বললেন, "তা তো হওয়ার উপায় নেই। সরকারি নিয়মে এটি থানাতেই জমা হওয়াব কথা। যাঁদের জিনিস তাঁরা প্রমাণ দিয়ে থানা থেকেই নিয়ে যাবেন।"

বাবলু বলল, "তাই বুঝি?"

"সেটাই নিয়ম। কিন্তু যেহেতু পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ব্যাপার এটা, তাই এখানে নিয়মের ব্যতিক্রম হল। নিয়ে যাও তোমরা। তবে মূর্তিটা নিয়ে যাওয়ার সময় ওঁরা যেন থানায় এসে দেখা করেন।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যারপরনাই খুশি হয়ে সেই বিষ্ণুমূর্তি বুকে নিয়ে পথে নামল। তখন ভোরের আলো ফুটে উঠছে একটু একটু করে। দ্বিজদা সামান্য পথ হেঁটেই চলে গেল মানকুমারীকে নিয়ে। আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা দলবলসহ এলাকায় ফিরল পুলিশ ভ্যানের সাহায্যে।

বাড়ি ফিরে আসার পর ক্লান্ত অবসন্ন পাণ্ডব গোয়েন্দারা সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করে প্রথমেই যে কাজটি করল তা হল যে যার ঘরে ঢুকে শয্যাগ্রহণ। সারাবাতের ঘুম যেন দু' চোখ জুড়ে নেমে এল সকলের।

ঘ্যাগোরা একটু বিশ্রাম নিয়ে দলবল সহ চলে গেল ওদের কাজে।

বাবলু তো ঘুমিয়ে উঠল বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ।

ওকে ফিরে আসতে দেখে বাবা চলে গেছেন দুর্গাপুরে।

মা এসে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ রে কী এমন হয়েছিল কাল যে, সবাই এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস?"

বাবলু বলল, "সেরকম কিছু হয়নি তো, আসলে রাত জাগার জন্যই এত ক্লান্তি। তবে মা, ওরা খুব বিপদে পড়েছিল। একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে সবাই।"

"বলিস কী রে! কী করে কী হল?"

"তা আমিও ঠিক জানি না। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ডাকব সবাইকে।" বলে স্নানের পর্ব শেষ করে খাওযাদাওয়ার পাট চুকিয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে গুছিয়ে বসল বাবলু।

খবরের কাগজের প্রথম পাতায় চোখ বুলিয়েই লাফিয়ে উঠল বাবলু। চেঁচিয়ে বলল, "এই তো! এই তো সেই মেয়ে।"

মা পাশের ঘর থেকে এসে বললেন, "কার কথা বলছিস তুই? কোন মেয়ে?"

"এই যে মেয়েটার কথা আজ লিখেছে কাগজে। পড়োনি? কালো দত্তর ডেরা থেকে ওকে উদ্ধার করব বলেই তো রাতের অভিযানে গিয়েছিলাম কাল।"

"ও বুঝেছি, ওই দিওতিমা নামে যে মেয়েটার নিখোঁজ হওয়ার কথা লিখেছে কাগজে, ওর কথা বলছিস?"

"হ্যাঁ।"

"আহা রে! বাপের একমাত্র মেয়ে।"

"কাল অত কষ্ট করে, অত পরিকল্পনা করেও রক্ষা করতে পারলাম না মেয়েটাকে। শুধু ওর নিজেরই দোষে ধরা পড়ে গেল।"

এমন সময় বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এসে হাজির।

বিলু বলল, "দিওতিমার নিউজটা পড়েছিস বাবলু?"

"না। এখনও পড়ে দেখিনি। সবে চোখ রেখেছি কাগজের পাতায়। ওর ছবি দেখেই চমকে উঠেছিলাম। খুব বড় ঘরের মেয়ে।"

বিচ্ছু বলল, "না হলে অত রূপ হয়! যেন রাজহংসী। মাখনের মতো মসৃণ শরীর।"

বাচ্চু হেসে বলল, "তুই ওকে দেখলি কখন?"

"বাঃ রে! জানলার কাছে যখন এল তখন এক ঝলকেই দেখে নিয়েছি। তার ওপর আজকের কাগজে এই ছবি। এতেই তো বোঝা যায়।"

বাবলু কাগজের পাতায় চোখ রেখে খুঁটিয়ে পড়ল সংবাদটা। তাতে লেখা ছিল, "দিওতিমার অন্তর্ধান। প্রখ্যাত স্বর্ণ-ব্যবসায়ী অরুণকান্তি দত্তর একমাত্র কন্যা দিওতিমা নিখোঁজ। মেয়েটির বাবা-মা এটিকে অপহরণের ঘটনা বলে মনে করলেও পুলিশের ধারণা অন্যরকম। মেয়েটিকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল নিক্কো পার্কের কাছে। এবং একজন গুরুস্থানীয় বাবাজির সঙ্গে তাকে গাড়িতে উঠতেও দেখা গেছে। গাড়িতে ওঠার সময় মেয়েটি একটি গোলাপের তোড়াও কিনেছিল। অতএব ...।" বাবলু আর পড়ল না। নীচের দুটো লাইনে একবার চোখ বুলিয়ে নিল শুধু, "মেয়েটির ব্যাপারে কেউ কোনও খোঁজখবর দিতে পারলে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। ফোন নং ...।"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করল মেয়েটির বাড়িতে। "হ্যালো, অরুণবাবু আছেন?"

"হ্যাঁ আছি। আমি অরুণবাবুর মরা বাবা বরুণবাবু বলছি। তা কী ব্যাপার বলো তো হে?"

বাবলু নিজের কানকেও বিশ্বাস কবতে পারল না। তবু বলল, "এইভাবে অভদ্রর মতো কেউ কথা বলে? আপনাদের মেয়ের ব্যাপারেই আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। ওর নিখোঁজের সংবাদ পড়ে ...।"

"আমি এখনই তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি তা জানো? মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখে এখন রসিকতা হচ্ছে? মরা কোথাকার! এক্ষুনি মেয়েটাকে আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবি। না হলে এমন মার দেব যে ..।"

বাবলুর উত্তেজনা চরমে উঠল।

এমন সময় একটি মহিলার কণ্ঠস্বব শোনা গেল, "আঃ। কী হচ্ছে কী ছোটকু? তুই আবার ফোন ধরেছিস?" বলেই বললেন, "হ্যালো! আপনি কে ফোন করছেন? এতক্ষণ আমার ছেলে আপনার সঙ্গে কথা বলছিল। ওব মাথা খারাপ। আমি ওর মা হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিছু মনে করবেন না। কাকে চাইছেন আপনি? কত নম্বর?"

"এটা কি ডাবল ফাইভ সিক্স ...।"

"স্যরি। রং নাম্বার।"

বাবলু ফোন রেখে বলল, "ওফ। দরকার নেই আর টেলিফোনেব। কালই যদি ওটাকে পানাপুকুবে ফেলে না দিয়ে আসি তো কী কথাই বলেছি।"

ভোম্বল বলল, "কী হলটা কী?"

"তা আর শুনে কাজ নেই। রং নাম্বাবে একটা পাগলের হাতে টেলিফোনটা গিয়ে পডেছিল। মাথা খাবাপেব মরণ, গুচ্ছের আজেবাজে কথা কিছু শুনিয়ে দিল আমাকে।"

বাবলু এবার একটু গুছিয়ে বসে বলল, "দিওতিমার প্রসঙ্গ থাক। এখন নিজেদের কথাই হোক আগে। কাল আমি পঞ্চুকে নিয়ে চলে যাওয়াব পব কী এমন কাণ্ড ঘটল যে, ওইটুকু সময়ের মধ্যেই তোদের সবাইকে কযেদ করে ফেলল ওরা?"

বিলু বলল, "জানি না ভাই। তুই পঞ্চুকে নিয়ে চলে যাওয়ার পরই হঠাৎ দু'জন ষণ্ডামার্কা লোক এসে রিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়াল আমাদের সামনে। দ্বিজদা বাধা দিতে গেল বলে তাকে এমন মাব মারল যে, মাবেব চোটে জ্ঞান হারাল বেচারি। ওরা আমাদের বাধ্য কবল আন্ডাবগ্রাউন্ডে ঢুকতে। ইতিমধ্যে আবও কযেকজন এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে।"

ভোম্বল বলল, "তুই যদি ওই সময়টায পঞ্চুকে নিয়ে চলে না যেতিস তা হলে কিছুই হত না। পঞ্চুব আক্রমণের কাছে যেমন দাঁড়াতে পারত না ওরা, তেমনই গুলি চালালে গুলির জবাব গুলির মাধ্যমেই পেত।"

"আমি তো একাই যাচ্ছিলাম। তোরাই তো জোর কবে পঞ্চুকে আমার সঙ্গে দিলি। যাক, মেযেটাকে নিযে ওরা কীভাবে কোনদিক দিয়ে পালাল, কিছু টেব পেলি?"

"কিছুমাত্র না।"

বাবলু দেহটাকে একটু টান করে, সোফায় দেহটা আবও এলিয়ে দিয়ে বলল, "কাল বাতে যে কাণ্ডটা হযে গেল ওখানে, তারপরে মনে হয় কালো দত্ত ওই বাড়িতে আর দ্বিতীয়বার ঢোকবার সাহস করবে না। অমন সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়িটাই হাতছাড়া হয়ে গেল ওর।"

বিলু বলল, "আদৌ বাড়িটা কি কালো দত্তর? এই ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নে দেখি? আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে।"

"তোর এইরকম সন্দেহের কারণ?"

"অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে প্রথম কারণ, বাড়িটা কালো দত্তর হলে তার পরিবার-পরিজনরা সব গেল কোথায়? দ্বিতীয় কারণ, একটি বাড়ি ছেড়ে অবলীলায় ওরা যেভাবে চলে গেল সবাই, নিজের বাড়ি হলে তা কখনওই পারত না। তৃতীয় কারণ, আর ডি এক্স। ওইরকম বিস্ফোরক পদার্থ নিজের বাড়িতে ভুলেও কখনও মজুত রাখে না কেউ।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ব্যাপারটা নিয়ে তুই খুব তলিয়ে ভেবেছিস দেখছি। তোর প্রতিটি কথার যুক্তি আছে।"

"ভাবব না? আমরা যে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিলাম কাল। কাল রাত যে কী ভয়ংকর রাত গেছে আমাদের...।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এমন সময় বাইরের গেটের কাছে পুলিশের একটা গাড়ি এসে থামল। ইনস্পেক্টর মি. মজুমদারের সঙ্গে দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠ চেহারার একজন সুদর্শন ভদ্রলোক নামলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে এল তাঁদের।

ইনস্পেক্টর বললেন, "বাবলু, ইনি হলেন বিখ্যাত স্বর্ণব্যবসায়ী অরুণকান্তি দত্ত। ইনি তোমাদের মুখ থেকে ওঁর মেয়ের ব্যাপারে কিছু শুনতে চান।"

বাবলু বলল, "বেশ তো, কী জানতে চান বলুন?"

অরুণবাবু বললেন, "আমি দিওতিমার বাবা। তোমরা তার সম্বন্ধে কতটুকু জানো এবং কী অবস্থায় তাকে দেখেছ যদি আমাকে বলো তো আশার আলো দেখতে পাই একটু।"

বাবলু বলল, "তার আগে বলুন মেয়ে আপনার কখন থেকে নিখোঁজ?"

"স্কুলে যাওয়ার পথেই নিখোঁজ হয়েছে ও।"

"আপনার মেয়ে কোন স্কুলে পড়ে? কোন ক্লাসে?"

"—বিদ্যাপীঠে। টুয়েল্‌ভ ক্লাসের ছাত্রী ও।"

"মেয়ের স্কুল বাড়ি থেকে কতদূরে?"

"অল্প দূরত্বে। হাঁটাপথে মিনিট দশেক।"

"তাই বা কম কী? কিন্তু আপনার তো গাড়ি আছে। গাড়ি করে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেন না কেন?"

"আগে ও গাড়ি করেই স্কুলে যেত। পরে ও নিজেই বলল, সব মেয়ে হেঁটে যেখানে স্কুলে যায়, ওর সেখানে গাড়ি হাঁকিয়ে না যাওয়াটাই উচিত। এতে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে ওর দূরত্ব বাড়ে। সেইজন্য হেঁটেই যাচ্ছিল ও।"

"শুনে খুশি হলাম।"

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও স্কুলে গিয়ে পৌঁছয়নি। বাড়িও ফিরে আসেনি। সন্ধে পর্যন্ত ও ঘরে না ফেরায় আমরা চিন্তিত হই। পরে খোঁজখবর নিয়ে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারি স্কুলেই যায়নি মেয়েটা।"

বাবলু বলল, "রহস্যময় ব্যাপার। প্রকাশ্য দিবালোকে মেয়েটাকে অপহরণ করলে কারও না কারও চোখে পড়ত।"

"অথচ পুলিশের স্টেটমেন্ট যা, তাতে ওদের ধারণা ওই মেয়েটিকে নিক্কো পার্কের কাছে গাড়িতে উঠতে দেখা গেছে।"

বাবলু বলল, "তা হলে শুনুন, আজকের কাগজে যার ছবি বেরিয়েছে সেই মেয়ে যদি আপনারই মেয়ে হয়, তা হলে আমাদের বক্তব্যও তাই। আমরা অবশ্য তাকে নিক্কো পার্কের কাছে দেখিনি, আমরা দেখেছি অন্যভাবে।"

"কীরকম তবু শুনি?"

বাবলু তখন দুপুরের ঘটনা থেকে রাতের ঘটনা পর্যন্ত সবিস্তারে সব বলল।

শুনে অরুণকান্তিবাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বললেন, "কী বলছ তোমরা! উচ্চশ্রেণীর সাধুবাবা! এয়ারকুলার লাগানো গাড়ি...!"

"হ্যাঁ। আপনার মেয়ের পরনে ছিল সাদা আদ্দির ফ্রক।"

"ও কিন্তু শাড়ি পরেই স্কুলে গিয়েছিল। সাদা আদ্দির ফ্রক ও পেল কোত্থেকে? আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

"হওয়ারই কথা। ওই গাড়িতে বানটু নামে এক দুষ্কৃতীও ছিল, আর সাধুবাবা বাদামি রঙের একটা অ্যাটাচি নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ মেয়েটিকে কালো দত্তর হাতে তুলে দিয়েই টাকা নিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন তিনি।"

অরুণবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "ওই সাধুবাবাকেও আমি চিনি না। কালো দত্তকেও না। তা ছাড়া মেয়েটাকে ওরা অপহরণ করবেই বা কেন? আমার দোকান বহুবাজারে। ওখানকার গুন্ডারা আমার কাছ থেকে নিয়মিতভাবে তোলা পায়। অতএব তারা কেউ এ-কাজ করবে না। তা হলে? তা হলে কে-ই বা করতে পারে এই কাজ? আমার তো কোনও শত্রু নেই।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "ঠিক আছে, একটু চিন্তাভাবনা করে দেখুন আপনি। এখন যেভাবেই হোক, কালো দত্তকে ধরতে না পারা পর্যন্ত এই রহস্যের সমাধান হবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু ইনস্পেক্টরকে বলল, "ট্যাংরা তো এখন আপনাদের হেফাজতে। ওকে একটু মোচড় দিয়ে দেখুন না ওই সাধুর ব্যাপারে ও যদি কিছু বলতে পারে?"

"সে চেষ্টা কি করিনি ভেবেছ? ও কিন্তু কিছুই বলছে না। কিছু জিজ্ঞেস করলেই বলে, দেখুন আমি তো ওর দলের লোক নই। বানটুই কালো দত্তর পোষা গুন্ডা। ওর ব্যাপারস্যাপার ও-ই সব জানে। আমি শুধু ডাক পড়লে টাকার বিনিময়ে কাজ করি ওদের।"

এর পর আর কথা নয়। অরুণকান্তিবাবুকে নিয়ে পুলিশ বিদায় নিলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা নির্বাক হয়ে বসে রইল পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে। পঞ্চুর বুঝি একঘেয়ে লাগল খুব। তাই ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ ৮ ॥

বিকেলবেলা মিত্তিরদের বাগানে জোর মিটিং বসল পাণ্ডব গোয়েন্দাদের। ওদের আলোচনার মধ্যে ঘ্যাগোও তার দলবল নিয়ে এসে জুটল। পঞ্চু দারুণ সতর্ক হয়ে চষে ফেলতে লাগল বাগানটাকে।

বাবলু বলল, "রহস্যের পথ ক্রমশ কীরকম ঘোরাল হয়ে উঠছে দেখছিস? শুরু হল রেবাদিদের বিষ্ণুমূর্তি চুরি দিয়ে। তারপরে জানা গেল রেবাদির ভাইয়ের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা। তারও পরে ভাইয়ের লেখা ওইসব রহস্যময় চিঠি। কালো দত্তর আবির্ভাব। তাঁরও অন্তর্ধান। সর্বশেষ দিওতিমা। তারও আবার রহস্যের মধ্য দিয়ে নিখোঁজ হওয়া। বিষ্ণুমূর্তিকে যদিও বা উদ্ধার করা গেল, এই দু'জনকে খুঁজে বের করা যায় কীভাবে?"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় কালো দত্তর এই সমস্ত ঘাঁটিতে হানা না দিয়ে ওর বসত বাড়িটাকে আগে খুঁজে বের করা যাক। সেইখানে নজরদারি করলেই হাতেনাতে ধরা যাবে ওঁকে।"

বাবলু বলল, "না। সেখানেও পাওয়া যাবে না ওঁকে। পুলিশ ওঁর ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে জেনেছে, বছর দুই আগে স্ত্রী মারা গেছেন ওঁর। একমাত্র ছেলে লন্ডনে আছে সিটিজেনশিপ নিয়ে। অতএব ওঁর নির্দিষ্ট কোনও ঠেকই এখন নেই। কাজেই কোথায় পাব তাঁকে?"

বিচ্ছু এতক্ষণ বাদে একটা কথা বলল, "উঃ, কী শয়তান? এর পরেও টাকার লোভে এতসব নোংরা কাজ করে বেড়াচ্ছে?"

বাচ্চু বলল, "আসলে এটা হচ্ছে ওঁর একটা নেশা।"

ভোম্বল বলল, "একবার আমার সঙ্গে মুখোমুখি হলেই নেশা ছুটিয়ে দেব জন্মের মতো।"

বাবলু বলল, "এইরকম অবস্থায় আমার মনে হয় আর একবার রাতের অন্ধকারে কালো দত্তর ওই বাড়িতে আমাদের হানা দেওয়া উচিত।"

ভোম্বল বলল, "লাভটা কী তাতে?"

"লাভ-লোকসানের ব্যাপার নয়, কাল তো আমরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। অনুসন্ধানের কাজ কিছুই করিনি। আজ আমরা তোলপাড় করে ফেলব নীচে-ওপর। যদিও সারাদিন ধরে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ সবকিছুই করেছে, তবুও আমাদের ব্যাপারটা আমাদের।"

বিলু বলল, "কবে যাবি তা হলে বল?"

"আজ রাতেই হানা দেব আমরা ওখানে। তবে আজ আর বাচ্চু-বিচ্ছুর যাওয়ার দরকার নেই। পঞ্চুকে নিয়ে আমরা যাব।"

ভোম্বল বলল, "আমিও যাচ্ছি না ভাই। আজ অত বেলা অব্দি ঘুমিয়েও ঘুমের রেশটা আমার চোখ থেকে এখনও কাটেনি।"

ঘ্যাগো বলল, "আমরা কী করব? আমরাও কি যাব তোমাদের সঙ্গে?"

"না। তোরাও রেস্ট নিবি আজ। তবে কাল সকালে আমার একটা চিঠি নিয়ে রাজবলহাটে চলে যাবি তোরা। খুব ভোরে উঠে যাবি। ওখানে খাওয়াদাওয়া করে রেবাদিকে সঙ্গে নিয়েই চলে আসবি। রেবাদির হাতে ওই মূর্তিটাকে তুলে দিতে পারলেই আমরা নিশ্চিন্তি। তোদের যাতায়াতের গাড়িভাড়া অবশ্য আমরাই দেব।"

ঘ্যাগো বলল, "তোমাদের দয়াতেই তো আমরা বেঁচে আছি ভাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "ও-কথা বলিস না। তোরা তোদের নিজেদের চেষ্টাতেই কঠোর পরিশ্রম করে বেঁচে আছিস। তবে এও জেনে রাখিস, বেশিদিন এ কাজ করতে হবে না তোদের। আমি সকলকে বলেকয়ে কোথাও না কোথাও পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা তোদের করে দেবই। তখন আর এইভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কাগজ কুড়িয়ে বেড়াতে হবে না।"

বাবলুর কথা শুনে ওদের আনন্দ দেখে কে?

বিলু বলল, "আমরা গেলে কখন যাব?"

"রাতের অন্ধকারে। প্রয়োজন হলে আমাদের কাজ সেরে রাত্রিবেলা ওইখানেই থেকে যাব।"

ভোম্বল বলল, "তোর মতলবটা কী বল তো? শুধুই কি অনুসন্ধান?"

"উঁহুঁ। আমার মনে হয় আজ রাতে দুষ্কৃতীদের কেউ না কেউ ওখানে আসবে। তার কারণ কাল ওরা আত্মরক্ষার খাতিরে এবং পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মেয়েটিকে নিয়ে কেটে পড়েছে। ওদের ওই আস্তানায় ওদের পক্ষে বিপজ্জনক এমন অনেক কিছু নিশ্চয়ই আছে, যা পুলিশের হাতে পড়লে কেলেঙ্কারির চরম হবে। কাজেই সেগুলো নেওয়ার জন্য আসবেই ওরা। আর সেজন্য রাতের অন্ধকারকেই বেছে নেবে।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস তুই। যত শীঘ্র সম্ভব কাজটা ওরা সেরে ফেলতে চাইবে। তাই আজই ওখানে রাতের অতিথি হবে ওরা।"

ওরা যখন বাগানে বসে এইসব আলোচনা করছে তেমন সময় প্রায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এল পাড়ারই একটি ছেলে। চোখে মুখে তার দারুণ উৎকণ্ঠা। বলল, "বাবলা, এই বাবলা, শিগগির আয়, তোদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।"

এই কথা শোনামাত্রই লাফিয়ে উঠল সকলে।

পঞ্চু তো সবার আগে তিরবেগে ছুটে চলল বাড়ির দিকে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ছুটল দলবল নিয়ে। গিয়ে দেখল যা হওয়ার হয়ে গেছে। দুষ্কৃতীরা তাদের কাজ হাসিল করে চলে গেছে। হাত, পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় রান্নাঘরে বন্দি হয়ে আছেন মা। ওরা সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে ঠাকুরঘর থেকে বের করে নিয়ে গেছে অষ্টধাতুর সেই বিষ্ণুমূর্তিটি। বাবলুর চোখ ফেটে জল এল। একটু অসতর্কতার জন্য কী কেলেঙ্কারিই না ঘটে গেল আজ! থানায় কী বলে যে জবাবদিহি করবে আর বেরাদির কাছেই বা মুখ দেখাবে কী করে, তা কিছুতেই ভেবে পেল না।

সবাই মিলে মায়ের বন্ধনমোচন করে চোখেমুখে জল দিতেই মা একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, "তোরা চলে যাওয়ার পর বাইরের দরজাটা খোলাই ছিল। সেই সুযোগে কখন যে ঢুকে পড়েছিল গুন্ডাগুলো, তা টেরই পাইনি। হঠাৎই ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার মুখ হাত পা বেঁধে আমাকে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে শিকল তুলে দিল। ওরা যে কে, কারা, কেন এল, কোথা থেকে এল, কিছুই বুঝতে পারলুম না।'

বাবলু বলল, "ওরা কালো দত্তর লোক। ক'জন ছিল বলতে পারো?"

'দু'-তিনজনের বেশি নয়।"

'তার মানে ওরা ধারেকাছেই আছে। বেশিদূর যেতে পারেনি।"

মা বললেন, "ভাগ্যিস তোরা বাগানে ছিলি। না হলে তোদেরই হয়তো মেরে রেখে যেত।

বাবলু বলল, "আমরা থাকলে তো পঞ্চুর ভয়ে আসতই না ওরা। সময় বুঝেই ওরা এসেছে। কেন না ওরা জানে, এই সময়টা আমরা বাড়িতে থাকি না। মিত্তিরদের বাগানে আড্ডা দিই। তাই দিনমানেই এসেছে ওরা।'

বিলু বলল, "কিন্তু আশ্চর্য! মূর্তিটা যে তোর এখানে আছে এ কথা ওরা টের পেল কী করে? আমরা তো কারও কাছে এই ব্যাপারে কোনও আলোচনা করিনি। তবে ভুল যা করেছি তা হল, এমন এক দুর্লভ এবং মহামূল্যবান মূর্তিটার ব্যাপারে আমরা এতটুকুও সাবধানতা অবলম্বন করিনি।"

ভোম্বল বলল, "আমার মনে হয় পুলিশের ভেতর থেকেই কেউ এই ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়েছে।"

বিচ্ছু বলল, "অথবা এমনও হতে পারে, দুষ্কৃতীরা এমনিই হানা দিয়ে দেখছিল এখানে মূর্তিটা পাওয়া যায় কিনা।"

বাচ্চু বলল, "কপাল ভাল তাই পেয়েও গেল।"

যোনে খবর পেয়ে কিছু সময়ের মধ্যেই পুলিশ এসে হাজির হল বাবলুদের বাড়িতে। পাড়ার লোকজনও তখন হইহই করছে। বাচ্চু-বিচ্ছুর মা, বিলু-ভোম্বলের মা-ও এসেছেন। এই বাড়িতে এমন ডাকাতির ঘটনা এই প্রথম।

ইনস্পেক্টর বললেন, "খুব একটা যা-তা ব্যাপার হয়ে গেল। ওপরওয়ালার কাছে এখন জবাবদিহি করব কী

করে? এইজন্যই এই ধরনের মূল্যবান প্রপার্টি পুলিশের তত্ত্বাবধানে সেফ কাস্টডিতে রাখা উচিত।"

বাবলু বলল, "আসল দোষ তো আমার।"

"আমাদেরও উচিত ছিল এখানে একটা পুলিশ পোস্টিং করানো। আসলে পঞ্চু যে বাড়িতে আছে সে বাড়িতে কোনও পাহারাদারির প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করিনি। যাই হোক, মূর্তিটা ওরা কীভাবে নিয়ে গেল?"

মা বললেন, "আমি একটা গাড়ির আওয়াজ পেয়েছিলাম। মনে হয় ওরা গাড়িতেই গেছে।"

"গাড়িতে তো যাবেই। না হলে মূর্তিটাকে ওরা নিয়ে যাবে কী করে? কিন্তু কীরকম গাড়ি, কোনদিকে গেল, তা কি বলতে পারে কেউ?"

কতকগুলো ছোট ছোট ছেলে বলল, "হ্যাঁ। আমরা রাস্তার ওপাশে বল খেলছিলাম। আমবা দেখেছি। সাদা রঙের একটা গাড়ি খুব জোরে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল।"

পুলিশ এবার যা যা লেখার লিখে নিয়ে বাবলুকে দিয়ে একটা সই করিয়ে নীচে-ওপর করে তদন্তের কাজ করতে লাগল।

ইনস্পেক্টর বললেন, "ওই সাদা গাড়ি আটক করবার চেষ্টা আমরা করছি। তবে তোমরা কিন্তু সাবধানে থাকবে খুব। ওরা খুবই সাংঘাতিক।"

বাবলু বলল, "কালো দত্তর ওই বাড়িতে কি এখন পুলিশ পাহারা আছে?"

"আছে বইকী! তবে এখানকার পুলিশ নয়, ওই অঞ্চলের পুলিশ। কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ির মালিক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করলে খবরের কাগজের মাধ্যমে নোটিশ জারি কবা হবে। তারপর কোর্টের অর্ডার নিয়ে বাড়িটাকে দখল করবে পুলিশ।"

বাবলু বলল, "আমরা আমাদের তদন্তের কাজে আজ রাতেই ওই বাড়িতে একবার যেতে চাই।"

"কোনও লাভ হবে না। ওই বাড়ির সবকিছুই দেখা হয়েছে আমাদের। এমনকী মেটাল ডিটেক্টর দিয়েও পরীক্ষা করা হয়েছে সবকিছু।"

"তা হোক। তবু আমরা একবার যেতে চাই।"

"বেশ যাবে। আমি ফোনে জানিয়ে দেব। কোনও অসুবিধে হবে না। তবে কিনা অযথা সময় নষ্ট করে ওখানে না গেলেই ভাল করতে!"

পুলিশের লোকরা বিদায় নিলে বাবলু নিজেই এবার তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগল চারদিক। পঞ্চুও গন্ধ শুঁকে শুঁকে কী যেন খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। কিন্তু না, দুষ্কৃতীরা তাদের অপরাধেব কোনও চিহ্ন রেখে যাযনি। আর তাতেই বড় হতাশ হল বাবলু। একসময় সকলেব সাহায্য নিয়ে এলোমেলো হয়ে যাওয়া ঘরটাকে আবার গুছিয়ে নিতে লাগল আগের মতো করে।

সন্ধে উত্তীর্ণ হয়েছে। একটু দেবিতে হলেও মা ঠিকই শাঁখ বাজিয়ে প্রদীপ জ্বাললেন অন্যদিনের মতো।

সে-রাতেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা মরিয়া হয়ে শুরু করল ওদের অভিযান। মা অনেক বারণ কবলেন। বললেন, "আর তদন্তে কাজ নেই তোদের। এবার ক্ষ্যান্ত দে। বাতে শুয়ে বিশ্রাম নে তোরা। না হলে আমার কিন্তু একা থাকতে ভয় করবে খুব।"

বাবলু বলল, "আর তোমার কোনও ভয় নেই মা। ওরা বিনা বাধায় ওদের কাজ হাসিল করে চলে গেছে। এখন আমরা যদি ওই মূর্তিটাকে পুনরুদ্ধার করতে না পারি, বান্টু ও কালো দত্তর কোমরে যদি দড়ি না পরাই তবে বিপদের আর শেষ থাকবে না। তা ছাড়া ওই সাধুবাবারও মুখোমুখি হতে হবে একবার। সেইসঙ্গে উদ্ধার করতে হবে দিওতিমাকেও। খেলা তো এইবারই জমবে। এখন কখনও আমরা আরামে শুয়ে-বসে থাকতে পারি?"

মা বললেন, "যা ভাল বুঝিস কর বাবা তোরা?"

বাবলু বলল, "শুধু তাই নয়, ওই গ্যাংটাকে ধরিয়ে দিতে না পারলে আমাদেরও যে সমূহ বিপদ। এখন তো আর বন্দুক পিস্তল ছুরি গুলির ব্যাপার নেই। এখনকার ব্যাপারস্যাপার আরও ভয়ংকর। আর ডি এক্স, ডিটোনেটর, রিমোট কন্ট্রোল, এইসব। বোতাম টিপলেই হাপিস। মানুষের ধ্বংসের বীজ মানুষ যেভাবে বপন করেছে তাতে কে যে কখন কোন মুহূর্তে উবে যাবে তা কেউ বলতে পারে না।"

"ওইজন্যই তো ভয় আমার। কী দিনকাল এল!"

"কোনও ভয় নেই। পায়ে পায়ে মরণ জেনেই আমাদের একটু একটু করে এগিয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া তোমাকে দেখাশোনার জন্য ঘ্যাগোকে আমি রেখে যাচ্ছি। অমন সৎ ও বিশ্বাসী ছেলে পাব কোথায়? ও ওর দলবল নিয়ে বাড়ি পাহারা দেবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঘ্যাগো কাছেই ছিল। বলল, "আপনার কোনও ভয় নেই। আমি সবাইকে নিয়ে ছাদে উঠে পাহারা দেব। কেউ কোনওরকম ধান্দাবাজি করতে এলে ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব তার।"

বাবলুর বাড়িতে হামলার পর সবাই উত্তেজিত। তাই সবরকম ক্লান্তি ও অবসাদ মুছে সবাই যে যার স্কুটার নিয়ে তৈরি হল যাওয়ার জন্য। বাবলুর স্কুটারে বাবলু বসল পঞ্চুকে নিয়ে। বিলু, ভোম্বল যার যার স্কুটারে। বাচ্চু-বিচ্ছুদের একটাই স্কুটার। ওরা দু' বোনে তাই একটাতে বসল। বিচ্ছুকে পেছনের সিটে বসিয়ে বাচ্চু স্কুটারে স্টার্ট দেওয়ার আগে বাবলুর দিকে তাকাতেই হাত নেড়ে বাবলু বলল, "ফলো মি।"

কালো রাতের অন্ধকারে বেপরোয়া হয়ে ওরা ছুটে চলল কালো দত্তর বাড়ির দিকে। তবে গতরাতের অধিকৃত সেই বাড়িতে নয়, সাবেক কালের পুরনো বাড়িতে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে এক জায়গায় সবাইকে থামতে বলল বাবলু। তারপর সবাইকে সতর্ক থাকতে বলে অন্ধকারে মিশে পঞ্চুকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কালো দত্তর বাড়ির দিকে।

দরজায় কড়া নাড়তেই যমদূতের মতো একজন লোক বেরিয়ে এসে বলল, "কাকে চাই?"

"কালোদা আছেন?"

"কালোদা! কালোদা আবার কী? দত্তবাবু বল। এতবড় ছেলে গোঁফের রেখা উঠছে, এখনও কথা বলতে শিখিসনি? দত্তবাবু এখানে থাকেন না।"

"সে কী! উনি যে আমায় এখানে আসতে বললেন। বানটুদাও তো তাই বলল।"

কালো দত্ত, বানটু দু'জনের নাম শুনেই কীরকম যেন হয়ে গেল লোকটি। বলল, "বুঝেছি। ওই মূর্তিটার ব্যাপারেই এসেছিস তুই। আমি তখনই বললাম ওদের, এ জিনিস এখানে রেখো না। হয় পুলিশ, নয় ছেলেগুলো ঠিক এসে হাজির হবে এখানে। আয়, ভেতরে আয়।"

বাবলু বলল, "মূর্তিটা এখানে নামিয়ে না দিলে যে বিপদে পড়ত ওরা। চারদিকে ওয়্যারলেস হয়ে গেছে, পুলিশ খুঁজছে গাড়িটাকে।" বলে কথা বলতে বলতেই ভেতরে ঢুকল।

পঞ্চুও ঢুকতে যাচ্ছিল, বাধা দিল লোকটি। বলল, "না না। তুই কোথায় যাবি রে বাছা। তুই গেটে থাক। কেউ এলে চেঁচাবি।"

বাবলু বলল, "ওকে আসতে দিন ভেতরে।"

"পাগল নাকি? ও একটা সর্বনাশা কুকুর। হতচ্ছাড়াকে মারব বলে কত চেষ্টা করেছি। দু'-দু'বার গুলি করেছি ওকে লক্ষ্য করে, দু'-দু'বারই ফসকে গেছে।" বলেই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এতদিন শুধু ঘুঘুই দেখেছিস। এবার ঘুঘুর ফাঁদ দ্যাখ।" বলে বাবলু কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক ঝটকায় ওকে একটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল।

বিপদটা যে ঠিক এইভাবে আসবে, বাবলু তা বুঝতেও পারেনি। তবু এই ঘোর বিপদে ভরসা একটাই, বিলুরা সবাই মোড়ের মাথায় অপেক্ষা করছে আর পঞ্চু আছে দরজার কাছে পাহারায়।

পঞ্চু যে শুধু দরজার কাছে পাহারায় আছে তা নয়, বাবলুকে ভেতরে ঢুকিয়ে নেওয়ার পর চিৎকারে মাত করে দিচ্ছে চারদিক। ওর হাঁকডাকে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই ছুটে এল। আশপাশের বাড়ির লোকজনও বেরিয়ে এল অনেক। দু'-একজন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ভাই তোমাদের?"

বিলু বলল, "কালো দত্তর লোকেরা আমাদের একটা ছেলেকে ঢুকিয়ে নিয়েছে এই বাড়ির ভেতরে। আপনারা একটু হেল্প করুন। ছেলেটাকে উদ্ধার করতে হবে।"

একজন বলল, "শোনো ভাই, এরা এমনই বদ লোক যে, এদের সঙ্গে লেগে আমরা পেরে উঠব না। তোমরা বরং থানায় যাও। পুলিশে খবর দাও। আমরা কিছু করতে গেলে পরে আমাদের বিপদ হবে।"

বিলু আর ভোম্বল তখন ঘন ঘন দরজায় করাঘাত করছে।

সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে একজন মধ্যবয়সি মহিলা দরজা খুলে বললেন, "কাকে চাই বাবা তোমাদের?"

পঞ্চু তখন দরজা খোলা পেয়ে সর্বাগ্রে ঢুকে পড়েছে ভেতরে।

বিলু বলল, "এই বাড়ির ভেতরে আমাদের একটা ছেলেকে আটকে রাখা হয়েছে।"

"না। এমন তো হওয়ার কথা নয়, ঠিক আছে তোমরা খুঁজে দ্যাখো।"

ওরা তখন হইহই করে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর। কিন্তু চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজেও কাউকেই পেল না ওরা। এইটুকু সময়ের মধ্যেই বাবলুকে ওরা কোথায় লুকিয়ে রাখল তা ভেবে পেল না।

বিলু এবার ক্রুদ্ধ চোখে মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের ছেলে কোথায়?"

"এই ব্যাপারে কোনও কিছুই জিজ্ঞেস কোরো না আমাকে। কেন না আমি কিছুই বলতে পারব না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভোম্বল বলল, "কেন, আপনি কি এ-বাড়িতে থাকেন না?"

"আমি এই বাড়িতে পঁচিশ বছর আছি। এ-বাড়িতে অনেক কিছুই হয়, আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি। আমি এদের থাকাখাওয়ার কাজের লোক। রান্না করি, বাসন মাজি, ঘরঝাঁট দিই, সব করি। এই বাড়ির রীতিনীতি আর কর্তাবাবুর মতিগতি দেখে গিন্নিমা গলায় দড়ি দিয়ে তবেই মুক্তি পেয়েছেন।"

"এখন তা হলে বাড়িতে থাকে কে?"

"আমি একাই থাকি। বঙ্কু, কাল্লু এরা থাকে। মাঝেমধ্যে বাবুর ভাই এসে থাকেন।"

"বাবুর ভাই আছেন জানতাম না তো?"

"হ্যাঁ, তিনিই তো এখন এ-বাড়ির মালিক। জেল থেকে বেরিয়ে এইখানে এসে জুটলেন আর শুরু করলেন যত রাজ্যের জোচ্চুরি, জালিয়াতি। বাবুকে নানারকমের বদবুদ্ধি দিতে লাগলেন। এমনকী উলটোপালটা বুঝিয়ে বাড়িটাও কিনে নিলেন ওঁর কাছ থেকে। বাড়ি বিক্রি করার শোকে মাথার ঠিক রাখতে পারলেন না গিন্নিমা। তা ছাড়া বাবুকে ক্রমশ অসৎপথে যেতে দেখে মনের দুঃখে গলায় দড়ি দিলেন।"

"এই বাড়ি বিক্রি হওয়ার পরই বুঝি বাবু হাই রোডের ধারে নতুন বাড়ি করেন?"

"আরে না না। ওই বাড়ি হচ্ছে মাধাই ঘোষের। উনি বিলেতে থাকেন। ওঁর টাকাতেই দালালি খেয়ে ওই বাড়ি। বাড়ি হওয়া ইস্তক দুনিয়ার ঝামেলা এসে জুটল। বাড়ির মালিককে ও বাড়ি আর ভোগ করতে হয়নি। কী একটা খুনের মামলায় নাকি জড়িয়ে পড়ে আর এ-মুখো হননি উনি।"

"মাধাই ঘোষ কেমন লোক?"

"এদের কোনও লোকই ভাল নয় বাবা। তা আমার মনে হয় মাধাই ঘোষের কাছ থেকে সবকিছু হাতিয়ে হুতিয়ে নিয়ে তাকেও এরা শেষ করে দিয়েছে। কেন না তাঁর টাকা-পয়সাতেই তো এদের এত বাড়বাড়ন্ত।"

"আপনার বাবু এখন কোথায় থাকেন তা হলে?"

"উনি এখন কলকাতায় বাড়ি করেছেন।"

"বুঝেছি। বাবুর ভাই থাকেন কোথায়? কী নাম ওঁর?"

"নাম বললে কি চিনবে তোমরা? ওঁর নাম অধর দত্ত। থাকেন কোন চুলোয় তা জানি না। তবে কোথায় যেন একটা আশ্রম করেছেন।"

"আশ্রমটা কোথায়?"

"আমি কী করে জানব বাবা? শুনেছি বিহারে না কোথায় যেন?"

"আর বাবুর কলকাতার বাড়িটা কোথায়?"

"আমি জানি না। কলকাতার রাস্তাঘাটও চিনি না। যাইওনি কখনও। আমি বাড়ির কাজের লোক; থাকি, খাই, কাজ করি। কেউ কোথাও নেইও আমার। গিন্নিমা থাকলে তাঁকে নিয়ে এদিক-সেদিক যেতাম। এখন তো ঘর থেকেই বেরোই না। শুধু এদের কথাবার্তা কানে যা আসে তাই শুনেই বললাম তোমাদের।"

বিলু বলল, "আচ্ছা, একটু আগে যে দরজা খুলে দিয়েছিল সে কে?"

"আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাবা, তাই দেখিনি। কাল্লু আর বঙ্কু জেগে ছিল। ওরাই কেউ খুলে দিয়েছে হয়তো।"

বিলু বলল, "শুনুন, আমাদের এক বন্ধুকে ওরা জোর করে এই বাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে নেয়। মাত্র দু'মিনিট আগে। আপনি দরজা খোলার পর ভেতরে এসে দেখি কেউ কোথাও নেই। ব্যাপার কী বলুন তো? এ বাড়িতে কি কোনও চোরকুঠরি আছে?"

"না, বাবা। ওসব কিছুই নেই। আর সত্যি কথা বলতে কী, তোমাদের বন্ধুকেও দেখিনি আমি। ওরা নিশ্চয়ই বাগানের দরজা দিয়ে নিয়ে গেছে ওকে। আমি পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম, যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেল, 'আমরা একটু বেরোচ্ছি মাসি। সজাগ থেকো।' তা সজাগ থেকে আর কী করব বাবা, দিনরাত কী কাণ্ডটাই যে করছে ওরা, তা কী বলব! কারও ছেলে চুরি করে আনছে, কারও মেয়ে চুরি করে আনছে। আর সবাইকে নিয়ে চলে যাচ্ছে ওদের আশ্রমে। এই তো ভর সন্ধেবেলা কোথাকার কোন মন্দির থেকে একটা ঠাকুরকেই চুরি করে আনল। তা শেষপর্যন্ত তার স্থান হল কিনা ঘুঁটের বস্তায়। ঘোর কলিকাল বাবা। তাই ভগবানও বোধহয় মরে ভূত হয়ে গেছে। না হলে এদের হাতে কেন যে কুষ্ঠ হয় না তা কে জানে?"

মহিলার কথায় উৎসাহিত হল সকলেই।

বিলু বলল, "সেই মূর্তিটা কোথায়? ওটা আমাদেরই দেশের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছে ওরা। ওই মূর্তির খোঁজে বেরিয়েই তো আমাদের এই বিপদ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মহিলা ভয়ে ভয়ে বললেন, "কিন্তু বাবা, ওরা যদি জানতে পারে তো আমাকে শেষ করে দেবে।"

বিচ্ছু আর থাকতে না পেরে এগিয়ে এসে বলল, "এবার তা হলে আমি আপনাকে একটা কথা বলি মাসি, আপনার তো কেউ নেই। তা কীসের জন্য এই বাড়ির মাটি আঁকড়ে পড়ে আছেন? একটু আহার আর আশ্রয়ের জন্য তো? সেরকম হয়, আপনি আমাদের কারও বাড়িতে থাকবেন। আপনার মতো একজনকে আমাদেরও দরকার। তা ছাড়া আজ না হয় কাল জেলে এরা যাবেই। তখন আপনি কী করবেন? তাই বলি আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। আমরা আপনাকে নিরাপত্তা দেব।"

মহিলা তখন ওদের নিয়ে বাড়ির পেছনে বহুদিনের পুরনো ছোট্ট একটা টালির ঘরের কাছে এলেন।

সকলের আগে পঞ্চু গেল মাটি শুঁকে শুঁকে।

ওরা সবাই ঘরের শিকল খুলে ভেতরে ঢুকে দেখল ঘুঁটে কয়লায় ঘর একেবারে ভর্তি, কিন্তু মূর্তির কোনও হদিসই নেই। ওরা তন্নতন্ন করে সবকিছু খুঁজেপেতে দেখে বাগানের দরজার কাছে এল। সে দরজা বাইরের দিক থেকে বন্ধ। বোঝাই গেল, দুষ্কৃতীরা এইদিক দিয়েই উধাও হয়েছে।

এমন সময় পঞ্চুর গরগর শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সকলে ছুটল কুয়োতলার দিকে। সেখানে তখন চাপ চাপ রক্ত।

রক্ত দেখে শিউরে উঠলেন মহিলা। বললেন, "ও মাগো! নিশ্চয়ই ছেলেটাকে খুন করেছে ওরা। তোমরা এখনই থানায় গিয়ে পুলিশে খবর দাও। কী সর্বনেশে কাণ্ড রে বাবা!"

ভোম্বল বলল, "মাসি, আপনার কাছে কুয়োর দড়ি বালতি আছে? একটু জল তুলে দেখলেই বোঝা যাবে জলটা লাল কিনা।"

মহিলা বললেন, "আছে বইকী!" বলে দালান থেকে দড়ি, বালতি, পাতকুয়োর কাঁটা সব নিয়ে এলেন।

ভোম্বল জল তুলেই শিউরে উঠল। বলল, "হ্যাঁ, জলের রং লাল।"

সঙ্গে সঙ্গে দড়ি, কাঁটা নামানো হল। বেশ ভারী কিছুই একটা উঠে আসছে মনে হল একটু একটু করে।

পঞ্চু তো সমানে চিৎকার করতে লাগল ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে।

কাঁটা-দড়িতে আটকে একটা লাশ উঠে আসছে।

ওদের প্রত্যেকেরই হাতে টর্চ ছিল। সেই টর্চের আলোয় ওরা দেখল যে লাশটা উঠে আসছে সেটা বাবলুর নয়, অন্য এক যুবকের।

মহিলা চিৎকার করে উঠলেন, "এ তো বঙ্কু! বঙ্কুকে কে খুন করল? ওরে বাবা রে, নিজেদের মধ্যেই এ কী খুনোখুনি রে বাবা!"

ওই লাশকে জল থেকে টেনে তোলা ওদের সাধ্য নয়। তাই বৃথা চেষ্টা না করে আবার নামিয়ে দিল লাশটাকে।

ততক্ষণে বাচ্চুর নজর পড়েছে আর-একটা ঘরের দিকে। সেটাও বাইরের দিক থেকে শিকল দেওয়া। অর্থাৎ ওইদিক থেকে কেউ বেরিয়ে এসে দরজায় শিকল দিয়ে কুয়োতলা পার হয়ে চলে গেছে বাগানের দরজা খুলে। এবং এই দ্বিতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই কাল্লু।

বিলু বলল, "ওই ঘরে কী আছে মাসি?"

"ওটা ঘর নয় বাবা। ছাদে ওঠার সিঁড়ির দরজা। একটা দালানের ভেতর দিয়ে আছে, আর-একটা এইদিক থেকে।"

বিচ্ছু বলল, "আমরা নীচে-ওপর সব দেখেছি। কিন্তু ছাদে তো উঠিনি। চলো দেখি, ওখানে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা।"

ওরা এক মুহূর্ত দেরি না করে শিকল খুলে ভেতরে ঢুকল। তারপর দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দরজা খুলেই দেখল হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় অর্ধ-অচেতন হয়ে বাবলু পড়ে আছে ছাদের ওপর।

পঞ্চু তো কুঁই কুঁই করে ওর সারা গা শোঁকাশুঁকি করতে লাগল।

ওরা সকলে বাবলুকে বন্ধনমুক্ত করলে বাবলু একটু স্বাভাবিক হয়ে উঠে বসে বলল, "তোরা এত দেরি করলি কেন?"

বিলু বলল, "আসলে আমরা একতলা দোতলায় তোকে বা আর কাউকে দেখতে না পেয়ে ধরেই নিয়েছিলাম বাগানের দরজা দিয়ে ওরা তোকে পাচার করে দিয়েছে। তার ওপরে এই মাসির কথার সূত্র ধরে ওই মূর্তিটার ব্যাপারেও একটু অনুসন্ধান করছিলাম। তাই করতে গিয়ে কুয়োতলায় দেখি রক্তারক্তি কাণ্ড।"

"তবু তো কুয়োর ভেতরটা দেখিসনি তোরা।"

"তাও দেখেছি আমরা। কুয়োর মধ্যে একটা লাশ—।"

"বাকিটা আমি বলছি শোন। আমাকে তো বাড়ির মধ্যে টেনে নিল। যে লোকটা আমাকে টেনে নিল তার নাম কাল্লু। তারপর এক ধাক্কায় একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে শিকল তুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন এসে দাঁড়াল সেখানে। বলল, 'কী হয়েছে রে কাল্লু?' কাল্লু বলল, 'ওই শয়তানের বাচ্চাগুলো এসে হাজির হয়েছে। একটু পরেই হয়তো পুলিশ আসবে। বঙ্কু তুই এখনই চলে যা রায়বাহাদুর রোডে। কালোদার বাড়িতে গুরুদেব এখনও আছেন। মূর্তিটা তুই ওখানেই পৌঁছে দে।' বঙ্কু বলল, 'কিন্তু ওই ভারী জিনিসটা নিয়ে আমি যাব কী করে? গাড়ি কোথায়?' কাল্লু বলল, 'তা হলে এক কাজ কর, মূর্তিটাকে বস্তাসুদ্ধু দড়ি বেঁধে কুয়োয় নামিয়ে দে।' বঙ্কু বলল, 'না রে বাবা, না। পুলিশ এলে আগে কুয়োতেই উঁকি দেবে। ওই শয়তানগুলোকে আজও চিনলি না তুই?' কাল্লু বলল, 'এখন এই ছেলেটাকে নিয়েও হয়েছে বিপদ। কুকুরটা বাইরে কেমন চেল্লাচ্ছে দেখছিস? ছেলেগুলো এবার দলবল নিয়ে সবাই এসে পড়ল বলে।' বঙ্কু বলল, 'শোন, তুই মূর্তিটা নিয়ে ছাদে গিয়ে প্যাটন ট্যাঙ্কের ভেতর লুকিয়ে রাখ। এ ছাড়া এখন আর কোনও উপায় নেই। আমি এই ছেলেটাকে মেরে কুয়োয় ফেলে দিই।' কাল্লু বলল, 'এতবড় একটা ঝুঁকি নিবি? পুলিশ এসেই তো কুয়ো থেকে তুলবে ছেলেটাকে। তখন?' বঙ্কু বিরক্ত হয়ে বলল, 'এখন-তখন করবার কিছুই নেই। আগে শত্রু নিপাত হোক। ওরা তো ছাদে উঠে ট্যাঙ্কেও হাত গলাবে, কাজেই বাঁচার কোনও উপায় নেই। আপাতত এই ছোট্ট দুটো কাজ করে মাসিকে জাগিয়ে পালাই চল। তাবপর কালোদাব সুখনিবাসে গিয়ে দমভব খাওয়াদাওয়া করে এক ঘুম লাগাই। ছিলেন কালোবরণ দত্ত, হয়ে গেলেন হরিবিলাস ভক্ত। কী কায়দাই না জানেন দাদা আমার।' এর পরে আর একটুও সময় নষ্ট নয়। অসাধাবণ শক্তির ধারক বঙ্কু আমার জামাব কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল কুয়োতলার দিকে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিয়েও কিছুই করতে পারলাম না তার। হঠাৎ কুয়োতলার কাছে একটা ভাঙা কাচ ওর পায়ে গেঁথে যেতেই সে কী কাণ্ড! সেই সুযোগে আমি পালাবার চেষ্টা না করে একটা ভাঙা পেয়ারা ডাল নিয়ে ওর মাথায় দু'ঘা দিলাম। ও-ও রুখে দাঁড়াল। কিন্তু হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে পা হড়কে নিজেই ছিটকে পড়ল কুযোর ভেতব। আমি আব একটুও দেরি না করে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম ছাদের ওপর। সেই শক্ত পেয়ারা ডালটা আমার হাতের মুঠোয়। কিন্তু হলে কী হবে, মূর্তিটা প্যাটন ট্যাঙ্কের মধ্যে লুকিযে রেখে কাল্লুটা ওত পেতে ছিল দরজার আড়ালে, তাই আমাকে সজোরে দুমদাম পিটিয়ে হাত-পা-মুখ বেঁধে আমার গলায় চাপ দিল। তোরা বোধহয় ততক্ষণে বাড়ির কাছে এসে পাড়ার লোকজনের সাহায্য চাইছিলি? তাই ও আব অপেক্ষা না করে দরজা বন্ধ করে পালাল। না হলে হয়তো মেরেই ফেলত আমাকে।"

সব শুনে বিলু বলল, "তোর পিস্তল কোথায়? সেটা আনিসনি?"

"এনেছিলাম। কাল্লু যখন আমাকে এক ঝটকায় টেনে নিয়েছিল, মনে হয় সেটা তখনই খাপ থেকে পড়ে গেছে। আসলে ইমার্জেন্সির জন্য খাপের বোতামটা আমি আঁটিনি। তারপর যখন গৃহবন্দি হয়ে ওদেব মোকাবিলা করবার জন্য সেটা বের করতে গেলাম তখনই মাথায় হাত।"

ভোম্বল বলল, "আশ্চর্য! পড়লে তো ওটা দালানেই পডবে। আমাদের সবার নজর এডালেও পঞ্চুর নজর তো এড়াবার নয়!"

শোনামাত্রই পঞ্চু ছুটল নীচে।

ইতিমধ্যে পাড়ার লোকেদের কারও ফোনেই বোধহয় খবর পেয়ে পুলিশও তখন এসে হাজির।

অল্প কিছুক্ষণের পর পঞ্চু বিফল হয়ে ফিরে এল।

মাসি বললেন, "ও জিনিস তো তোমরা কেউই খুঁজে পাবে না বাবা। ওটা আমার কাছে। আমি লুকিয়ে রেখেছি। তোমরা যখন দরজায় কড়া নাড়লে তখন খিল খুলতে গিয়েই দেখি ওটা এক কোণে পড়ে আছে। তা আমি তো পুলিশ এসেছে মনে করে ওটাকে আগে লুকোই, তারপব দরজা খুলি। নীচে চলো, তোমরা ওটাকে পেয়ে যাবে।"

ততক্ষণে সদলবলে পুলিশ ওপরে উঠে এসেছে।

ইনস্পেক্টর বাবলুকে দেখেই বললেন, "এ কী বাবলু! তোমার এইরকম অবস্থা কেন? আমরা তো জানি তোমরা হাই রোডে গেছ। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সেখানে না যাওয়ার ফলে খুবই চিন্তিত ছিলাম। এমন সময় এই ফোন। কে করল জানি না, শুধু জানাল ছেলেগুলো এই বাড়িতে ঢুকে বিপদে পড়েছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তখন আগাগোড়া সব কথা পুলিশকে বলল।

ইনস্পেক্টরের নির্দেশে কয়েকজন কনস্টেবল লাশ উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে চলে গেল। আর কয়েকজন গেল প্যাটন ট্যাঙ্কের ভেতর থেকে মূর্তি উদ্ধার করতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সকলের আগে ছুটে গেল ভোম্বল। বলল, "এই কাজটা আমি করব।"

ট্যাঙ্কের ভেতরটা অর্ধেক জলে পূর্ণ ছিল। তাই এক ডুবেই পেয়ে গেল মূর্তিটা। ও কোনওরকমে সেটাকে তুলে ধরলে সবাই মিলে হাত লাগিয়ে নামিয়ে আনল সেটাকে।

বাবলু বলল, "যদিও এটাকে পুনরুদ্ধার করলাম আমরাই, তবুও ঠাকুর কয়েকদিন পুলিশ হেপাজতেই থাকুক।"

ইনস্পেক্টর হেসে বললেন, "অর্থাৎ শ্রীমন্দির থেকে শ্রীঘরে। ভগবানেরও কপাল!"

ভোম্বল বলল, "কালো দত্তকে গ্রেফতারের ব্যাপারে কী হবে তা হলে?"

ইনস্পেক্টর বললেন, "তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে। তবে কিনা রায়বাহাদুর রোডে গেলেও ওই ঘুঘুকে গ্রেফতার করা যাবে না। তার কারণ কাল্লু পালিয়ে গিয়ে ওদের সতর্ক করে দেবে। আর হরিবিলাস ভক্ত? সে যে-কেউ একজন সেজে বসে যাবে। ওই বাড়ি যে কালো দত্তরই, তা প্রমাণ করব কী করে? তবে কিনা পুলিশের এখন দায়িত্ব বাড়ল। শুধু কালো দত্ত নয়, সেইসঙ্গে অধর দত্তও ভাবিয়ে তুলল আমাদের। দিওতিমার অপহরণকারী ওই সাধুবাবাই বা কে? এসবের সমাধান তো রাতারাতি হওয়ার নয়!"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর না থেকে নীচে এসে মাসির কাছ থেকে পিস্তলটা চেয়ে নিল। তারপর বিদায় নেওয়ার সময় বলল, "আপনার কোনও ভয় নেই মাসিমা। আমরা মাঝে মাঝে এসে আপনার খোঁজখবর নেব। কোনও অসুবিধে হলে....।"

মাসি হেসে বললেন, "তোমরা বেঁচে থাকো বাবা। আমি কালই এখান থেকে চলে যাব। কাশীতে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে বসে ভিক্ষে করব এবার। অনেক হয়েছে, আর নয়!"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিদায় নিল।

॥ ৯ ॥

হারানো মূর্তির পুনরুদ্ধারের আনন্দে পাণ্ডব গোয়েন্দারা কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না। কালো দত্তর ডেরা থেকে ফিরে সারারাত ঘুমোতে পারেনি কেউ। কিছুটা আনন্দে, কিছুটা উত্তেজনায়। পরদিন সকালেই তাই ওরা চরম সিদ্ধান্তে আসার জন্য একটা বৈঠক করল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তো রইলই। সেইসঙ্গে রইল ঘ্যাগোরা।

নির্বিকার পঞ্চু দু' চোখ বুজে আলোচনার বিষয়টা অনুভব করবার চেষ্টা করতে লাগল।

বাবলুর ঘরে সবাই এসে জড়ো হলে বাবলু বলল, "এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু এক ঘনীভূত রহস্যের জালে জড়িয়ে দারুণ পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করছি।"

সবাই চুপ করে বসে বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মা চা-জলখাবার দিয়ে গেলেন।

একটু একটু করে খেতে লাগল সকলে। কিন্তু কোনও হইহল্লা বা কোনও উত্তেজনা প্রকাশ পেল না ওদের মধ্যে।

বাবলু বলল, "যে মূর্তিচুরির রহস্যকে নিয়ে আমাদের এই অভিযান, সেই মূর্তিই এখন আমাদের হাতে। রেবাদির ভাই এখনও রহস্যের অন্ধকারে। দিওতিমাও তাই। তবে এরা দু'জনেই যে কালো দত্তর কালো অন্ধকারে ঢাকা, তা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। কালো দত্ত হরিবিলাস ভক্ত হলেও আমাদের নজর এড়িয়ে পুলিশের জাল কেটে বেরোতে পারবে না। বানটুও নিস্তার পাবে না আমাদের হাত থেকে।"

বিলু বলল, "আর ওই অধর দত্ত?"

"শুধু অধর দত্ত নয়, ওই অভিজাত সন্ন্যাসী, জয়চণ্ডী পাহাড়, রেবাদিদের গুরুদেব, কান্তিভাই, শান্তিভাই ও গুরু হনুমানই এখন তদন্তের বিষয়। কেন না এদের সঙ্গে কালো দত্তর রহস্যের ব্যাপারটা যেমন রহস্যময় তেমনই রহস্যময় প্রতিটি চরিত্র।"

ভোম্বল বলল, "কীরকম?"

"এই যেমন ধর, আপাতদৃষ্টিতে আমরা প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম চন্দ্রকান্ত গিরি ও তার দুই শিষ্য কান্তিভাই ও শান্তিভাইকে। তার কারণ ওঁদের অন্তর্ধানের পরই মূর্তি চুরি ও রেবাদির ভাই-এর অপহরণের ব্যাপারটা ঘটে। কিন্তু এই ব্যাপারে তদন্ত শুরু করার পরমুহূর্তেই কালো দত্তর কালো মেঘের সন্ধান পাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমরা। ঘর-শত্রু বিভীষণের মতো নবাদার অশুভ পদক্ষেপ আমরা টের পাই। তারই সূত্র ধরে কালো দত্তর ডেরায় হানা দিয়ে উদ্ধার করি অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি। ফলে সন্দেহেব মেঘ একেবারেই কেটে যায় চন্দ্রকান্ত গিরি ও কান্তিভাইদের ওপর থেকে। কিন্তু এই মেঘ আবার নতুন করে ঘনিয়ে আসে অপহৃত রেবাদির ভাই দেবাংশুর চিঠি থেকে। জয়চণ্ডী পাহাড় থেকে লুকিয়ে পোস্ট করা সেই চিঠি দারুণ রহস্যময়। সাধু গুরু সম্প্রদায়ের ওপর তার অনাস্থার কথা সে লিখেছে, আর লিখেছে গুরু হনুমানের কথা। কে সেই গুরু হনুমান? ওই সুদর্শন সন্ন্যাসীই বা কে? দিওতিমাকে কেনই বা স্কুলে যাওয়ার পথে অপহরণ করল ওরা? আর কেনই বা বন্দি করে রাখা হয়েছে রেবাদির ভাই দেবাংশুকে? বিশেষ করে যেখানে কিডন্যাপের পর ওদের জন্য কোনও টাকা-পয়সার দাবি কিছু আসেনি।"

বাচ্চু বলল, "হয়তো পবিস্থিতি ঘোলাটে হওয়ায় ওবা আর এগোতে সাহস কবেনি।"

"হতে পাবে। কিন্তু আর যখন তা সম্ভব হচ্ছে না তখন অযথা ওদেব ধরে রাখার আর তো কোনও প্রয়োজন নেই।"

বিচ্ছু বলল, "এই মুহূর্তে রহস্যের মূল কেন্দ্রে কিন্তু আমি আব একজনকে প্রত্যক্ষ করছি।"

বাচ্চু বলল, "কে সে?"

"তিনি হলেন অধর দত্ত।"

বাবলু বলল, "এখন প্রকৃত খলনায়ক কিন্তু অধর দত্তই। এই কাহিনীর সুদীর্ঘ বিস্তারে যার নাম কোনওভাবেই জড়ানো ছিল না। শুধু অধর দত্ত নয়, সেইসঙ্গে আরও একটি মুখ উঁকি দিচ্ছে এখানে। সে মুখ হল মাধাই ঘোষের।"

ভোম্বল বলল, "মাধাই ঘোষটা কে?"

"এরই মধ্যে ভুলে গেলি? হাই বোডেব ধাবে কালো দত্তর নবনির্মিত বিলাসবহুল সেই বাড়ির মালিক যিনি।"

"কিন্তু মাধাই ঘোষ তো মারা গেছেন।"

"সেটা তো মাসির অনুমান। মাসি বলেছিলেন, 'আমাব মনে হয মাধাই ঘোষেব কাছ থেকে সবকিছু হাতিয়ে হুতিয়ে নিয়ে তাকেও এরা শেষ করে দিযেছে। কেন না তাঁর টাকাপয়সাতেই তো এদের এত বাড়বাড়ন্ত।' তাই এমনও তো হতে পাবে মাধাই ঘোষও এদের জালে জড়িয়ে গুম হযে আছেন। কেন না টাকার খনিকে বুজিযে দেবে এত বোকা এবা নয।"

"তা হলে?"

"তা হলে আর এক মুহূর্তও দেবি না কবে শুরু হোক আমাদেব অভিযান।"

ভোম্বল বলল, "শুধু অভিযান নয, খিচুড়ি অভিযান।"

বিলু বলল, "খিচুড়ি অভিযান কেন?"

"বাঃ রে! আগাগোড়া সবকিছুই তো ঘোঁট বেঁধে খিচুড়ি পাকিয়ে গেছে।"

সবাই হাসল ভোম্বলের কথায়।

বাবলু বলল, "এখন আমাদের প্রথম কাজই হল ওই মূর্তিটার ব্যাপারে বেবাদিদেব জানিযে দেওয়া। যাতে আর একটুও বিলম্ব না কবে রেবাদি এসে ওঁদেব গৃহদেবতাকে নিয়ে যান সেই ব্যবস্থা করা।"

ঘ্যাগো বলল, "এই কাজের দায়িত্বটা সম্ভবত আমাদেবকেই নিতে হবে?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। আমি প্রত্যেকের গাড়িভাড়া দিযে দিচ্ছি। তোরা গিয়ে রেবাদিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। প্রয়োজনে মূর্তিটা নিয়ে যাওয়ার সময়ও কাছে কাছে থাকবি তোরা। পাবলে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবি। থানার বড়বাবুকে বলে বাখব, উনি একজন গার্ডও দিয়ে দেবেন আশা কবি।"

ঘ্যাগো বলল, "তা আমি বলি কি, বাবলুভাই, আমরা গিয়ে খবর দিয়ে রেবাদিকে নিয়ে আসি। কিন্তু ওঁকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বটা তোমরা নাও। তোমার হাতে পিস্তল আর সঙ্গে পঞ্চু থাকলে যতটা নিরাপদ হবে, আমরা সবাই একসঙ্গে থাকলেও তা হবে না। একে দুর্লভ মূর্তি, তাব ওপর আর্থিক মূল্যে যার হিসেব হয় না।"

বিচ্ছু বলল, "আমারও তাই ইচ্ছে।"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু তাতে দেরি হয়ে যাবে অনেক। কেন না, আমরাই তো থাকছি না। জযচণ্ডীতে গিয়ে কোন পরিস্থিতির মুখে যে পড়ব আমরা তা কে জানে? ততদিন কি অপেক্ষা করবেন রেবাদি?"

বাবলুর কথা শেষ হতে-না-হতেই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন রেবাদি। বললেন, "নিশ্চয়ই করব। অনন্তকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অপেক্ষা করব আমি। ওই গৃহদেবতাকে ঘরে নিয়ে যেতে পারলেই গ্রহমুক্ত হব আমরা। আমার ভাইকেও আবার ফিরে পাব একদিন।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল রেবাদির মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "রেবাদি আপনি! এত সকালে কী করে এলেন?"

বাবলুর মা কাছে এসে দাঁড়ালে রেবাদি মাকে প্রণাম করে বললেন, "তোমাদের এখানকার থানা থেকে ফোনে আমাদের ওখানকার থানায় জানিয়ে দেয়। সেই খবর পেয়েই ভোরে উঠে একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে চলে এসেছি। মূর্তি নিয়েই ফিরে যাব।"

বাবলু বলল, "একা যাওয়ার রিস্ক নেবেন?"

"না। তোমরাও যাবে আমার সঙ্গে।"

"আমাদের কারও পক্ষে তো এখন যাওয়া সম্ভব নয় রেবাদি। আমরা আর-একটু পরেই রওনা দেব জয়চণ্ডীর পথে।"

"কীভাবে যাবে তোমরা?"

"এখান থেকে যে-কোনও ট্রেনে বর্ধমান। সেখান থেকে ট্রেনে অথবা বাসে আসানসোল। রাতে কোনও হোটেল বা লজে বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালে আসানসোল থেকে ট্রেনে জয়চণ্ডী।"

"তাই যদি ঠিক করে থাকো, তা হলে এক কাজ করো। তোমরা একটু কষ্ট করে আমাকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো। তারপর রাতের গাড়িতে গিয়ে ভোরে আসানসোলে নামো। নেমে সোজা চলে যেয়ো জয়চণ্ডীতে।"

ভোম্বল বলল, "রাতের কোন গাড়িতে যাব?"

"মোকামা প্যাসেঞ্জারে। আবার চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে চেপে আদ্রা দিয়েও যেতে পারো।"

বিলু বলল, "কিচ্ছু দরকার নেই। আমরা মোকামা প্যাসেঞ্জারেই যাব।"

পঞ্চু আনন্দে লাফিয়ে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

মা এতক্ষণ শুনেই যাচ্ছিলেন ওদের কথা। বললেন, "না। আজ আর কেউ কোথাও যাবি না। কাল সকালের গাড়িতে বরং রওনা দিস। এখন সবাই মিলে বাড়িব গৃহদেবতাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি চল। এতদিন যখন গেল তখন এক-আধ দিনে কিছুই এসে যাবে না।"

রেবাদি উল্লসিত হয়ে বললেন, "মাসিমা আপনিও যাবেন?"

"হ্যাঁ। আমাব তো বেরনো হয় না। গাড়ি যখন আছে তখন এই সুযোগে রাজবল্লভেশ্বরীকেও একবার দর্শন করে আসি।"

রেবাদি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, "ওঃ। কী ভাগ্য আমাদেব। কী আনন্দ যে হবে আপনি গেলে, তা কী বলব।"

এই না শুনে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও নেচে উঠল। বলল, "তাই যদি হয় তা হলে আমাদের মায়েরাই বা বাদ যান কেন?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই যাব আমরা।" বলেই বলল, "বিলু, তুই যেখান থেকেই হোক একটা গাড়িব ব্যবস্থা করে সবাইকে নিয়ে চলে আয়। আমি ততক্ষণে থানা থেকে বিগ্রহ উদ্ধার করে রেবাদির হাতে তুলে দিই।"

বিলুরা চলে গেলে রেবাদিকে বলল, "আসুন আমার সঙ্গে।" তারপর ঘ্যাঁগোর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা তো সারাদিন থাকব না। তোরা একটু নজর দিস আমাদের বাড়িগুলোর দিকে।"

ঘ্যাঁগো বলল, "তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো।"

বাবলু রেবাদিকে নিয়ে থানায় গিয়েই দেখল দিওতিমার বাবা বসে আছেন। ভয়ংকর উত্তেজনায় থমথম করছে তাঁর মুখ। বাবলুকে দেখেই ইনস্পেক্টর বললেন, "ওই তো বাবলু এসে গেছে। যাক, আর ফোনে ডাকতে হল না।"

দিওতিমার বাবা অরুণবাবু বললেন, "তোমাব সঙ্গে দেখা করব বলেই আমি এখানে এসেছি বাবা। তোমরা এমন একজনের নাম পুলিশকে জানিয়েছ যে, নামটা শুনেই ভয়ে বুক আমার কেঁপে উঠেছে। ওই নামের মানুষ যদি বেঁচে থাকে, তা হলে আমার দিওতিমাকে জীবিত অবস্থায় আমার কাছে ফিরিয়ে আনবার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নেই।"

"সে কী! কে সে? অধর দত্ত?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"না। ও নামে কাউকেই আমি চিনি না। আমার প্রধান শত্রু যে, সে হল মাধাই ঘোষ।"

"কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন।"

"না। শয়তানের মৃত্যু হয় না। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পেশায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় সে। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার একজন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই অবাধ গতি তার। বছর দুই আগে বাইরের দেশে এক মার্কিনি দম্পতিকে খুন করে ভারতে পালিয়ে আসে ও। পরে হয়তো নিজের মৃত্যুসংবাদ নিজেই রটিয়ে দেয়। আমার মনে হয় ওই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীই মাধাই ঘোষ।"

বিনা মেঘে বজ্রপাত হলেও বোধহয় এতটা চমকাত না বাবলু, যতটা চমকাল অরুণবাবুর কথায়। বলল, "এবার বুঝেছি গুরু হনুমান তা হলে আর কেউ নয়, মাধাই ঘোষ নিজেই। ওর নৃশংসতাব কথা দেবাংশুব চিঠিতেই পেয়েছি আমরা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওর খেলা এবার শেষ।"

অরুণবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, "ওকে তোমরা যে-সে লোক ভেবো না বাবলু।"

"ওর সম্বন্ধে সবকিছু আমরা আপনার মুখ থেকে পরে শুনব। আপনি কি কাল সকালে একবার আসতে পারবেন আমাদের বাড়িতে?"

"কত সকালে বলো?"

"যত সকালে পারেন। কেন না, কালই আমরা জয়চণ্ডীর দিকে বওনা হব। আজ সময নেই। না হলে আজই শুনতাম।"

অরুণবাবু ছলছল চোখে বললেন, "একটু আগে ইনস্পেক্টব বলছিলেন, দিওতিমাকে যদি কেউ উদ্ধার করতে পারে তা হলে পাণ্ডব গোয়েন্দারাই পারবে। তাব কাবণ ভগবানের একটা আশীর্বাদ আছে ওদেব ওপর। তা সত্যিই যদি আমার মেয়েকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করে আমার কাছে তোমরা ফিবিয়ে আনতে পারো, তা হলে যা চাইবে তোমরা, তাই পাবে। এত টাকা তোমাদের দেব যে, সেই টাকায় অনেকদিন তোমবা দেশ-বিদেশে ঘুরে বেডাতে পারবে। আব দেব একটা সোনার চাঁদ। একশো গ্রাম ওজনেব একটা সোনার চাঁদ তৈরি করে উপহার দেব তোমাদের।"

বাবলু বলল, "তা হলে কিন্তু মস্ত একটা ভুল করবেন।"

"কেন? কেন? ভুল করব কেন?"

"তার কারণ ওই সোনার চাঁদের লোভে আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়ুক এই সম্ভাবনাটাকে কিছুতেই মেনে নেব না বলে।"

"বেশ, তা হলে অন্য কিছু চেয়ো তোমরা।"

"চাইব। আমরা ভিখারির মতো হাত পেতে এমন কিছু চাইব আপনার কাছে যা হয়তো অনায়াসে আপনি দিতে পারবেন।"

"নিশ্চয়ই দেব। বলো কী চাও?"

"সোনা নয়, অর্থ নয়, আমাদের জন্যও কিছু নয়, আমাদেব চারজন গরিব ভাই আছে। তাদেব একটু কজি রোজগারের ব্যবস্থা। যদি পারেন, তা হলে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব আপনাব কাছে। রাস্তায বাস্তায় কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায় ছেলেগুলো। জন্ম থেকে বাবা-মাকে দ্যাখেনি। বড় ভাল ছেলে। চোর নয়। বখাটে নয়..।"

"ব্যস। আর কিচ্ছু বলতে হবে না তোমাকে। ওরা যদি রাজি থাকে তা হলে আজ এই মুহূর্তে এখনই ওদের ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি।"

বাবলু বলল, "খুব ভাল হয় তা হলে। দিওতিমাকে উদ্ধার আমরা কববই। কালো দত্ত, অধর দত্ত আর মাধাই ঘোষও ধরা পড়বে। বানটুও ছাড়া পাবে না আমাদের কবল থেকে।"

অরুণবাবু বললেন, "ওই চারজনকে আমি মুম্বইতে পাঠিয়ে দেব। সেখানে আমার এক বন্ধু শেঠের দোকানে ওরা কাজ পেয়ে যাবে। পাথর সেটিং-এর কাজ। তিন বছর মন দিয়ে কাজ শিখতে পারলেই কপাল খুলে যাবে ওদের। হাজার হাজার টাকা তখন কামাতে পারবে ওরা। কাজ শেখার সময়টা অবশ্য একটু কষ্ট হবে ওদের। থাকা-খাওয়া দোকানেই, মালিকের পয়সায়। মাসে হাতখরচা পাবে একশো টাকা করে।"

বাবলু বলল, "কথা দিলেন তো?"

"কাল সকালে ছেলেগুলোকে আসতে বোলো তোমাদের বাড়িতে। ওদের ঠিকানাপত্তর দিয়ে সব ব্যবস্থা করে দেব।"

এর পর বাবলু থানা থেকে বিগ্রহ উদ্ধার করে রেবাদিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। এ-পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। সবই ভালর দিকে এগোচ্ছে। এখন পরবর্তী পদক্ষেপগুলো ঠিকমতো হলেই মুখরক্ষা হবে ওদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিলু, ভোম্বল ও বাচ্চু, বিচ্ছুর মায়েরা তখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই বাবলুদের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছেন। বেশ বড়সড় আট-দশজনের বসার মতো একটা গাড়িরই ব্যবস্থা করেছে বিলু।

রেবাদির নিয়ে আসা গাড়িতে পঞ্চুকে নিয়ে উঠে বসল বাবলু। অন্যটিতে বাকি সবাই।

গাড়ি ছাড়ার মুহূর্তে বিচ্ছু হঠাৎ বলে বসল, "না না। এরকম হওয়াটা ঠিক নয়। মূর্তি নিয়ে আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দারা একটা গাড়িতে বসি। পঞ্চুও থাকবে আমাদের সঙ্গে। অপর গাড়িতে মায়েরা যাক। রেবাদিও থাকুন মায়েদের সঙ্গে। আমরা আমাদের মতোই যাই।"

সবাই বলল, "ঠিক ঠিক।"

গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পর ওরা লক্ষ কবল দূর থেকে একটি পুলিশের গাড়িও ওদের দিকে লক্ষ রেখে পিছু নিয়েছে ওদের।

সারাটা দিন যে কী আনন্দে কাটল তা আশা করি আর বুঝিয়ে বলতে হবে না কাউকে। গৃহদেবতাকে তাঁর শ্রীমন্দিরে বসিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্যলাভ করল।

রেবাদি ওঁদের কুলপুরোহিতকে ডাকিয়ে এনে সামান্য আয়োজনে ভোগ পূজা ইত্যাদি সমাপন করালেন।

মায়েরা সারাদিন থেকে রাজবল্লভেশ্বরী দর্শন করে আনন্দ পেলেন খুব। তবে সময়াভাবে আঁটপুরের দিকে যাওয়া হল না। বেলাবেলি রওনা হয়ে সন্ধের মুখেই ফিরে এলেন সকলে।

দু' রাত ঘুম ছিল না পাণ্ডব গোয়েন্দাদের চোখে। তার ওপবে এই এতখানি জার্নি। রেবাদিদের বাড়ি অবেলায় খাওয়াদাওয়া। তাই দারুণ ক্লান্তিতে এসে শয্যাগ্রহণ করল সবাই।

সকাল-সকাল শুয়ে পড়ার ফলে ঘুমও ভাঙল সকাল-সকাল। অর্থাৎ ভোবের পাখির দল কলকল করে ডেকে উঠতেই জেগে উঠল বাবলু।

পঞ্চুকে নিয়ে একা-একাই চলল মর্নিং ওয়াকে।

আজ আর কেউ আসবে না। সেইরকমই কথা আছে। কেন না, কার কখন ঘুম ভাঙে তা কে জানে?

বাবলু সর্বাগ্রে ঘ্যাগোদেব ওখানে গেল। গিয়ে বলল, "আজ আর তোরা কেউ বাইরে বেরোবি না। একটু পরেই আমাদের বাড়ি চলে আসবি, বুঝলি?"

ঘ্যাগো সবিস্ময়ে বলল, "হঠাৎ কী ব্যাপার? আবার নতুন কিছু?"

"না না। কোনও সমস্যার ব্যাপার কিছু নয়। এবার হয়তো তোদের জীবনের দুর্যোগেব মেঘ কাটতে চলেছে। কেন না সামান্য একটু রোদের আভা দেখা দিয়েছে এবার।"

ঘ্যাগো বলল, "নিশ্চয়ই আমাদের জন্য কোনও কিছুব একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছ তোমরা?"

বাবলু বলল, "সেইরকমই কিছু একটা অনুমান করতে পারিস।"

আর ওদের পায় কে? ওরা সবাই তখন লাফিয়ে উঠে পায়ে-পায়ে বাবলুর সঙ্গে মিত্তিরদের বাগানে এল। যেতে যেতেই দিওতিমার বাবা অরুণবাবুর সঙ্গে বাবলুর যা-যা কথা হয়েছিল, সব বলল ওদের।

শুনে যে কী করবে ঘ্যাগোরা, কিছু ঠিক করতে পারল না।

ঘ্যাচাং আর খ্যাচাং তো চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "বম্বে! বম্বে যাব আমরা!"

বাবলু বলল, "বম্বে নয়, মুম্বই।"

"ওই হল। ওখানে তো সমুদ্র আছে, তাই না বাবলুভাই?"

"শুধু সমুদ্র কেন, অনেক কিছুই আছে। মন দিয়ে যদি তোরা পাথর সেটিং-এর কাজ শিখিস, তো তোদের অন্ন ওখানে খায় কে? তবে নিজেরা কিন্তু সৎ থাকবি খুব। অনেকে অনেক প্রলোভন দেখাবে। কারও ফাঁদে পা দিবি না।"

ফ্যাচাং বলল, "তাই কি পারি? আমাদের ওখানে কে পৌঁছে দিয়ে আসবে?"

"সে চিন্তা তোদের কেন? কাজটাই হোক আগে। তারপর ওইসবের ব্যবস্থা।"

অনেকক্ষণ বাগানে পায়চারি করার পর পঞ্চুকে নিযে বাবলু যখন ফিরে এল তখন দেখল বাড়ির সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

ঘ্যাগোরা দূর থেকে থেকেই বলল, "উনি বোধহয় এসে গেছেন?"

"হ্যাঁ। কথা রেখেছেন। সকাল-সকালই এসেছেন। তোরা একদম দেরি কবিস না। এখনই চলে আয়।"

বাবলু ঘরে এসেই দেখল সস্ত্রীক অরুণবাবু এসে বসে আছেন।

ও একটুও দেরি না করে তাড়াতাড়ি বাথরুম সেরে এসে বলল, "ক্ষমা করবেন। আমিই দেরি করে ফেললাম।

যাই হোক, ছেলেগুলোকে খবর দিয়েছি। ওরা এখনই আসবে। ওদের অন্ধকার জীবনে আশার আলো দেখে দারুণ খুশি ওরা।"

অরুণবাবু বললেন, "দ্যাখো বাবলু, মুম্বই শহরে কাজের অভাব নেই। তবে কিনা এইসব কাজে একবার লেগে গেলে বাড়ি আসার ছুটি পাওয়া যায় না। বিরক্তিকর, কষ্টকর কাজ। কিন্তু শিখে যেতে পারলে হাতের মুঠোয় পৃথিবী। পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তে এই কাজ নিয়ে চলে যেতে পারে ওরা। সাগরপারে আরব দেশ তো আছেই।"

বাবলু বলল, "এবার বলুন তো মাধাই ঘোষের ব্যাপারে কী বলবেন?"

অরুণবাবু বললেন, "আগে ছেলেগুলোর ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলি, তারপর বলছি সব।"

মা ততক্ষণে চা-জলখাবার নিয়ে এসেছেন।

একটু পরেই ঘ্যাগোরাও এল।

অরুণবাবু একবার সকলের দিকে তাকিয়ে দেখেই বললেন, "এরাই পারবে। কেন না এদের ঘরটান নেই। অল্প বয়স।" বলে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী! পারবে তো মন দিয়ে কাজ করতে?'

ঘ্যাগোরা সবাই এসে অরুণবাবু ও তাঁর স্ত্রীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, "পারব না মানে? আমাদের একটু বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিন বাবু। বড় অসহায় আমরা। কেউ নেই আমাদের।"

"কে বলল তোমরা অসহায়? খোদ পাণ্ডব গোয়েন্দারাই তো তোমাদের সহায়। তোমাদের এই কাজের ব্যবস্থাটা আমার হাত দিয়ে হলেও মূলে তো পাণ্ডব গোয়েন্দারা।"

ঘ্যাগোরা বলল, "হ্যাঁ। ওদের দয়াতেই তো হিল্লে হল আমাদের।"

অরুণবাবু বললেন, "শোনো, আগামী শনিবার আমার দু'জন কর্মচারী গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে মুম্বই যাবে। তোমরাও যাবে ওদের সঙ্গে। ট্রেনের সময়টা ভাল করে জেনে হাওড়া স্টেশনে পুলিশ ক্যাম্প-এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে তোমরা। ইতিমধ্যে আমি তোমাদের রিজার্ভেশনের ব্যবস্থাটা করিয়ে রাখছি, কেমন? কাজ তোমাদের হয়ে গেছে। এখন এসো, আমরা অন্য আলোচনা করব।"

ঘ্যাগোরা বিদায় নিতেই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এসে হাজির। শুধু পঞ্চুই যা প্রয়োজন না থাকায় কেটে পড়ল সেখান থেকে।

ঘরের মধ্যে দারুণ এক নিস্তব্ধতা। অরুণবাবু মাধাই ঘোষ সম্বন্ধে কী বলবেন তা উনিই জানেন। সব ভালভাবে জানতে পারলে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সুবিধে হয় কাজের। ওরা তাই উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল অরুণবাবুর মুখের দিকে।

মা চা-বিস্কুট নিয়ে এলেন। তারপরই নিয়ে এলেন উপাদেয় সব জলখাবার। টানটান উত্তেজনার মধ্যে এইরকম কিছুর প্রয়োজন আছে।

খেতে খেতেই অরুণবাবু বললেন, "শোনো বাবলু, ওই মাধাই ঘোষ হল আমার জীবনের এক দুষ্টগ্রহ। আমরা একই কলেজে পড়াশোনা করতাম। ও ছিল অত্যন্ত বদ প্রকৃতির। ওর কারণে কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মেয়েদের গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিত, ছেলেদের ব্লেড মারত। জ্বালিয়ে মারত একেবারে।"

"বলেন কী!"

"হ্যাঁ। একবার হল কী, নতুন ভর্তি হওয়া একটি মেয়ের সঙ্গে অশোভন আচরণ করার প্রতিবাদে ওকে ধরে বেধড়ক পেটালাম আমি। আমার সঙ্গে আরও দু'-একজন যোগ দিয়েছিল। কিন্তু ওর যত রাগ পড়েছিল আমার ওপর। তা সে যাই হোক, কলেজ জীবন শেষ হলে আমি আমার পিতৃপুরুষের ব্যবসার কাজে নিজেকে সবসময়ের জন্য নিয়োগ করলাম। মাধাইও চলে গেল লন্ডনে ওর এক বিলেতিভের কাছে। সেখানে কী একটা কাজকর্ম পেয়ে রয়ে গেল বরাবরের মতো। এখানে ওর কতকগুলো বদ সঙ্গী ছিল। তারাও ওই একই কলেজে পড়ত। পরে অবশ্য তারা তাদের সংশোধন করে নিয়েছিল। তাদেরই সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা হলে মাধাই ঘোষের খবরাখবর পেতাম। এবং ক্রমশ ও যে একটা দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যালে রূপান্তরিত হয়েছিল সে খবরও পেয়েছিলাম। এইভাবে বছর পনেরো কেটে যাওয়ার পর একদিন হঠাৎই গাড়ি নিয়ে আমার দোকানে এসে হাজির হল মাধাই ঘোষ। ওকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। বললাম, 'কী খবর মাধাই?' ও বলল, 'বহুদিনের পুরনো বন্ধু তুমি। তাই কলকাতায় এসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। তোমার ব্যবসাপত্তর কেমন চলছে বলো?' আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝলাম, ধূর্ত শেয়াল কোনও একটা মতলব এঁটেই এসেছে এখানে। বললাম, 'বাজার খুব মন্দা ভাই। কোনওরকমে ঢিমেতালে চলছে সব। এদেশে এখন সোনার চেয়ে টাকা দামি। পাঁচ বছর, ছ' বছরে টাকা ডবল হয়ে যাচ্ছে। তাই সোনা বেচে লোকে টাকা রাখছে পোস্ট অফিসে। তা ছাড়া চুরি ডাকাতি ছিনতাই বেড়ে যাওয়ায় সোনার গয়না মেয়েরা আজকাল ভয়ে পরতে চায় না।' আমার মুখে সবকিছু শোনার পরও মাধাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বলল, 'তবুও সোনা কি লোকে কিনছে না? বিয়ে শাদির ব্যাপারে না কিনলে চলবে কী করে? তা যাক, আমি তোমার কাছে এসেছি অন্য একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। তুমি তো জানো, আমার মতো সৎ চরিত্রের আদর্শবান ছেলে ভূ-ভারতে আর কোথাও নেই। তা আমার স্মাগলিং বিজনেসে তুমি একটু সাহায্য করো। বেশ কিছু সোনার বাঁট আছে আমার কাছে। সেগুলো তুমি কিনে নাও। আধা মূল্যে দিয়ে দেব। নকল সোনা নয় কিন্তু। ভালভাবে যাচাই করে তারপর কিনো।' আমি বললাম, 'ওইসব গোলমেলে ব্যাপারে আমি নেই। তুমি বরং অন্য কোথাও তোমার টোপ ফেলো।' মাধাই ঘোষ হেসে বলল, 'বেশি সততা আমাকে দেখিও না ভাই। গোয়ালা আর মণিকার কী জিনিস তা দুনিয়াসুদ্ধু লোক জানে। তাই বলি সুবোধ বালকের মতো লাইনে এসো।' আমি দারুণ অপমানিত হয়ে বললাম, 'কই দেখি তোমার জিনিসপত্র?' ও বলল, 'আরে জিনিসপত্র কি আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি? কাল সন্ধেবেলা আমি আসব। তিন লাখ টাকা তুমি রেডি রেখো। দশ লাখ টাকার জিনিস পাবে। এক লাখ টাকার বাণ্ডিল দেবে, দশ লাখ টাকার জাল নোট পাবে। আসলে জোচ্চুরি জালিয়াতি এগুলোকে মনে করলেই মনে করা। তুমি আমি কেউই থাকব না পৃথিবীতে। শুধু দু'হাতে সবকিছু নাড়াচাড়া করে ভোগদখল করে এখান থেকে চলে যাওয়া। কিছুই তো নিয়ে যেতে পারব না এখান থেকে। এমনকী, এই দেহটাকেও নিয়ে যেতে পারব না। তা হলে ভয়ই বা কীসের? আর চুরি করাই বা হল কোথায়? যা-যা উপার্জন করব তার সবই তো রয়ে যাবে এখানে। অতএব বলি ভাই, হাতে হাত মেলাও।' আমি গায়ের রাগ গায়ে চেপে মুখে নকল হাসি এনে বললাম, 'সত্যি, তোমার মতো এত সহজভাবে আমি কিন্তু এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কখনও ভাবনাচিন্তা করিনি। আমি রাজি। কাল সন্ধেবেলা তুমি তা হলে আসছো? টাকা আমি রেডি রাখব।' মাধাই ঘোষ আমার হাতে হাত মিলিয়ে চলে গেল। আর আমিও আমার দিক থেকে যা-যা করবার তা করে রাখলাম। অর্থাৎ পুলিশকে আগাগোড়া ব্যাপারটা সব জানিয়ে ওকে হাতেনাতে ধরবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে রাখলাম একটা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল সব। এই পর্যন্ত শোনার পর বাবলু বলল, "তারপরে কী হল? ধরা পড়ল মাধাই ঘোষ?"

"না। পরদিন সন্ধেবেলা আমার দোকানে একটা ফোন এল। মাধাইয়েরই ফোন। ও জানাল, 'তোমার মতো বোকা আর দুটো দেখিনি ভাই। এমন অফার কেউ ছেড়ে দেয়?' শুধু শুধু পুলিশকে ফোন করতে গেলে কেন? তোমার কি ধারণা আমি এমনই বোকা যে, ওইসব জায়গায় আমার স্পাই না রেখে আমি এই কারবারে নেমেছি? আপাতত শেঠ প্রভুদয়ালের সঙ্গে যা করবার তা করে নিলাম। তবে আমাকে ঘাঁটিয়ে কিন্তু ভুল করলে। আমি হলুম একটা গোখরো সাপ। এমন ছোবল দেব যে, বিষের জ্বালায় ছটফট করবে তুমি?' "

"তারপর?"

"তারপর ওর আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। কতবার ধরা পড়ছে, কতবার বেরিয়ে আসছে। সারা পৃথিবী তোলপাড় করছে ও। উগ্রপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বদেশের মধ্যেই নাশকতার কাজ করছে। ওর মৃত্যুর সংবাদও আমার কানে এসেছে। তবে মনে হয় এ-সবই সাজানো ঘটনা। তাই তোমাদের মুখে ওই নাম শুনেই শিউরে উঠেছি আমি। এবং আমার মনে হয় ওই সাধুবাবা আর কেউ নন, শয়তান মাধাই ঘোষেরই ছদ্মরূপ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা একবাক্যে বলল, "আমাদেরও তাই মনে হয়। এবং সেই কারণেই মেয়েটাকে অপহরণ করার পরও ওরা কোনও টাকাপয়সার দাবি করেনি।"

মা এতক্ষণ অদূরে থেকে ওদের কথাগুলো শুনছিলেন সব। বললেন, "ওই সাধুবাবা যদি মাধাই ঘোষই হবেন তা হলে মেয়েটাকে গাড়ি করে কালো দত্তর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে টাকা নিয়ে আসবেন কেন? ওঁর কি টাকার অভাব?"

বাবলু বলল, "না। মেয়েটাকে অপহরণ করে কালো দত্তর ডেরায় পৌঁছে দেওয়া হল ওকে যথাস্থানে অর্থাৎ ওদের গোপন ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আর অ্যাটাচিতে করে উনি টাকাই নিয়ে এলেন বা অন্য কোনও নিষিদ্ধ ড্রাগ কিছু, তাই বা কে জানে?"

দিওতিমার মা এবার বাবলুর হাত দুটি ধরে বললেন, "তা সে যাই হোক, আমাকে কথা দাও বাবলু, আমার মেয়েকে তুমি আমার কাছে ফিরিয়ে এনে দেবে?"

বাবলু দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।"

সস্ত্রীক অরুণবাবু চলে গেলেন।

বাবলু বলল, "এইবার আমরা আমাদের আসল তদন্ত শুরু করব।"

ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল দশটা।

॥ ১০ ॥

ঠিক এই মুহূর্তে বাবলু কী করে তাই দেখার জন্য বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তাকাল বাবলুর মুখের দিকে।

বাবলু তখন ওব ব্যাগ গোছাতে ব্যস্ত।

বিলু বলল, "তুই কি এখনই বেরোতে চাস?"

"হ্যাঁ। তোরা যদি যেতে চাস তো রেডি হয়ে নে। আর ঘ্যাগোদের বল, ওদের আর রাস্তায় রাস্তায় কাগজ কুড়িয়ে বেড়ানোব দবকার নেই। আমরা আজকালের মধ্যেই ফিবব। ওবা যেন আমাদের বাড়িগুলোর দিকে একটু নজর দেয়। যদি আমাদের ফিরতে কোনও কারণে দেরি হয় তা হলে ওরা যেন আমাদের অপেক্ষা না করে ঠিক দিনেই পৌঁছে যায় হাওড়া স্টেশনে। অরুণবাবুর কথাব খেলাপ যেন কোনওভাবেই না হয়। এই সুযোগ একবাব চলে গেলে আর কিন্তু আসবে না।"

মা বললেন, "কোথায় যাবি তোরা?"

"জয়চণ্ডী পাহাড়ে। কেন না ওই জায়গাটাই রহস্যের মূল কেন্দ্র এখন। ওই গুরুদেবের আশ্রম, শুক হনুমান, দেবাংশুর নজরবন্দি হয়ে থাকা, সব কিছুতেই জয়চণ্ডী পাহাড।"

"কিন্তু ওরা কি এতই বোকা যে, এত কাণ্ডের পবও ওখানে বসে থাকবে?"

"না। আমবা ওখানে যাচ্ছি অন্য কাবণে। ওইখানে গিয়ে প্রাথমিকভাবে আমাদেব তদন্তের কাজ শুরু করলেই আমরা জেনে যাব ওদের আসল ঘাঁটি কোনখানে।"

মা'র সঙ্গে কথা বলা শেষ কবে বাবলু থানায় একবাব ফোন করল।

অফিসার নিজেই ধরেছিলেন ফোনটা।

বাবলু বলল, "স্যার, আমরা কয়েকদিনেব জন্য একটু বাইরে যাচ্ছি। আমাদের বাড়ির দিকে একটু নজব দেবেন। দুষ্কৃতীদের মুখ থেকেই জেনেছি কালোবরণ দত্ত এখন হরিবিলাস ভক্ত সেজে রায়বাহাদুর বোডে সুখনিবাসে বিরাজ কবছেন। অতএব ওদিকেও নজর রাখবেন একটু।"

অফিসার বললেন, "তা হলে তোমাকে একটা সুখবর দিই, কালো দত্ত এখন পুলিশেব হেফাজতে।"

বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, "সত্যি!"

"হ্যাঁ। তবে ওইসঙ্গে একটা খারাপ খবরও দিই, উনি এখন বদ্ধ উন্মাদ।"

"এটা কী করে সম্ভব? শয়তানেব কোনও চাল নয় তো?"

"না। তারাতলা ব্রিজের ওপর থেকে উনি লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, সেই সময় পথচারীরা ওঁকে ধবে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। উনি এখন কলকাতা পুলিশের হেফাজতে।"

"কিন্তু...।"

"ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়।"

"আমি কিন্তু এর মধ্যে অধর দত্ত আর মাধাই ঘোষের ছায়া দেখতে পাচ্ছি।"

"তোমার অনুমান যথার্থই। কোনও খারাপ ইঞ্জেকশনের প্রভাবেই সম্ভবত ওঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। এবং এই কুকর্ম ওই দু'জন ছাড়া আর কেই-বা করতে পারে?"

বাবলু টেলিফোন রেখে কারও দিকে না তাকিয়ে দু'চোখ বুজে সোফায় বসে দেহটা এলিয়ে দিল। ওর কপালে মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম।

বাবলু একটু প্রকৃতিস্থ হলে বিলু বলল, "কী হল বে বাবলু?"

"কালো দত্তর খেলা শেষ।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে? আমরা কি যাব না?"

"অবশ্যই যাব। যেতে আমাদেব হবেই। তবে কিনা খুবই ধূর্ততার সঙ্গে।" বলে পুলিশের সঙ্গে যা-যা কথা হয়েছিল সবই বলল বাবলু।

ওর কথা শুনে শিউরে উঠল সবাই।

বিচ্ছু বলল, "তুমি যা শোনালে তা তো রীতিমতো ভয়ের ব্যাপার। ওই ইঞ্জেকশন দিয়ে দেবাংশু আর দিওতিমাকেও ওরা পাগল কবে দেবে না তো?"

"এতক্ষণে যে দেয়নি তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? শুধু তাই নয়, এই অভিযানে আমরাও যদি কেউ কোনওরকমে ধরা পড়ি ওদের হাতে, তা হলে কিন্তু আমাদেব অবস্থাও ওইবকমই করুণ হবে।"

ভোম্বল বলল, "আমি ভাই যাচ্ছি না, তোরা যা। আমাকে কেউ খুন করতে চাইলে আমি রাজি আছি। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব আর উলটোপালটা কথা বলে লোক হাসাব, ও আমার দ্বারা হবে না।"

বাবলু বলল, "শোন, আমাদের এবারের এই অভিযানটা কিন্তু অন্যবারের মতো নয়। ওখানে দল বেঁধে আমরা পাঁচজনে একসঙ্গে গেলেই কিন্তু ওরা চিনে ফেলবে। তাই বলি কী, বাচ্চু-বিচ্ছুরও আমাদের সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই। বিলু আর আমি যাই। গিয়ে ওখানকার পরিবেশ দেখি, অবস্থাটা বুঝি। তারপর ফোনে খবর দিলেই পঞ্চুকে নিয়ে হাজির হবি তোরা।"

বিলু বলল, "কাজটা তাতে পাকা হবে। এটুকু জেনে রাখিস, ওরা কিন্তু আমাদের সবাইকেই গ্রাস করবার জন্য হাঁ করে বসে আছে ওখানে।"

বাবলু, বিলু দু'জনেরই কথায় এবারের অভিযানের গুরুত্বটা বুঝল সকলে।

বিচ্ছু বলল, "তোমরা তা হলে গিয়েই ফোন কোরো। আমরা রেডি থাকব।"

বাচ্চু বলল, "ঘটনার গতি যা তাতে শুধু জয়চণ্ডী নয়, মনে হচ্ছে দূরেও কোথাও যেতে হবে আমাদের। বাবলুদারা আগেভাগে গিয়ে দেখুক, তারপর—।"

বিলু বলল, "আমি তা হলে তৈরি হয়ে আসি?"

বাবলু বলল, "না।"

"সে কী! যাবি না?"

"যাব। তবে এখনই নয়। বেলা অনেক হয়েছে। স্নান খাওয়া সেরে দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়ে রাতের চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে যাব। শেষরাতে নেমে পড়ব আদ্রা স্টেশনে। ওখান থেকে রঘুনাথপুরে গিয়ে কাল সকালেই জয়চণ্ডী পাহাড়।"

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এর আর নড়চড় হওয়ার নয়। অতএব সবাই বিদায় নিল একে একে।

রাত্রিবেলা বাবলু আর বিলু দু'জনেই এসে হাজির হল হাওড়া স্টেশনে। সেকেন্ড ক্লাসের দুটো টিকিট কেটে ওরা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেকগুলো বগি নিয়ে ধীর শ্লথ গতিতে বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকল ট্রেনটা। বেশ কয়েকটি থ্রি-টিয়ার স্লিপার কোচও আছে।

বিলু বলল, "এমন জানলে দুটো রিজার্ভেশনও করিয়ে নিতাম রে! দিব্যি আরামে শুয়ে শুয়ে যাওয়া যেত।"

বাবলু বলল, "একটু চেষ্টা করে দেখলে হয়। অনেক স্লিপার কোচ আছে দেখছি। এর একটাতেও কি জায়গা হবে না আমাদের?"

"হওয়া তো উচিত। এ তো আর মুম্বই চেন্নাই মেল নয়, কোথাও না কোথাও দুটো বার্থ পাওয়া যাবেই।"

অতএব ওরা সাধারণ বগিতে না উঠে একজন কোচ অ্যাটেনডেন্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করল।

অল্পবয়সি সি এ চার্ট দেখে বললেন, "এস ফোর-এ হয়ে যাবে। চব্বিশের পর থেকে যে-কোনও দুটো বার্থ তোমরা পছন্দ করে নাও। ট্রেন ছাড়লে আমি যাচ্ছি।"

বাবলু আর বিলু মনের আনন্দে একটা লোয়ার, আপার বার্থ পছন্দ করে নিল। শুধু ওরা নয়, ওদের মতো রিজার্ভ না করা অনেক যাত্রীই উঠল ওদের বগিতে। দেখতে দেখতে সবকটি বার্থই যাত্রীতে ভরে গেল।

ট্রেন ছাড়লে জানলার ধারে বসে অন্ধকারের প্রকৃতি দেখতে লাগল দু'জনে। টিকিয়াপাড়া, দাশনগর, রামরাজাতলা, সাঁতরাগাছি, একের পর এক স্টেশন পার হতে লাগল। অনেকেই বাড়ি থেকে নিয়ে আসা রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লেন। যাদের সঙ্গে ছোট ছেলেপুলে ছিল তারা অনবরত কলকল করতে লাগল।

বাবলু এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে এসেছিল। তাই খেয়েই শুয়ে পড়ল দু'জনে। আসবার আগে বাড়িতে লুচি আলুর দম খেয়েছিল পেটভরে, তাই আর গাড়ির খাবারের প্রয়োজন হল না।

বিলু বলল, "আমার কিন্তু সকলের জন্য মনখারাপ করছে খুব।"

"আমারও। আসলে আমরা তো এইভাবে দলছুট হয়ে রাতের গাড়িতে ট্রেনজার্নি করিনি কখনও। বিশেষ করে পঞ্চুর জন্য মনখারাপ হচ্ছে খুব। ও বেচারি ট্রেনে চাপার জন্য পাগল।"

বাবলুর কথা শেষ হতেই ওপাশের বার্থ থেকে কে যেন বলে উঠল, "আমিও তোমার জন্য পাগল। স্যরি, তোমার একার জন্য নয়। তোমাদের সকলের জন্য। আমার কী সৌভাগ্য যে, পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলুর সঙ্গে আমি এক কামরায় যাচ্ছি। নীচের জন নিশ্চয়ই বিলু?"

যাঃ। ধরা পড়ে গেল। তবুও বাবলু ঘুরে তাকিয়ে বলল, "তুমি!"

"আমার নাম রিমা। রিমা সেন। উত্তর কলকাতায় মেয়েদের হস্টেলে থেকে বেথুনে পড়ি। আজ আমাব আসবার কোনও ঠিকই ছিল না। হঠাৎই দুপুরবেলা বাড়ির জন্য মনটা কেমন করে উঠল, তাই বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশনে এসে রিজার্ভেশনও পেয়ে গেলাম একটা। না হলে অবশ্য লেডিজ কম্পার্টমেন্টে ঢুকে পড়তাম। তবে যা আজকাল ট্রেনের অবস্থা তাতে, বিশেষ করে নাইট জার্নিতে লেডিজ কামরায় উঠতে ভয় করে।"

বাবলু বলল, "তুমি কতদূরে যাবে?"

"আদ্রা। তোমবা?"

"আমরাও তাই যাব। সেখান থেকে বঘুনাথপুর।"

"কোনও আত্মীয় আছে বুঝি?"

"না না, এমনিই। বেড়াতে যাচ্ছি।"

"বুঝেছি। তোমরা জয়চণ্ডী পাহাড়ে যাচ্ছ। কিন্তু এইভাবে তোমরা দলছুট হয়ে তো কোথাও যাও না? অন্তত তোমাদের কাহিনী পড়ে তাই মনে হয়।"

"আসলে আমরা যাচ্ছি একটা লোকেশান দেখতে।"

রিমা শুয়ে ছিল, এবার উঠে বসল। বলল, "তার মানে? তোমরা সিনেমা করছ নাকি?"

"আরে না না। আমরা দিনকতকের জন্য একটু শহরের ঘিঞ্জি পরিবেশের বাইরে থাকতে চাই। এমন এক জায়গায়, যেখানে কেউ আমাদের চিনে ফেলবে না, বিরক্ত করবে না। তাই কে যেন একজন জয়চণ্ডী পাহাড়ের নাম করল। বলল, কাছাকাছি রঘুনাথপুরে থাকারও নাকি জায়গা আছে। সেই কারণেই এসেছি। জায়গা পছন্দ হলে আমরা ফোনে খবর দেব ওদের। ওরা হইহই করে চলে আসবে।"

"ভালই হবে। অমনি আমিও ভিড়ে যাব তোমাদের সঙ্গে।"

ওদের কথোপকথনের ফাঁকেই কোচ অ্যাটেনডেন্ট এসে সেকেন্ড ক্লাস টিকিট স্লিপার ক্লাসে রূপান্তরিত করে বার্থ দিয়ে দিলেন।

রাতের অন্ধকারে ট্রেন ছুটে চলল।

একবার ঘুম চটকে গেলে সহসা ঘুম আসে না বাবলুর। কে জানত যে, এই রাতদুপুরে চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারেও একটা পেতনি ভর করবে ওদের ওপর।

ট্রেন খড়্গপুরে এসে থামল।

বিলু উঠে বসতেই মেয়েটি নেমে এল ওর বার্থ থেকে। তারপর বিলুর মুখোমুখি বসেই বলল, "ট্রেনজার্নিতে আমার একদম ঘুম আসে না। অথচ এক-একজন লোক নাক ডাকিয়ে এমন ঘুমোয় যে, রাগ ধরে যায়।"

বিলু বলল, "আমার কিন্তু ট্রেনের দুলুনিতে ভালই ঘুম হয়। তবে এটা একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি তো! তেমন গতি নেই, তাই ঘুম আসতে চাইছে না।"

"তোমাদের হিরো মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর কোনও সাড়াশব্দ নেই।"

"ঘুমোক। আমি কিন্তু ঘুমোচ্ছি না। আসলে এই লাইনে আমাদের যাতায়াত নেই। অনেকদিন আগে একবার বিষ্ণুপুর যাওয়ার সময় এসেছিলাম এই পথে। তা সেবার ডাকাতের পাল্লায় পড়ে সে কী কাণ্ড!"

"এবারেও যদি ওইরকম হয়?"

"লড়ে যাবো।"

ট্রেন এবার মেদিনীপুর, শালবনি, চন্দ্রকোনা রোড, একের পর এক স্টেশনে থেমে থেমে এগোতে লাগল। চন্দ্রকোনা রোডে ট্রেন থামলে রিমা বলল, "আমাদের দেশ এখানে। কাছেই গড়বেতা। ফের কখনও সময়-সুযোগ হলে একবার গড়বেতায় নেমে গনগনির খুলাটা দেখে যেয়ো।"

বিলু বলল, "সেইরকম ইচ্ছে অবশ্য আমাদের আছে। তবে কিনা সময় ও সুযোগের অভাবে হয়ে উঠছে না।"

এইভাবেই রাত শেষ হয়ে ভোর হল। সামান্য একটু লেট করে ট্রেন যখন আদ্রা স্টেশনে এল তখন সকাল হয়ে গেছে।

ট্রেন থেকে নেমে রিমা বলল, "তোমাদের কাছে আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে।"

বাবলু বলল, "কী!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"সারারাত একসঙ্গে ট্রেনজার্নি করে এলাম। আমি যেমন ক্লান্ত তেমনই তোমরাও। কাছেই আমাদের কোয়ার্টার। ওখানে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে তারপরই জয়চণ্ডীর দিকে যেয়ো। তোমরা চাইলে আমিও তোমাদের সঙ্গ দিতে রাজি আছি। তোমরা তো এই প্রথম আসছ, তাই আমি সঙ্গে থাকলে সুবিধেই হবে তোমাদের। ওখানকার সবাই প্রায় চেনে আমাকে।"

বাবলু বিলুর দিকে তাকালে বিলু ইশারায় রাজি হতে বলল বাবলুকে।

রিমা দারুণ উল্লসিত হয়ে ওদের নিয়ে গেট-এর দিকে এগোতেই একজন মধ্যবয়সি চেকার ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন রিমাকে। বললেন, "হ্যাঁ রে মা, এইভাবে হঠাৎ করে চলে এলি যে? একটা খবর দিবি তো?"

রিমা প্রণাম করে বলল, "তোমাদের জন্য খুব মনখারাপ করছিল বাবা। আসবার সময় পথে এই বন্ধুদের পেলাম। একটু পরে ওদের নিয়ে জয়চণ্ডীতে যাব।"

জয়চণ্ডীর নাম শুনেই কেমন যেন হয়ে গেলেন রিমার বাবা। বললেন, "জয়চণ্ডীতে যাবি? ওখানে এখন না যাওয়াই ভাল। খুব গোলমাল চলছে ওখানে।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "কীসের গোলমাল?"

"ওসব কথা এখন থাক। এখানে ওসবের আলোচনা না হওয়াই ভাল। তোমরা ঘরে যাও।"

রিমা ওদের নিয়ে কোয়ার্টারের দিকে এগোল।

॥ ১১ ॥

আর সমস্ত রেল কোয়ার্টার যেমন হয়, রিমাদের কোয়ার্টারও তার ব্যতিক্রম নয়। চারতলায় টু-রুম-এর ফ্ল্যাট। খুব একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও নয়। সে যাই হোক, বাবলুরা তো এখানে থাকতে আসেনি। চলার পথে সাময়িক বিশ্রাম।

রিমার মা মেয়েকে দেখে যেমন খুশি হলেন তেমনই আনন্দ পেলেন বাবলু ও বিলুকে পেয়ে।

একটু পরে বাবাও এলেন।

এই সকালেই বাবলু, বিলু রিমাদের বাথরুমে স্নানপর্ব সেরে নিয়ে রাতের ট্রেনজার্নির ক্লান্তি সম্পূর্ণরূপে দূর করে নিল।

মা ওদের সকলের জন্য জলখাবারের ব্যবস্থা করলেন।

বাবা বললেন, "তোমরা কি জয়চণ্ডীতে যাবেই ঠিক করেছ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। ওখানে যাব মন করেই আমরা ঘর থেকে বেরিয়েছি।"

"গেলে একটু সাবধানে যেয়ো। শুনেছি ওখানকার সাধুদের নিয়ে কীসব যেন গোলমাল চলছে। পুলিশ গিয়ে প্রচণ্ড মারধোর করে অ্যারেস্টও করেছে কয়েকজনকে।"

"কারণটা কী?"

"তা জানি না। তবে একটি কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরেই ওখানে উত্তেজনা। গ্রামবাসীরাও প্রচণ্ড খেপে আছে এই ব্যাপারে।"

বাবলুর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। এই কিশোর নিশ্চয়ই রেবাদির ভাই।

বিলু চাপা গলায় বলল, "কী করবি রে বাবলু?"

"যাব। যদিও পুলিশের হস্তক্ষেপ হয়েছে, তবুও সবকিছু একবার যাচাই করে দেখা দরকার। কে ওই কিশোর তা সঠিকভাবে না জেনে তো কোনও সিদ্ধান্তে আসা যাবে না।"

রিমার বাবা বললেন, "তোমাদের কথাবার্তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।"

বাবলু বলল, "আমরা অন্য একটা ব্যাপারে আলোচনা করছি।"

রিমা কিন্তু বুঝল সব। অকারণে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কেউ কোথাও যাবে ও তা বিশ্বাস করে না। ওরা যে এই হত্যারহস্যের কিনারা করতেই এখানে ছুটে এসেছে সে-ব্যাপারে ও দারুণভাবে নিশ্চিন্ত হল। তাই বাবাকে বলল, "যেখানে যা কিছুই হোক না কেন তাতে আমাদের কী? পুলিশ যদি যেতে না দেয় তা হলে ফিরে আসব। আর যদি দেখি কোনও ডিসটার্ব নেই তা হলে মন্দিরে পুজো দিয়ে পাহাড়ে উঠে ফিরে আসব কিছুক্ষণের মধ্যেই।"

বাবা বললেন, "বেশি দেরি করিস না তা হলে। সারারাত ট্রেনজার্নি করে এসেছিস। তার ওপরে এই

চনমনে রোদ। শরীর খারাপ হয়ে যাবে। ছেলেদুটোরও একটু রেস্টের দরকার।"

বাবলু বলল, "তবে একটা কথা। আমাদের জন্য কোনও আয়োজন করে রাখবেন না।"

মা বললেন, "সে কী! কেন?"

"আমরা জয়চণ্ডী দেখে আর এদিকে ফিরব না। আসানসোলে আমাদের এক বন্ধুর বাড়ি আছে, সেখানেই চলে যাব।"

বাবা বললেন, "অবশ্যই যাবে। তবে কিনা আজ নয়, কাল সকালে। আজ তোমরা একসঙ্গে ফিরে এসো।"

ওরা আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়ল।

রিমার বাবা ওদের ব্যাগগুলো সযত্নে রেখে দিলেন। বাবলু, বিলুর কোনও আপত্তিই শুনলেন না।

রিমাও বলল, "শুধু আজকের দিনটা, প্লিজ।"

স্টেশনের কাছে থেকেই বাস পেয়ে গেল ওরা। তারপব রঘুনাথপুরে এসে বাস থেকে যখন নামল তখন চারদিকের সুনসান ভাব দেখে অবাক হয়ে গেল।

দূরের একটা টিলার দিকে আঙুল দেখিয়ে রিমা বলল, "ওই তোমাদেব জয়চণ্ডী পাহাড়।"

বাবলু বলল, "একে ঘিরেই এত রহস্য।"

রিমা বলল, "শান্ত নির্জন এই পরিবেশে কোনও রহস্যই নেই। এ হল এক পবিত্র তপোভূমি। তবু তোমরা কেন যে এখানে ছুটে এলে তা বুঝতে পারছি না।"

বাবলু বলল, "তা হলে বলি শোনো, নিখোঁজ হওয়া এক কিশোরের সন্ধানে আমরা এখানে এসেছি।"

"বুঝলাম। এই ব্যাপাবে আরও একটু পবিষ্কাব করে বলায় তোমাদের কি কোনও আপত্তি আছে?"

বাবলু বলল, "না নেই। তুমি অত্যন্ত স্মার্ট মেয়ে। মনে হয় আমাদের কাজে তুমিও একটু-আধটু সাহায্য করতে পারবে। আমাদের উদ্দেশ্য তুমি যখন বুঝেই গেছ তখন আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপাবটাই খুলে বলব তোমাকে।"

রিমা বলল, "সেই ভাল। এইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না।"

ওরা যেখানে বাস থেকে নামল সেইখানেই একটা অস্থায়ী দোকানে বসে চা-বিস্কুট খেয়ে পাহাডেব দিকে এগোল। একপাশে একটি বৃহৎ জলাশয়। অনেকটা দিঘির মতো। তারই পাড়ে একটি পাকুডগাছের নীচে বসল ওরা।

বিলু বলল, "জায়গাটা খুব চেনা চেনা লাগছে।"

বাবলু বলল, "লাগবারই কথা। কেন না একটি বিখ্যাত বাংলা ছবির শুটিং হয়েছিল এখানেই।"

দিঘির ঢালে কচি কচি ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আদুবে মেয়ের মতো পা দোলাতে দোলাতে বিমা বলল, "এবার বলো তো শুনি, তোমাদের ব্যাপারটা কী? এবং কেনই বা তোমরা এসেছ এখানে?"

বাবলু তখন আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল রিমাকে।

শুনেই চমকে উঠল রিমা। বলল, "এত কাণ্ড এই পাহাডটাকে ঘিরে! অথচ এত কাছে থেকেও কিছুই আমরা জানতে পারিনি।"

বাবলু বলল, "কাছে কোথায়? তুমি তো থাকো কলকাতায়। এখানকার ব্যাপারস্যাপার তুমি কী করে জানবে?"

রিমা বলল, "তোমরা কি জানো, একমাস আগেও আমি আমার হস্টেলের বান্ধবীদের নিয়ে এখানে এসে পিকনিক করে গেছি? শুধু তাই নয়, যে চন্দ্রকান্ত গিবির নাম তোমরা করলে, উনি আমাদেরও গুরুদেব। তবে ওই গুরু-হনুমানের নাম আমরা শুনিনি কখনও। তিনি নিশ্চয়ই তৃতীয় কোনও ব্যক্তি। ওঁর রহস্য এখনই উদ্ধার হবে।"

"কীভাবে?"

"এসো না!" বলেই বাবলুর একটা হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলল জয়চণ্ডী পাহাড়ের দিকে।

বিলুও চলল সঙ্গে।

পাহাড়ের কোলে দেবীর মন্দির। কয়েকজন সেবক পূজক ও তন্ত্রাভিলাষী সাধক রয়েছেন সেখানে। এঁরা সকলেই রিমার পরিচিত।

একজন সাধুবাবা বললেন, "কী রে বেটি, এই তো ঘুরে গেলি সেদিন। আবার এলি যে?"

রিমা তখন বাবলু আর বিলুকে দেখিয়ে বলল, "আসলে এই এদের জন্যই এলাম। আমাদের খুব পরিচিত। এরা দু'জনে আসছিল জয়চণ্ডী পাহাড়ে। পথঘাট চেনে না। আমি তাই সঙ্গে এলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"এসেছিস বেশ করেছিস। নে প্রসাদ খা।" বলেই হাঁক দিলেন, "সিধু, এদের একটু প্রসাদ দিয়ে যা না রে!"

প্রসাদ এলে প্রসাদ খেতে খেতে রিমা বলল, "শুনলুম এখানে নাকি ক'দিন আগে খুব ঝামেলা হয়ে গেছে?"

"আর বলিস না। আমরা সারাজীবন এখানে তপজপ সাধন ভজন করে কাটিয়ে দিলাম, ইদানীং হয়েছি কী, যত্তসব চোর ছ্যাঁচোড়ের দল ভেকধারী হয়ে ভণ্ডামি করতে আসে। যে যেখানে পারে একটা করে ছাউনি নিয়ে বসে পড়ে আর ভণ্ডামির চূড়ান্ত করে। পাহাড়ের মাথায় চন্দ্রকান্তবাবা একটা বেদি করিয়েছিলেন। পুরুলিয়ার আশ্রম থেকে এসে মাঝেমধ্যে তপজপ করতেন। শুদ্ধাচারে থাকতেন। অমন মানুষ আর হয় না! কিন্তু হলে কী হবে, উনি যত ভাল, ওঁর চেলা দুটো তত বদ।"

রিমা বলল, "আপনি কাদের কথা বলছেন?"

"ওই যে কান্তিভাই আর শান্তিভাই। এই জয়চণ্ডী পাহাড়ে অশান্তির মূল কারণ ওরা দু'জনেই। ওরাই কোথা থেকে খুঁজেপেতে নিয়ে এসে এক জোচ্চোর ঠগকে বসাল এখানে। দু'হাতে নোট ছড়িয়ে শয়তানরা ভাবলে আমাদের সকলকেই কিনে নেবে। কিন্তু তাই কি হয়?"

বাবলু বলল, "ওরা আসলে চাইছিলটা কী?"

"ওরা চাইছিল এই পাহাড়ের মাথার ওপর চণ্ডীর একটা মন্দির করতে। পাহাড়ের নীচে ওই মন্দির যাত্রীদের জন্য বেশ কিছু লজ করতে।"

"তা যদি হয় তা হলে তো এটাকে আমরা কোনও অন্যায় কাজ বলে মনে করি না। এ অতি উত্তম প্রস্তাব। ভ্রমণার্থীদের কাছে জায়গাটার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে।"

সাধুবাবা বললেন, "তোমরা ছেলেমানুষ বাবা, ওদের ব্যবসায়ী চাল তোমরা কী করে বুঝবে? ওই মন্দিরকে কেন্দ্র করে ওরা ওদের ইনকামের পথ তৈরি করছে। মন্দির আর লজ হবে ওদের ব্যবসার এক-একটি অঙ্গ। তীর্থযাত্রীদের বদলে এখানে তখন শহুরে বাবুরা দলে দলে আসবেন ফুর্তি করতে। আমাদের সাধন ভজন তপজপ মাথায় উঠবে তখন। এই ব্যাপারে প্রথম আপত্তি করেছিলেন চন্দ্রকান্তবাবা। ওরা তখন গায়ের জোর দেখিয়ে ওঁকে দমিয়ে রাখে।"

রিমা বলল, "চন্দ্রকান্তবাবা এখন কোথায়? ওঁর ছাউনি দেখছি না তো?"

"জানি না কোথায়! একদিন রাতের অন্ধকারেই উনি এই জায়গা ছেড়ে চলে যান।"

বাবলু বলল, "তার মানে এই অন্তর্ধান ও রহস্যময়। তা যারা এখানে মন্দির লজ গড়তে চাইছে তারা কারা? কোন সম্প্রদায়ের লোক তারা?"

সাধুবাবা বললেন, "ওরা কোনও সম্প্রদায়েরই লোক নয়। ভেকধারী ভণ্ডের দল। ওদের প্রধান গুরু হনুমান। কোটিপতি সাধু। তবু আমরা বলেছিলাম মায়ের মন্দির যদি করতেই হয় তো এই মন্দিরকে ঘিরেই নতুন মন্দির তৈরি হোক। তাতে মন্দিরও হবে, স্থান মাহাত্ম্যও নষ্ট হবে না। আর লজের বদলে চাই সুবৃহৎ একটি ধর্মশালা। তাতে বাবুরা রাজি নন।"

বিলু বলল, "এই প্রস্তাবও মন্দ নয়।"

"এই প্রস্তাবের পরই আমাদের পেছনে লেগে গেল ওরা। ওদের পোষা গুন্ডারা আমাদের শাসাতে লাগল। বলল, 'আমাদের কাজে যারা বাধা দেবে তাদের মেরে তাড়াব।'"

বাবলু বলল, "শুনলাম ক'দিন আগে একটি কিশোরের মৃত্যুকে ঘিরে এখানে খুব গোলমাল হয়েছে?"

"ঠিকই শুনেছ। বলদেব নামে একটি রাখাল ছেলেকে দিয়ে ওরা প্রায়ই ওদের কাজকর্ম করাত। কিছুদিন আগে একটা ছেলেকে চুরি করে এনে এখানে আটকে রেখেছিল ওরা। তা ওই বলদেব তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। সেই কথা জানাজানি হতেই ওরা বলদেবকে এমন মারে যে, মার সহ্য করতে না পেরে মরেই যায় ছেলেটি। ওরা তখন মরা ছেলেটাকে ফেলে দেয় তালাওয়ের জলে।"

রিমা বলল, "উঃ। কী নৃশংস।"

"তখন আমরা থানা-পুলিশ করি। গ্রামের লোকজনও খেপে গিয়ে চড়াও হয় ওদের ওপর। কান্তিভাই আর শান্তিভাইয়ের মাথা ফাটে।"

বিলু বলল, "ওরা দু'জনে তা হলে চন্দ্রকান্ত গিরির সঙ্গে যায়নি?"

"না।"

"তার মানে বোঝাই যাচ্ছে ওরা গুরু হনুমানেরই লোক।"

"ওরাই তো আনিয়েছে ওদের।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই প্রসঙ্গে আর কোনও কথা নয়। ওরা তিনজনে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল পাহাড়ের ওপরে।

এক জায়গায় একটি ছোট্ট গুহার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। চিড়িয়াখানায় বাঘের খাঁচার কাছে গেলে যেমন গন্ধ বের হয় ঠিক সেইরকমই একটা গন্ধ বেরিয়ে আসছে গুহার ভেতর থেকে।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার রে! এর ভেতরে বাঘ টাঘ নেই তো?"

বাবলু বলল, "অসম্ভব কিছু নয়। তবে কিনা গর্তের মতো এত ছোট গুহায় তো বড় বাঘ থাকবে না। নেকড়ে জাতীয় গো-বাঘা থাকতে পারে।"

রিমা বলল, "অথবা শেয়াল।"

সেই জায়গাটা পেরিয়ে আরও একটু ওপরে উঠতেই ওরা দেখল একটা ছাউনির ভস্মাবশেষ। অর্থাৎ ক্ষিপ্ত জনতা গুরু হনুমানের ডেরায় অভিযান চালিয়ে এই হাল করেছে।

চারদিক শুনশান। কেউ কোথাও নেই।

রিমা একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল ধপ করে। বলল, "ছোট পাহাড়। কিন্তু যা খাড়াই, উঠতেই দম বেরিয়ে গেল!"

বাবলু আর বিলু তখন সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হাতড়ে হুতড়ে ওদের কাজে লাগে এমন কিছু যদি পাওয়া যায় তারই অনুসন্ধান করতে লাগল।

এক জায়গায় আধপোড়া একটা টাকার বাণ্ডিল কুড়িয়ে পেল ওরা। আর এক জায়গায় যা পেল তাতেই ওদের পরিশ্রম সার্থক হল। দেখা গেল হিন্দি ইংরেজি ও বাংলায় লেখা একাধিক চিঠির কয়েকটা বাণ্ডিল। সেইসব চিঠি পড়ে কান মাথা যেন গরম হয়ে উঠল। বহু চিঠির মধ্যে কিছু পুড়েছে কিছু পোড়েনি। না-পোড়া অংশগুলো পুলিশের হাতে পড়লে অনেক রাঘব বোয়ালও ধরা পড়বে। খামের ওপরে লেখা ঠিকানাগুলোও খুবই স্পষ্ট।

বিলু বলল, "কী বুঝলি বাবলু?"

বাবলু বলল, "আর ওদের পালাবার পথ নেই। এখন আমাদের কাজ হবে শিকারি বেড়ালের মতো এক-পা এক-পা করে ওদের মূল ঘাঁটির দিকে এগিয়ে যাওয়া। গুরু হনুমানের মুখোশ এইবার আমরা খুলব।"

বিলু বলল, "ওইসব চিঠি পড়ে মনে হল, এদের দলে কাকের মাংস কাকে খায়।"

"তা তো দেখছি রে ভাই! কালো দত্ত, বানটুসহ ওদের সকলকে মারবার পরিকল্পনা করেছিল এবং নিখুঁতভাবে।"

"এবং সেই কারণেই হাই রোডের ওই বাড়িতে অত আর ডি এক্স জমিয়ে রেখেছিল ওরা।"

"কালো দত্ত এমনিতেই ভাল লোক নয়, ওরা তাকেও ব্ল্যাকমেল করছিল। শেষমেশ বুদ্ধি খাটিয়ে পাগল করে দিল লোকটাকে।"

"তা হলে এখন?"

"তদন্ত করে দেখতে হবে অধর দত্তর ফাঁদে গুরু হনুমান, না ওরই ফাঁদে অধর দত্ত?"

"তোর কী মনে হয় বাবলু?"

"আমার মনে হয় অধর দত্তকে শিখণ্ডী করে কাজটা করিয়ে নিলেন গুরু হনুমানই। দিওতিমাকেও অপহরণ করলেন অরুণবাবুর ওপর প্রতিশোধ নেবেন বলে।"

"আর দেবাংশু?"

"ওর ব্যাপারটা আলাদা। ও নিজে থেকে এখানে এসে চন্দ্রকান্ত গিরির আশ্রয় না নিলে এদের খপ্পরে পড়ত না। যাই হোক, এখন ওদের ওই মূল ঘাঁটির ঠিকানা ধরে ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারলেই দিওতিমাকে উদ্ধার করা যাবে। আর তখনই আমাদের টার্গেট হবে গুরু হনুমান ও অধর দত্ত।"

"শুধু দেবাংশু যা আড়ালে রয়ে গেল, কী বল?"

"ও তো এখন পলাতক। যদি বুদ্ধি করে বাড়ি চলে গিয়ে থাকে তা হলে ওকে নিয়ে আর দুশ্চিন্তা নেই। এখন আমাদের মান মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে দিওতিমার ওপর।"

রিমা দূরে বসে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল এতক্ষণ। এবার কাছে এসে বলল, "আর কতক্ষণ অনুসন্ধান চালাবে তোমরা?"

"আমাদের এখানকার কাজ শেষ।"

"সত্যি!"

"হ্যাঁ। এখানে এসে আমরা এমন কিছু মূল্যবান তথ্য পেয়েছি, যার ফলে আমাদের তদন্তের কাজ তরতর করে এগোবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"কী পেয়েছ দেখাও।"

বাবলু সেই আধপোড়া নোট ও চিঠির বাণ্ডিলটা দেখাতেই রিমা ওগুলোকে ঠাট্টা তামাশা মনে করে বাবলুর হাতে এক ঝটকা দিল। দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল সে। আর সেই টাকা ও মূল্যবান চিঠিগুলো গিয়ে পড়ল পাহাড়ের পেছনদিকে ঝোপজঙ্গলের ভেতর।

বাবলু, বিলু দু'জনেই হায় হায় করে উঠল।

বাবলু বলল, "এ কী করলে তুমি! এমন ছেলেমানুষি কেউ করে?"

বিলু বলল, "আমাদের কী অপরিসীম ক্ষতি হয়ে গেল তা তুমি জানো?"

কাজটা যে খারাপ হয়েছে তা বুঝতে পেরে রিমা মাথা হেঁট করল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "আমাকে ক্ষমা করো তোমরা। আমি মনে করেছিলাম তোমরা আমার সঙ্গে রসিকতা করছ।"

বিলু বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন উপায়?"

"যেভাবেই হোক উদ্ধার করতেই হবে ওগুলোকে। ওই চিঠিগুলোও যেমন জরুরি, টাকাগুলোও তেমনই মূল্যবান। ওগুলো ব্যাঙ্ক ডাকাতির টাকা অথবা জাল নোট কিনা সেটাও তো জানা দরকার।"

"কিন্তু ওগুলো যেখানে পড়েছে সেখানে তুই যাবি কী করে?"

"যেভাবেই হোক যেতেই হবে।"

রিমা বলল, "এইসব পাহাড়ে ওঠানামায় তোমরা অনভ্যস্ত। অতএব এই কাজটা আমাকেই করতে দাও।"

বাবলু বলল, "না। তুমি আর বিলু নীচে নেমে ওই বড় পুকুরের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি ওগুলোকে উদ্ধার করে পাহাড়ের পেছনদিক দিয়ে নীচে নেমে যাই।"

"কিন্তু ওদিকে তো জঙ্গল।"

"উপায় নেই। এদিক দিয়ে একবার নামা শুরু করলে আর ওঠা যাবে না। এত বড় বড় পাথর টপকে উঠব কী করে?"

বিলু বলল, "জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নামতে পারবি?"

"জঙ্গল আছে বলেই তো নামতে পারব। গাছের ডাল ধরে ধরে ঠিক নেমে যাব। তোরা আর দেরি করিস না, যা।"

রিমাকে নিয়ে বিলু চলে গেলে বাবলু পাথরের খাঁজ বেয়ে এ-পাথর থেকে ও-পাথরে লাফিয়ে অনেকটা নেমে একটা পলাশগাছের গুঁড়ির পাশে ছোট্ট একটি ঝোপের মধ্যে দুটো বাণ্ডিলই পেয়ে গেল।

টাকার বাণ্ডিলটা পকেটে নিয়ে চিঠির বাণ্ডিলে খামের ওপর লেখা ঠিকানাটায় আরও একবার বেশ ভাল করে চোখটা বুলিয়ে নিল। মার্কণ্ডেয় আশ্রম। কাকোলাত। নওয়াদা, বিহার। আর ভুল হবে না। মনের কম্পিউটারে বরাবরের জন্য পোস্টিং হয়ে রইল ঠিকানাটা। ওইখানে হানা দিয়ে দিওতিমাকে উদ্ধার করতে পারলে জয়জয়কার পড়ে যাবে ওদের।

আশায় আনন্দে বুক যেন ভরে উঠল বাবলুর। সে খামের বাণ্ডিলটা আর-এক পকেটে পুরে নামবার জন্য কয়েক পা যেই এগিয়েছে অমনই কী দেখে যেন থমকে দাঁড়াল ও।

বাবলু দেখল ওর চোখের সামনে পাহাড়ের গায়ে একটি গুহাকৃতি অংশ তারের জাল দিয়ে ঘেরা। গুহার মুখটা কাঠের পাটাতন দিয়ে ঢাকা। সেটাতেও আবার তালা দেওয়া। আর গুহার গায়ে পাহাড়ের ফাটলের যে ঘুলঘুলিটা আছে সেখানে চোখ রেখে কার সঙ্গে কী যেন ফিসফিস করে কথা বলছে বছর দশেকের একটি মেয়ে।

মেয়েটি বোধহয় জঙ্গলের শুকনো কাঠ কুড়োতে এসেছিল।

বাবলুকে দেখেই কেঁদেই ফেলল ভয়ে।

বাবলু বলল, "কী রে! কাঁদছিস কেন? আমি কি কিছু বলেছি তোকে?"

মেয়েটি বলল, "না।"

"তবে? কী দেখছিস ওখানে? কার সঙ্গে কথা বলছিস?"

"হনুমানবাবার লোকেরা একটা মেয়েকে এর ভেতরে আটকে রেখেছে। ও বলছে বাইরের তালাটা ভেঙে দিতে। কিন্তু আমি কি পারি? ও বলছে কাউকে ডেকে আনতে। কিন্তু জানতে পারলে ওরা আমার মাকে, বাবাকে, আমাকে সবাইকে মেরে ফেলবে। ক'দিন আগে বলদেবকে পিটিয়ে মেরেছে ওরা।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি। ওকে বল কোনও ভয় নেই। আমি ওকে উদ্ধার করছি তালা ভেঙে।"

বাবলু এবার যথাশক্তি প্রয়োগ করে তালা ভাঙার কাজে লেগে গেল। একটা ভারী পাথর দিয়ে ঠোকাঠুকি করতেই শুধু তালা নয়, কাঠের আগড়টাও ভেঙে গেল সেই আঘাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাইরের জগতের আলোয় ভরে উঠল সংকীর্ণ গুহাটা। গুহার ভেতরে যে ছিল তাকে দেখেই চমকে উঠল বাবলু। এ তো সেই মেয়ে। যার সন্ধানে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা।

বাবলু বলল, "দিওতিমা তুমি!"

দিওতিমা বলল, "তুমি এখানে!"

"তোমার খোঁজেই তো হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা! সেদিন না তুমি বানর দেখে চেঁচিয়ে উঠবে, না আবার ওদের খপ্পরে পড়ে যাবে। যাই হোক, এখন আর তোমার কোনও ভয় নেই। আমার এক সঙ্গী বিলু, আর রিমা নামে আমাদের এক বান্ধবী পাহাড়ের নীচে অপেক্ষা করছে। শিগগির এসো আমার সঙ্গে।"

প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো দিওতিমার মুখ। রাজহংসীর মতো দুগ্ধধবল গায়ের রং। আর ভ্রমরের মতো দুটি চোখ। কিন্তু তবুও সে বড় ম্লান। ওর চোখের কোল বেয়ে নেমে এল জলের ধারা। জীর্ণ মলিন সাদা আদ্দিব ফ্রকটা একটু-আধটু পিঁজেও গেছে। দিওতিমা অতিকষ্টে বলল, "আমার তো এক পাও যাওয়ার সাধ্য নেই। আজ তিনদিন আমি প্রায় না খেয়ে আছি। কিছু বিস্কুট আর পাউরুটি ছিল আমার কাছে। জল ছিল একদিনের মতো। তাই খেয়ে কোনওরকমে বেঁচে আছি।"

ওর কথা শুনে বাবলুরও চোখে জল এল।

বাবলু বলল, "বুঝেছি। এই মুহূর্তে তোমার কিছু খাবারের প্রয়োজন। কিন্তু কোনওরকমে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে না এলে তোমার প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব! আর তোমাকে এখানে বসিয়ে রেখে আমি যে খাবারেব সন্ধানে যাব, এমন ভুলও আমি করব না।

সেই ছোট্ট মেয়েটি সব শুনে বলল, "তোমরা একটু বোসো। আমি এক্ষুনি খাবার নিয়ে আসছি। যাব কি আসব।"

পাহাড়ের এদিক থেকে তালাও-এর দিকটা একদমই চোখে পড়ে না। বাবলু তাই শত চেষ্টা করেও রিমা অথবা বিলু, কাউকেই দেখতে পেল না।

এখন চৈত্র মাস। তায় বেলা অনেক। রোদের তাপ আর সহ্য হচ্ছে না।

বাবলু তবুও একটি ছায়াশীতল গাছের নীচে দিওতিমাকে প্রশস্ত একটা পাথরের ওপর বসিয়ে বলল, "ওরা তোমাকে নিয়মিত খেতে দিত?"

"হ্যাঁ দিত। যেদিন এখানে নিয়ে এল সেদিন তো খুব যত্ন করে খাওয়াল। তারপর কী যে হল, আমাকে টানতে টানতে এইখানে নিয়ে এসে সেই যে 'আসছি' বলে চাবি দিয়ে চলে গেল, আর এল না। এদিকে আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। এখন বুঝতে পারছি খাঁচায় পোরা পাখিগুলোর অবস্থা কীরকম হয়।"

বাবলু বলল, "ভাগ্য ভাল যে, আমরা এখানে এসে পড়েছিলাম। তাই এত সহজে তুমি মুক্তি পেলে। আসলে ওরা একটা পুলিশি ঝামেলায় হঠাৎ করে জড়িয়ে পড়াতেই এই বিপত্তি ঘটেছে। গ্রামবাসীরাও খেপে গেছে ওদের ওপর। ওদের তাঁবুটাবু সব পুড়িয়ে দিয়েছে। প্রাণ নিয়ে পালাবার সময় তোমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না বলেই আটকে রেখেছে এখানে। তবে কিনা সময় করে ওরা আসবেই, এসে ওদের মূল ঘাঁটিতে তোমাকে নিয়ে যাবে।"

"সেইরকম আলোচনা ওদের মুখেও শুনেছি আমি। কী যেন নাম জায়গাটার, কাকোলাত না কী যেন। ওটা নাকি বিহারের কাশ্মির।"

"বলো কী! তুমি কী করে জানলে?"

"ওদের মুখেই শুনেছি।"

এমন সময় ছোট মেয়েটি গোটা-চারেক রুটি আর বাতাসা নিয়ে এসে খেতে দিল দিওতিমাকে। বুদ্ধি করে প্লাস্টিকের একটা বোতলে ভরে জলও এনেছিল এক বোতল।

খিদের জ্বালায় তা-ই গোগ্রাসে খেয়ে নিল দিওতিমা। তারপর জল খেয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল, "আঃ।"

বাবলু ছোট্ট মেয়েটির গাল টিপে আদর করে বলল, "তোর নাম কী রে?"

মেয়েটি বলল, "আমার নাম তুলু।"

"তোর মা-বাবা আছে?"

"হ্যাঁ। আমার মা বলেছে তোমরা আজ আমাদের বাড়িতে খাবে।"

"বলিস কী রে!"

"সত্যি বলছি।"

"কী খাওয়াবি তোরা?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"যা তোমরা খেতে চাইবে। কলমিশাক ভাজা, পুঁটিমাছের ঝোল, আমের চাটনি আর ভাত। যদি মাংস খেতে চাও তা হলে আমাদের হাঁস-মুরগি আছে, খাইয়ে দেব।"

বাবলু বলল, "তোর কথা শুনে জিভে জল আসছে রে! চল তবে।"

এতক্ষণে স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়াল দিওতিমা। তারপর বাবলুর কাঁধে ভর দিয়ে তুলুর একটা হাত ধরে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে চলল নীচের দিকে। তুলু সঙ্গে থাকায় পথ চেনার অসুবিধে হল না।

পাহাড়ের নীচে কলাবনের ধারে ছোট্ট একটি পর্ণকুটিরে এসে আশ্রয় নিল ওরা। বেশ শান্ত নির্জন পরিবেশ এখানে। ঘনবসতি নেই। লোকজনও খুব কম।

তুলুর বাবা ঘরে ছিলেন না।

মা খুব আদর-যত্ন করে ঘরের ভেতর ডেকে এনে তক্তপোশের বিছানায় বসালেন ওদের। তারপর সব শুনে বললেন, "তোমরা একটু বিশ্রাম নাও। তারপর স্নান-খাওয়া সেবে বেলাবেলি চলে যাও এখান থেকে। না হলে যদি ওরা মেয়েটার খোঁজে এখানে আসে, তা হলে আবার ওদের খপ্পরে পড়ে যাবে ও। তার চেয়েও বেশি বিপদ হবে আমাদের। মারধোর করবে, ঘরে আগুন দেবে।"

বাবলু তুলুর মাকে বলল, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে একটা কাজ করুন, আমি আপনাকে একশোটা টাকা দিচ্ছি। এই টাকা নিয়ে আপনি যা হয় কিছু কিনে আনুন। আর আমাদের আরও দুই সঙ্গী আছে, তাদের জন্যও ব্যবস্থা করুন কিছু। গরম গরম ডাল, ভাত আর একটা ডিম সেদ্ধ হলেই হয়ে যাবে আমাদের।"

তুলুর মা লজ্জা পেয়ে বললেন, "ওমা! সে কী কথা? গরিবের ঘরে দুটো ডাল-ভাত খাবে তার জন্য টাকা দেওয়া কেন? ও টাকা তুমি রেখে দাও বাবা। আমার যা জোটে তাই আমি খেতে দেব তোমাদের।"

বাবলু বলল, "তবু রাখুন না আপনি।"

"টাকা নিয়ে কী করব? এখানে কিনেকেটে আনার মতো কিছুই পাব না এখন। ও তুমি রাখো, বরং ডেকে নিয়ে এসো তোমার সঙ্গীদের।"

বাবলু দিওতিমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে তুলুকে সঙ্গে নিয়ে চলল বিলুর খোঁজে। কিন্তু তালাও পেরিয়ে মন্দিরে গিয়ে যে নিদারুণ সংবাদ পেল, তাতে ওর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল যেন।

আতঙ্কিত সন্ন্যাসীরা বললেন, "সর্বনাশ হয়ে গেল বাবা। একেবারে দিনে ডাকাতি হয়ে গেল।"

"কেন! কী হল?"

"চারজন সশস্ত্র বন্দুকধারী এসে ছেলেমেয়ে দুটোকে তুলে নিয়ে গেল। ভাগ্যে তুমি ছিলে না ওদের সঙ্গে। না হলে তোমাকেও নিয়ে যেত। কিন্তু তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

"আমি একটু ভুল পথে পাহাড়ের অন্যদিকে নেমে পড়েছিলাম। এই মেয়েটি আমাকে পথ চিনিয়ে এদিকে নিয়ে এল।"

"চিনি তো মেয়েটাকে।"

"ওরা কি গাড়ি নিয়ে এসেছিল?"

"হ্যাঁ। একটা পুরনো অ্যামবাসাডার।"

বাবলু আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। তুলুকে ইশারা করেই দ্রুত ছুটল ওদের বাড়ির দিকে। ঠিক সময়মতো পৌঁছতে না পারলে দিওতিমাকেও কিডন্যাপ করবে ওরা। অবশ্য যদি ওরা ওর সন্ধান ওখানেই পেয়ে থাকে।

হঠাৎই তুলুর চিৎকারে সচকিত হল বাবলু।

দেখল খোলা মাঠের ওপর দিয়ে প্রাণপণে ছুটে চলেছে দিওতিমা। ওর পেছনে ধাওয়া করেছে দু'জন দুষ্কৃতী।

বাবলু চেঁচিয়ে ডাকল, "দি-ও-তি-মা।"

দিওতিমার ছোটার গতি স্তব্ধ হতেই একজন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

আর-একজন বলল, "তুই ওটাকে মেন রোডে নিয়ে যা বিশু, আমি এটাকে দেখছি।"

বাবলু বলল, "খবরদার। ওই মেয়ের গায়ে হাত দিবি না কেউ। ছাড় বলছি।"

"ছাড়ার কথা পরে। আগে তো তোর দফাটা খাই।"

বাবলু বলল, "কে কার দফা খায় এবার দ্যাখ।" বলেই ওর পিস্তলটা বের করল।

ওদিকে দিওতিমা সেই লোকটির হাতে মোক্ষম একটা কামড় দিয়েই প্রাণপণে আবার ছোটা শুরু করেছে।

বাবলুও আর কালবিলম্ব না করে তার দিকে ধেয়ে আসা আততায়ীকে টার্গেট করে পিস্তলের ট্রিগার টিপেছে, "ডিসুম।"

বিশুর ভয়ার্ত স্বর শোনা গেল তখন, "অ-ঞ্জ-ন-দা-আ-।"

অঞ্জনদা তখন কাঁধে গুলি খেয়ে ছটফট করছে।

বাবলুর হাতে পিস্তল আর অঞ্জনদার ওই অবস্থা দেখে বিশু তখন আক্রমণের চেষ্টা না করে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে গেল।

লোকটা যাতে পালাতে না পারে সেজন্য তার দিকেও টার্গেট করল বাবলু।

দিওতিমা তখন হঠাৎ ভয়ার্তস্বরে চিৎকার করে উঠল।

আর বাবলু? ওর চোখের সামনে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। কী যে হল কিছু বোঝার আগেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

॥ ১২ ॥

এবারে বিলু ও রিমার কী হল দেখা যাক। ওরা তো দু'জনে পাহাড়ের বড়-বড় পাথরের চাঁইগুলো ধরে নেমে এল কিছু সময়ের মধ্যেই। তারপর সাধুবাবাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে তালাওয়ের ধারে যেই না এসেছে অমনই দেখল কোথা থেকে যেন একটা অ্যামবাসাডার ঝড়েব বেগে এসে ব্রেক কষল ওদেব সামনে।

সাধুরা হইহই করে ছুটে আসতেই দু'জন লোক গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে বন্দুক তাগ করল সাধুদেব দিকে।

আর দু'জন এসে চেপে ধরল ওদের।

একজন রিমার হাত ধরে বলল, "এ মেয়ে তো সে মেয়ে নয়।"

"ঠিক বলছিস?"

"তাকে আমি নিজে হাতে বন্দি করে রেখেছি এখানে। ভ্রমরেব মতো চোখ, ডালিমের মতো গাল তাব। ঠিক যেন স্বপনপুরীর রাজকন্যা।"

"তা হোক। একেও নিয়ে চল। এটা হচ্ছে ওই পাঁচজনেবই দলেব মেয়ে। কী নাম যেন এর? বাচ্চু না বিচ্ছু।"

রিমা ভয়ে কেঁদে ফেলেছে তখন। বলল, "বিশ্বাস করুন, আমি কারও কোনও দলের মেয়ে নই। আমার নাম রিমা। আমার বাবা রেলের চেকার। আদ্রা স্টেশনে গেলে...।"

"চোপ।"

ওরা ততক্ষণে ওদের দু'জনকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে বড় রাস্তায় চলে এসেছে। গাড়িটাকে লোকালয়ের বাইরে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় একটি গাছের আড়ালে রেখে বলল, "ঠিক বলছিস, তুই ওই পাঁচজনের কেউ নয়? তোর বাড়ি কোথায়?"

"আদ্রায়। আমার বাবার নাম— ।"

"এই ছেলেটা তোর কে হয়?"

বিলু বলল, "আমি ওর মামাতো ভাই। আমার নাম দিবাকব।"

আর একজন বলল, "মনে হয় ঠিকই বলছে। আমাদেরই রং টার্গেট। তা ছাড়া ওরা হলে পাঁচজনই থাকত। সঙ্গে সেই হাড়জ্বালানো কুকুরটা। ওটাকে কোনওরকমে গুলি করে মাবতে পারলে এমন চমৎকার একটা শ্রাদ্ধবাসর বসাতাম না, সেই আসরে শুধু হিন্দি গানের ফোয়ারা ছুটত।"

"ওসব বাজে কথা রাখ। এখন পেছনদিক দিয়ে পাহাড়ে উঠে নামিয়ে আন মেয়েটাকে। আজ সন্ধের মধ্যে আসানসোলের ব্লু-স্টারে না পৌঁছলে আমাদের চাকরি থাকবে না।"

"আমি বলি কী, অঞ্জন আর বিশু যাক।"

"যে যাবি যা। তাড়াতাড়ি কর।

অঞ্জন আর বিশু গাড়ি থেকে নামতেই একজন বলল, "বন্দুক রেখে যা। না হলে গ্রামের লোকে সন্দেহ করবে।"

বিশু আর অঞ্জন সাধারণভাবে চলে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রিমা কাতরভাবে দুষ্কৃতী দু'জনকে বলল, "তোমরা আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা তো কোনও দোষ করিনি। তা ছাড়া যাদের কথা বলছ তোমরা, তাদের ব্যাপারে কিছুই জানি না আমরা।"

দুষ্কৃতী দু'জন নিজেদের ভেতর চাপা গলায় ফিসফিস করে কী যেন বলাবলি করল এবার।

তারপর একজন বলল, "যা ভাগ। আমাদের কথা কাউকে বলবি না, বুঝলি?"

"জানি। বললে তোমরা আমাদের মেরে ফেলবে। আজ না হয় কাল ঠিক বদলা নেবে তোমরা।"

"বাঃ। এই হচ্ছে সত্যিকারের বুদ্ধিমতী মেয়ে। কিন্তু এই ভিজে বেড়ালটাকেও একটু সমঝে দিস। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটু অন্য গন্ধ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে কী যেন একটা প্যাঁচ কষছে হতচ্ছাড়াটা।"

রিমা চোখের জল মুছে বলল, "ও কিছু না। আসলে গ্রামের ছেলে তো। তাই খুব ভয় পেয়েছে তোমাদের দেখে। কাউকে কিচ্ছুটি বলবে না ও।"

"না বললেই ভাল। অপঘাতে মরার হাত থেকে বাঁচবে।"

এমন সময় আদ্রাগামী একটি বাস এসে পড়ায় ওরা বলল, "যা। তোদেব বাস এসে গেছে। কেটে পড় শিগগির।"

রিমা হাত দেখিয়ে বাস থামিয়ে বলল, "বিলুদা চলে এসো। আর এখানে থাকা ঠিক নয়।"

বিলুও এদের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য রিমার সঙ্গে বাসে উঠল।

বাস চলতে শুরু করলে দুষ্কৃতীদের একজন বলল, "বিনাদা, মনে হয় এরা তারাই। রীতিমতো নাটক করে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে গেল।"

"তার মানে?"

"ছেলেটা ওর নাম কী বলেছিল?"

"দিবাকর।"

"মেয়েটা বাসে ওঠাব সময় ছেলেটাকে কী বলে ডাকল?"

"বিলুদা।" বলেই বলল, "মাই গড। একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়ে চলে গেল রে!"

"তা যাক। তবে দিওতিমা নামের ওই মেয়েটার সন্ধান যে ওরা পায়নি তাই ঢের।"

"কিন্তু ওদের কুকুরটা নেই কেন? সেটা গেল কোথায়?"

"জানি না। তবে ওদের দলে বিলু নামের একটা ছেলে যে আছে তা আমি জানি।"

"বুঝলি, এখনও চেষ্টা করলে ও দুটোকে কিন্তু ধরা যায়। গাড়ি নিয়ে তাড়া করলে অল্প সময়ের মধ্যেই ধরে ফেলব ওদের।" বলতে বলতে ওরা গাড়ির কাছ থেকে একটু তফাতে সরে এল।

"ওই গাড়ির প্যাসেঞ্জাররা যদি রুখে দাঁড়ায়?"

"আমাদের দু'জনের হাতে দুটো বন্দুক দেখলে রুখে দাঁড়ানো দূরের কথা, কুকুরের মতো কুঁই কুঁই করবে।

ওরা দু'জনে যখন এইসব আলোচনা করছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা ইট এসে পড়ল গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের কাচে।

বিনাদা আর ভচা তখন 'গেল রে গেল রে' করে ছুটে গেল গাড়ির দিকে।

বিনাদা হেঁকে বলল, "কে! কে ইট ছুড়ল রে?"

উত্তর এল, "আমি বিল্লু। না না বিলু। পাণ্ডব গোয়েন্দার।"

ভচা তখন বন্দুক উঁচিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "হিম্মত থাকে তো সামনে আয়। কোথায় তুই?"

দূর থেকে রিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আমি এ-খা-নে-এ।"

ওরা কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে ছুটে গেল। তারপর কাউকেই দেখতে না পেয়ে বলল, "সামনে আয় বলছি।"

বিলুর গলা শোনা গেল এবার পেছনদিক থেকে, "হাতে বন্দুক নিয়ে যারা ভয়ে থরথর করে কাঁপে, আমরা সামনে গেলে তাদের না জানি কী অবস্থা হবে!"

বিনাদা চেঁচিয়ে বলল, "তোদের মরণদশা এবার সত্যিই ঘনিয়েছে দেখছি।"

ভচা বলল, "একটি গুলিতে তোদের খুলি আমি ফুটো করে দেব।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই ভচার মুখে একতাল পচা গোবর, আর বিনাদার মুখে একটা ভারী পাথর এসে পড়ল।

দু'জনেই তখন 'এ হে হে' করে মুখ ঢেকে বসে পড়েছে।

বিলু আর রিমা বাসে উঠেছিল বটে, কিন্তু পরের স্টপে পৌঁছনোর আগেই বাস থেকে নেমে পড়েছিল।

রিমা দারুণ ভয় পেয়ে বলেছিল, "এ কী! তুমি নেমে পড়লে কেন?"

"বাবলুর জন্য। ওকে এই বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে আমি কখনও চলে যেতে পারি? বিশেষ করে শয়তানদের দু'জন যখন পাহাড়ের পেছনদিকে গেছে তখন বাবলুকে দেখলেই ধরবে ওরা। অতএব যেভাবেই হোক রুখে দাঁড়িয়ে বাধা দিতে হবে ওদের।"

"আমার কিন্তু ভয় করছে খুব।"

"স্বাভাবিক। অভ্যাস তো নেই। তুমি বরং পরের বাসে বাড়ি চলে যাও। গিয়ে ওখানকার থানায় খবর দাও একটা।"

রিমা হঠাৎ রুখে দাঁড়িয়ে বলল, "না। সাময়িকভাবে আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ঠিকই, তবে এখন আমার মধ্যে বিদ্রোহী সত্তাটা জেগে উঠেছে আবার। চলো দেখি শয়তানগুলোর কাছে। দু'জনে মিলে উচিত শিক্ষা দিই।"

এই বলে ওরা আবার প্রত্যাবর্তন করল।

রিমা বলল, "মেন রোড ধরে নয়, একটু বাঁকা পথে যেতে হবে আমাদের। এখানকার পথঘাট সব আমি চিনি। হরীতকী বাগানের ভেতর দিয়ে গিয়ে মহুয়াবনে পড়ব। ওইসব মহুয়াগাছগুলো বহু প্রাচীন। ইতিমধ্যে অনেক গাছ কাটা হয়েছে যদিও, তবুও যা আছে তার আড়াল থেকে নজর রাখব ওদের ওপর।"

"তুমি কিন্তু সবসময় দূরে দূরে থাকবে।"

"কেন, সামনে যাব না কেন?"

"ওরা সশস্ত্র। যদি গোলাগুলি চালাতে শুরু করে তো মরবে। ওদের তো কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই।"

"এই জায়গায় গুলি চালিয়ে গ্রামের লোককে খেপিয়ে তোলার মতো ভুল কি ওরা সত্যিই করবে? তা ছাড়া ওদের গুলিতে তুমিও শেষ হয়ে যেতে পারো।"

"আমার জন্য চিন্তা কোরো না। এসবে দারুণ অভ্যস্ত আমরা। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে তোমার দূরে থাকা প্রয়োজন। আমার কোনও বিপদ হলে তুমি আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজন ডেকে আনতে পারবে।"

বিলুর পরিকল্পনামতো তাই হল।

মহুয়াবনে এসে একটি বিশাল মহুয়াগাছের খানিক ওপরে উঠে মোটা মোটা দুটি ডালের মাঝখানে বসে ঘন পাতার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে শ্যেনদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল রিমা।

আর বিলু করল কী, ছোটখাটো ঝোপঝাড় ও বিশাল গুঁড়ির একটি প্রাচীন বটগাছের আড়াল থেকে কান পেতে ওদের কথা শুনে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য আচমকা একটা ইট ছুড়ে গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের কাচটা ভাঙল। তারপর ওদের হতচকিত অবস্থা দেখে এ-গাছ সে-গাছের আড়াল থেকে পচা গোবর ও পাথর ছুড়ে ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করল।

তারপর নিজে আত্মপ্রকাশ করে রিমাকে ডেকে দুষ্কৃতীদের বন্দুকগুলো কেড়ে নেওয়ার জন্য যেই না কয়েক পা এগিয়েছে অমনই ভয়ংকর হাঁকডাক করে ওর দিকে তেড়ে এল কয়েকটা শিকারি কুকুর।

কুকুরগুলো এমনই মারাত্মক যে, পেলে বুঝি ছিঁড়ে খাবে।

বিলু তখন উপায়ান্তর না দেখে ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল একটা গাছের ওপর।

কয়েকজন আদিবাসীও তির-কাঁড় নিয়ে ছুটে এল সেখানে। আসলে এরা এসেছিল জঙ্গলে পাখি শিকার করতে। ইতিমধ্যে কুকুরগুলো এইরকম পরিবেশে অন্য চেহারার বিলুকে দেখে তেড়ে আসে। তবে এইসব কুকুরের ধর্ম হল চেঁচিয়ে মাত করে দলেব লোকদের ডাকিয়ে আনা। নির্দেশ না পেলে কাউকেই কামড়ায় না ওরা।

রিমাও তখন বিলুর অবস্থা দেখে ছুটে এসেছে।

তারপর ওদের বিপদের কথা আদিবাসীদের বুঝিয়ে বলতেই সবাই হইহই করে ছুটল বড় রাস্তার দিকে।

ততক্ষণে পাখি ফুড়ুত। বিনাদা, ভচা কেউ নেই। নেই সেই গাড়িটাও।

কিন্তু বাবলু ফিরে আসছে না কেন? ওর কি কোনও বিপদ হল? ওরা আবার সেই মন্দিরের কাছে গেল। ওদের শত্রুকবল-মুক্ত হতে দেখে সাধু সম্প্রদায় বিস্ময়ে হতবাক হলেন। কিন্তু বাবলুর ব্যাপারে কেউ কিছুই বলতে পারলেন না।

বিলু ও রিমা দারুণ হতাশ হয়ে বাসরাস্তায় ফিরে এল আবার। সেখানে এসে একটা চা-দোকানে খবর নিয়ে এইটুকুই শুধু জানতে পারল, মাত্র কিছুক্ষণ আগে একটি অ্যামবাসাডারকে আসানসোলের দিকে অস্বাভাবিক গতিতে ছুটে যেতে দেখেছে সকলে। কিন্তু তার ভেতরে কে বা কারা ছিল তার কিছুই বলতে পারল না কেউ।

হতাশ বিলু যে এই মুহূর্তে কী করবে বা না করবে তা ভেবে পেল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রিমা বলল, "এখন তা হলে করণীয়?"

পথের ধারে একটি মাইল পোস্টের ওপর বসে পড়ে বিলু বলল, "কিছু মাথায় আসছে না। কী করি বলো তো?"

"শোনো, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আপাতত আমরা আদ্রাতেই ফিরে যাই চলো। ওখানে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কথা খুলে বলি এসো। পুলিশ নিশ্চয়ই আসানসোলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে একটা নজরদারির ব্যবস্থা করবে।"

"এ ছাড়া উপায় নেই। তবে কিনা লাভ তাতে হবে না কিছুই।"

"কেন, হবে না কেন?"

"পুলিশ কেস লিখবে। জয়চণ্ডীতে আসবে, সাধুদের মুখ থেকে সবকিছু শুনে যাচাই করবে, তবেই না! তাতে দেরি হয়ে যাবে অনেক।"

"তবুও পুলিশকে একবার জানাতে হবে তো ব্যাপারটা।"

"সে তো জানাবই। কিন্তু আসানসোলের চেয়েও বিহারের ওই কাকোলাত নামে জায়গাটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ওই হচ্ছে ওদের মূলকেন্দ্র।"

"তা হলে কাকোলাতেই যাই চলো।"

"সেই জায়গাটা যে কোথায় সেটাই তো জানি না। যে চিঠিগুলোর সূত্র ধরে কাকোলাতে যাব সেই চিঠির বাণ্ডিলটাই তো বোকার মতো ফেলে দিয়েছিলে তুমি। ফলে হল কী, কাগজগুলোকে খোয়ালাম। সেইসঙ্গে হারালাম বাবলুকেও।"

রিমার মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বলল, "হ্যাঁ, এই ব্যাপারে আমার অপরাধের শেষ নেই। তাই বাবলুকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত সবসময় আমি তোমার পাশে-পাশে থাকব। এখন আর সময় নষ্ট না করে বাড়ি ফিরে যাই চলো। তারপর থানায় খবর দিয়ে যেখানে তোমাকে নিয়ে যাব, সেখানে গেলে মনে হয় তোমার দুশ্চিন্তা দূর হবে।"

বিস্মিত বিলু বলল, "কোথায় সেটা?"

"পলাশদায়। জায়গাটার নাম আমি শুনেছিলাম গুরুদেবের মুখে। ওই যে কান্তিভাই আর শান্তিভাই ওরা ওইখানকারই লোক। গ্রামবাসীদের আক্রমণে ওদের মাথা যখন ফেটেছে তখন নিশ্চয়ই ওরা কিছুদিনের জন্যও অন্তত গ্রামের বাড়িতে থাকবে।"

আনন্দে উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল বিলু। বলল, "এতক্ষণ এই কথাটা তুমি বলোনি আমাকে? ওখানে গেলে ওদের দেখা পেলে আর কিছু হোক না হোক কাকোলাতের রহস্যটা উদ্ধার হবেই।"

"তা হলে চলো।"

আদ্রাগামী একটা ম্যাটাডোর ভ্যানকেই দাঁড় করিয়ে তাতেই চেপে বসল ওরা।

রিমা বলল, "দুপুরের খাওয়াটা আমাদের বাড়িতে সেরে কিছু টাকাপয়সা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে পড়ব আমরা। পলাশদা আমাদের ওখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। আশা করি ওদের দু'জনেরই দেখা ওখানে পাব।"

বিলু বলল, "ওই জায়গা সম্বন্ধে বেশ পাকাপাকিভাবে একটা ধারণা হলেই বাড়িতে একটা ফোন করব। ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই ছুটে আসবে এখানে। তারপরে দেখাব খেল কাকে বলে!"

বিলুর কথা শুনে আনন্দে উত্তেজনায় নেচে উঠল রিমা। বলল, "এইভাবে তোমাদের কোনও অভিযানেব মধ্যে যে জড়িয়ে পড়ব আমি, তা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি!"

ম্যাটাডোর ভ্যানটা তখন শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

॥ ১৩ ॥

রিমার বাবা-মা তিনজনের বদলে দু'জনকে ফিরে আসতে দেখে দারুণ উৎকণ্ঠিত হলেন। তারপর রিমার মুখে সব শুনে বললেন, "ওদের ওইভাবে ঘাঁটিয়ে কাজটা তোরা ভাল করিসনি।"

বিলু বলল, "কী করব? না হলে কি ওদের হাত থেকে আমরা রেহাই পেতাম?"

রিমার বাবা বললেন, "ওরা যখন সন্দেহমুক্ত হয়ে তোমাদের ছেড়েই দিয়েছিল তখন আবার নতুন করে ওদের সঙ্গে হুজ্জোতি বাধাতে যাওয়ার চেষ্টা না করলেই পারতে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"কিন্তু বাবলুকে ওদের গ্রাসে ফেলে রেখে আসতে মন চাইল না বলেই তো আবার ফিরে গেলাম।"

মা বললেন, "আমার এই একটিই মাত্র মেয়ে বাবা।"

"তাতে কী? বাবলুও ওর বাবার একমাত্র ছেলে। আমি আর ভোম্বলও তাই। শুধু বাচ্চু-বিচ্ছুই যা দু'বোন।"

"আসলে তোমরা অন্য ধরনের ছেলেমেয়ে। ও তো এসবে অভ্যস্ত নয়।"

বিলু বলল, "তা জানি। তবে কিনা আমরা তো ওকে জড়াতে চাইনি। ও নিজের ইচ্ছেতেই আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। এমনকী আমরা এখানে থাকতেও চাইনি। আপনারাই জোর করে ধরে রাখলেন আমাদের। রিমাই উৎসাহিত হয়ে আমাদের সঙ্গে গেল। এখন আপনাদের মেয়ে ফিরে এসেছে, তাকে সাবধানে রাখুন।"

রিমা বলল, "এখন আর কোনও কথা নয়। ভীষণ ক্লান্ত আমরা। স্নান খাওয়াটা সেরে নিয়েই একবার থানায় যাব। তারপর পলাশদায়।"

রিমার মা বললেন, "পলাশদায়? সেখানে কী আছে?"

"ও তুমি বুঝবে না।" বলে নিজেই আগে বাথরুমে ঢুকে গেল।

তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে স্নানের পর্ব সমাধা করে বিলুকে বলল, "যাও, তুমি যাও এবার। বেশি দেবি করবে না।"

বিলুর চেয়ে তৎপর আর কে-ই বা আছে? ও তাই ঢুকল কি বেরুল।

এর পর খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটাও মিটিয়ে নিল খুবই ব্যস্ততার সঙ্গে।

রিমার মা কত কী রান্না করেছিলেন। কিন্তু এই উত্তেজনার মুহূর্তে ওরা সেইসবের দিকে মনোযোগও দিতে পারল না ভালভাবে।

খাওয়াদাওয়ার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে লোকাল থানায় বাবলুর ব্যাপাবে একটা মিসিং ডাযবি লিখিযে ওবা একটা সাইকেল রিকশা ভাড়া করে সোজা চলে এল পলাশদায়।

কান্তিভাই আর শান্তিভাই দু'জনেই তখন একটা পোড়ো শিবমন্দিবের চাতালে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। এদেব দেখেই কেমন যেন মিইয়ে গেল দু'জনে। বিপদের গন্ধ পেল বুঝি!

রিমা গিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল, "গুরুদেব কোথায়?"

কান্তিভাই বলল, "কী করে জানব?" সেদিন গ্রামের লোকেরা আমাদের ওপব চডাও হলে আমবা কোনওরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসি। তখন গুরুদেবের খবর কে আর রেখেছে বল?"

বিলু বলল, "সে কী! গুরুর জন্য মানুষ জীবন ত্যাগ করে। আর তোমরা কিনা তাঁব কোনও খোঁজখবব না নিয়েই পালিয়ে এলে?"

শান্তিভাই বলল, "মার খেয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছি। দেখছ না আমাদের কী অবস্থা করেছে শয়তানগুলো?"

রিমা বলল, "আমরা আজ আশ্রমে গিয়ে শুনলাম ওই ঘটনার কয়েকদিন আগে থেকেই কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না ওঁর। তা ব্যাপারটা কী?"

কান্তিভাই বলল, "সে ওঁর ব্যাপারে আমরা কী বলব?"

বিলু বলল, "তোমরাই তো বলবে। তোমরা ছিলে ওঁর প্রধান শিষ্য। গুরু নিখোঁজ হলেন অথচ তোমবা বহাল তবিয়তে রয়ে গেলে, এ কেমন কথা?"

"উনি মাঝেমধ্যে ওরকম চলে যান।"

"গেলেও তো একা যান না। তোমাদের সঙ্গে নিয়েই যান। চন্দ্রকান্ত গিরি বিশ্বাস করে তোমাদের ওপর নিজেকে নির্ভর করলেন, আর তোমরা কিনা টাকার লোভে দালালি কবলে গুরু হনুমানের। পবিণামে আখের তো গোছাতেই পারলে না, এখন মারধোর খেয়ে চোরেব মতো পালিয়ে এসে গ্রামে বসে ঘিড়ি ফুঁকছ। তোমরা মানুষ না অন্য কিছু?"

শান্তিভাই বলল, "সবই যখন জেনেছ তখন মানে মানে কেটে পড়ো এখান থেকে। আমরা ভাল লোক নই।"

রিমা বলল, "কাকে ভয় দেখাচ্ছ তুমি। থানা-পুলিশ করে তবে এখানে এসেছি। আমাদের গুরুদেবের খবর না পেলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব তোমাদের।"

বিলু বলল, "শোনো, অর্থের লোভে যে পাপাচার তোমরা করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত নেই। এখন যা যা জিজ্ঞেস করব তার সঠিক উত্তর দেবে। না হলে কিন্তু পরিণাম দারুণ খারাপ হবে তোমাদের।"

শান্তিভাই বলল, "কী করবে তোমরা আমাদের?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"সেটা মুখে বলব না। করে দেখাব। এখন মারের ওপর মার খেলে হাল কিন্তু আরও খারাপ হবে। তা ছাড়া দু'জনের শরীরের যা অবস্থা দেখছি তাতে আমরা মারধোর শুরু করলে পালটা মার দেওয়ার ক্ষমতাও তোমাদের নেই।"

কান্তিভাই আর শান্তিভাই পরস্পরকে দেখল।

শান্তিভাই বলল, "আমাদের এখানকার ঠিকানা তোমরা কার কাছ থেকে পেলে?"

রিমা বলল "তোমরা গুরুদেবের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই আছ। কাজেই তোমরা কোথায় থাকো না থাকো তা কোনও শিষ্যরই অজানা নয়। কিন্তু এইরকম বিশ্বাসঘাতকতা তোমরা কেন করলে?"

ওরা দু'জনেই চুপ করে রইল এবার।

বিলু বলল, "আমরা কিছু না করলেও পুলিশ কিন্তু ছাড়বে না তোমাদের। জয়চণ্ডীর ওই খুনের মামলায় জড়িয়ে আছ তোমরাও।"

"খুন তো আমরা করিনি।"

"যেই করুক, ওদের দলে তো ছিলে।"

ওরা মাথা নত করল।

বিলু বলল, "রাজবলহাট থেকে জয়চণ্ডী পাহাড পর্যন্ত সর্বত্রই বিচরণ করেছ তোমরা। ওই মূর্তিচুরির নেপথ্যেও কি তোমাদের হাত ছিল না?"

"না। ওটা ছিল কালোবাবুর ব্যাপার। নবাদাই ওর লোক দিয়ে ওই কাজ করিয়েছিল।"

"চন্দ্রকান্ত গিরির শিষ্য হয়ে কালোবাবু, নবাদা, এদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কথা তো তোমাদের নয়! তা ছাড়া আমাদের কাছে খবর আছে জয়চণ্ডী পাহাড়ে গুরুদেবকে তোমরা প্রায় নজরবন্দি করেই রেখেছিলে। রাজবলহাটের যে বাড়ি থেকে মূর্তি চুরি যায় সেই বাড়ির ছেলে এখানে গুরুদেবের কাছে আশ্রয় নিতে এলে তোমরা তাকেও বন্দি করে রাখো।"

"মোটেই না। গুরু হনুমানের নির্দেশেই ওকে আটকে রাখা হয়।"

"বাঃ, চমৎকার! চন্দ্রকান্ত গিরির আশ্রয়ে থেকে গুরু হনুমানের হয়ে কাজ করলে!"

কান্তিভাই বলল, "হ্যাঁ করেছি। গুরু হনুমানের যা পরিকল্পনা ছিল তা বাস্তবে রূপ পেলে অনেকেই লাভবান হত। আমরা তো হতামই। গিরি মহারাজ এখানকার সাধুদের খেপিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে করে দিলেন। আর ওই যে ছেলেটি, ও এখানে এসে অনেক কিছু জেনে গিয়েছিল। মূর্তিচুরির নেপথ্যে কারা ছিল, জেনেছিল তাও। আর সেই কারণেই ওকে বন্দি করে রাখা হয়। পরে একসময় সুযোগ বুঝে ছেলেটি পালায়। যার সাহায্য নিয়ে সে পালিয়েছিল, গুরু হনুমানের গুন্ডারা তাকে খুন করে।"

বিলু বলল, "এই তো এক-এক করে অনেক কথাই বেরিয়ে গেল তোমাদের মুখ থেকে। এখন বলো দিওতিমাকে তোমরা কোথায় রেখেছ?"

"ওর কথা তোমরা জানলে কী করে?"

"আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি।"

"তার খবর আমরা জানি না। তবে কিনা তাকেও নিয়ে আসা হয়েছিল এই জয়চণ্ডী পাহাড়ে।"

"তোমাদের সেই গুরু হনুমান এখন কোথায়?"

"তাও জানি না।"

"আমরা জানি। বলো তো কাকোলাত কোথায়?"

কান্তিভাই, শান্তিভাই দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। বলল, "জানি না, জানি না। আমরা জানি না। তোমরা চলে যাও এখান থেকে।"

বিলু বলল, "আমরা চলে যাব বলে তো এখানে আসিনি। থানায় খবর দিয়েছি। পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকব। আমাদের এক বন্ধুকেও তোমাদের লোকরা অপহরণ করেছে আজ। তার সন্ধান চাই।"

শান্তিভাই এবার অন্য সুরে বলল, "সত্যিই তোমরা পুলিশে খবর দিয়েছ?"

"সেটা একটু পরেই টের পাবে।"

"আমরা কিন্তু কারও দলের নই। আর ওইসব খুনখারাপি পছন্দও করি না। তবে কিনা গুরু হনুমানের কাছ থেকে টাকা-পয়সা পেতাম বলে ওঁর হয়ে কাজ করতাম। জয়চণ্ডীতে মন্দির হলে তার দেখাশোনার ভার থাকত আমাদের ওপর। গুরুদেব আমাদের ওপর বিরক্ত হয়েই চলে গেছেন, কি গুরু হনুমান তাঁকে গুম

করেছে অথবা মেরে ফেলেছে, তার কিছুই আমরা জানি না। গুরুদেবকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথাটাও রাজবলহাটের ওই ছেলেটি জানতে পেরেছিল। যাই হোক, ওবা অতি সাংঘাতিক। কিন্তু আমরা এখন কারও দলের নই। তবু বলি, কাকোলাত অতি ভয়ংকর। গভীর জঙ্গলের মধ্যে কাকোলাতে দিনমানেও বাঘ বের হয়। ওইখানেই গুরু হনুমানের আশ্রম। সেই আশ্রম পরিচালনা করেন কালো দত্তর ভাই অধর দত্ত। মূর্তিমান যম একটা। অথবা বলতে পারো খল-প্রকৃতির গোখরো সাপ। ওই কাকোলাতে তোমরা গেছ কি মরেছ।"

"আমরা কাকোলাতেই যাব।"

"আমাদের কথা শোনো, অমন কাজটি কোরো না।"

"সে দেখা যাবে। এখন বলো দেখি জায়গাটা কোথায়?"

"তোমরা নওয়াদা জানো?"

"না। তবে নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে।"

"কিউল অথবা গয়া দিয়ে জায়গাটায় যাওযা যায়। ওইখান থেকেই যেতে হয় কাকোলাতে।"

"কীভাবে যাব?"

"তা তো বলতে পারব না। আমরা যাইনি কখনও। শুনেছি ওখানেই ওদেব শক্ত ঘাঁটি।"

বিলু বলল, "জায়গাটার সন্ধান দেওযার জন্য ধন্যবাদ।"

কথা বলতে-বলতেই দেখা গেল কান্তিভাই ও শান্তিভাই দু'জনেই হাওয়া। ব্যাপার কী! কী হল!

দু'জন কনস্টেবলকে নিয়ে একজন ইনস্পেক্টর তখন কান্তিভাই ও শান্তিভাইয়ের খোঁজে এসেছেন। তাই দেখেই ভয়ে পালাল ওরা। এখন পুলিশের কাজ পুলিশ করুক। রিমাকে নিয়ে বিলু ফিবে এল আদ্রাতে।

॥ ১৪ ॥

বিলু আর এক মুহূর্ত রইল না বিমাদের বাড়িতে। ওর আর বাবলুব ব্যাগদুটো নিয়ে প্রথমেই এল একটি এস টি ডি বুথে। তারপর ফোনে সবকিছু ভোম্বলকে জানিয়ে ওদের সবাইকে আসানসোলে আসতে বলে আসানসোলের বাসে চাপল।

রিমা ওকে বাসে উঠিয়ে দিতে এসেছিল। ভালমতো একটা সিটে ওকে বসিয়ে বলল, "তোমাকে আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে বলতে পারি না। আসানসোল স্টেশনে নয়, বাসস্ট্যান্ডের কাছেই কোনও একটা হোটেলে উঠো। ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা কাল আসছে। আমিও কাল সকালে তোমাদের সঙ্গে জুটে যাব।"

বিলু বলল, "কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি যে কান্তিভাই ও শান্তিভাই-এর সঙ্গে আমাদের দেখাটা করিযে দিয়েছ এই যথেষ্ট। ওদের সঙ্গে দেখা না হলে কাকোলাত যে কোথায় তা জানতে পারতাম না।"

"তবুও আমি যাব। আমার মন পড়ে আছে বাবলুর দিকে। আজই যেতাম তোমার সঙ্গে, কিন্তু বাড়িতে ছাড়বে না। কাল ভোরেই হস্টেলে ফিরে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েই রওনা দেব তোমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। আমার জন্য একটু অপেক্ষা কোরো কিন্তু। না হলে অত্যন্ত দুঃখ পাব।"

বাস ছাড়লে রিমা বলল, "আর শোনো, বাসস্ট্যান্ডের কাছেই হোটেল মাধুরীতে উঠো। খুব কম খরচে থাকা যায় ওখানে।"

বাস ছাড়ল। আবার সেই চেনা পথ ধরে জয়চণ্ডীকে বামে বেখে দীর্ঘ যাত্রা।

জানলার ধারে বসে দূরের জয়চণ্ডী পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কত কী-ই না ভাবতে লাগল বিলু। এই প্রথম ও একা হয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের ছক কষছে। বড় অসহায় লাগছে নিজেকে। একটা রাত কোথায় যে কীভাবে কাটাবে তা ভেবেই ও অধীর হয়ে উঠল। ইচ্ছে করলে রিমাদের বাড়িতে থাকতে পারত ও। কিন্তু পাছে ওর বাবা-মায়ের বিরক্তির কারণ হয়, তাই পালিয়ে এল।

অনেক পরে বাস আসানসোলে এলে জমজমাট বাজারের মধ্যেই নেমে পড়ল বিলু। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। তবুও নিজেকে একটু গোপন করবার জন্য একটা টুপি কিনে মাথায় পরল।

এখন ওর প্রথম কাজই হল সস্তার কোনও একটি হোটেল বা লজ দেখে তাতে উঠে পড়া। কিন্তু তার আগে ও একবার চারদিক একটু ঘুরে দেখতে চায়। দুষ্কৃতীদের সেই অ্যামবাসাডারই ওর প্রধান লক্ষ্যবস্তু। ও সর্বত্র নজরদারি করতে লাগল, কোথাও কোনওভাবে সেটাকে দেখতে পায় কিনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ও যখন এদিক-সেদিক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিক তখনই ওরই বয়সি একটি ছেলে এসে হাত ধরল ওর, "তুমি কি কাউকে খুঁজছ?"

বিলু হেসে বলল, "না, মানে—।"

"ঘর চাই তোমার? আমাদের হোটেল মায়াপুরীতে এসো। সিঙ্গল রুম, কমন বাথ, পঁচিশ টাকা। এর চেয়ে সস্তার লজ কোথাও পাবে না। ছারপোকার চাষ নেই।"

"তা হলে তো ভালই হয়। দেখি তোদের লজ কীরকম?"

"দেখাদেখির কিছু নেই। সিঙ্গল রুমের চাহিদা এখানে খুব। পরে মাথা খুঁড়লেও আর পাবে না। ওই দেখো মোনালিসা, ব্লু-স্টার, ওখানে একশো পঁচিশের নীচে কোনও ঘর নেই।"

বিলু বলল, "না, না। সস্তার লজ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। কী নাম তোর?"

"আমার নাম চেঙ্গিস খান।"

বিলু হেসে বলল, "যাঃ। কী বলছিস যা-তা?"

"আরে, বিশ্বাস হচ্ছে না? বামুনের ছেলে। কিন্তু সবাই আমাকে ওই নামেই ডাকে। কেন যে ডাকে তা জানি না। এক ফুচকাওয়ালা আমার এই নামটা দিয়ে গেছে। এখন গোলাপ রেউরি বেচে। গোলাপ রেউরি ক্যারাক্যার বোলে ...।"

চেঙ্গিস খানের সঙ্গে হোটেল মায়াপুরীতে গিয়ে ঢুকল বিলু। ছোট ছোট ঘর। আলো পাখা সবই আছে। দোতলায় একুশ নম্বর ঘরটা ওরই জন্য বরাদ্দ হল। সামনেই লম্বা বাবান্দা। সেখান থেকে বাসস্ট্যান্ডের সকলের দিকে নজরদারি করা যাবে। কত বাস আসছে যাচ্ছে, কত লোক নামা-ওঠা করছে, সব দেখা যাবে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।

বিলু ঘরে ব্যাগ রেখে পাশের বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে এল। তারপর আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালে চেঙ্গিস খান এল। বলল, "চা লাগবে ভাই?"

"এই সময় একটু চা পেলে কিন্তু মন্দ হত না। দু'কাপ চা নিয়ে আয়, দু'জনে খাই।"

চেঙ্গিস খান চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "নিয়ে আসব মানে? এখানে নিয়ে আসাআসির কোনও ব্যাপার নেই। ওই হোটেলটা যদি ব্লু-স্টার হয় তো এই হোটেলটা হল ফাইভ স্টার। চায়ের অর্ডার দিলে চা এখানে পৌঁছে যাবে, দেখবে?" বলেই নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, "ফুতকুড়ি! দু'কাপ চা আর দুটো কেক নিয়ে আয়।"

বিলু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল চেঙ্গিস খানের দিকে।

একটু পরেই রোগা ছিপছিপে দশ-বারো বছরের ছোট্ট একটি মেয়ে চা আর কেক নিয়ে হাজির হল।

চেঙ্গিস খান বলল, "এই ফুতকুড়িকে দেখলে তো? এটা একটা ভিখিরির মেয়ে। আমিও প্রায় তাই। আমার মা মরে গিয়েছে কোনকালে। বাবা দোকানে দোকানে পুজো করে বেড়াত। বাবাও মরে গেছে। ও বুধবারির দোকানে চা সাপ্লাই দেয়, আমি এই লজে কাজ করি, যাত্রী ধরি। তবে এই কাজ কিন্তু আমরা আর বেশিদিন করব না। ফুতকুড়িটা আর-একটু বড় হলে ও আর আমি দু'জনে মিলে একটা ব্যবসা করব। ও খিচুড়ি আর আলুভাজা করে দেবে, আমি টিফিন-টাইমে অফিসে অফিসে গিয়ে পাঁচ টাকা প্লেটে তা বিক্রি করব। স্বাধীন ব্যবসা যাকে বলে। তখন আর কারও গোলামি করতে হবে না।"

বিলু কেক আর চা খেতে খেতে বলল, "এ তো খুবই ভাল কথা। সেইসঙ্গে আরও একটা কাজ করবি, বড় হয়ে তোরা দু'জনে দু'জনকে বিয়ে করবি।"

চেঙ্গিস খান বলল, "কী যে বলো, ওইরকম কালো পেতনির মতো মেয়েকে কে বিয়ে করবে?"

ফুতকুড়িও এবার চটপটির মতো চড়বড়িয়ে বলল, "আরে থাম। তোর মতো একটা কেলে বাঁদরকে আমি বিয়ে করতে রাজি হলে তবেই তো?"

চেঙ্গিস খান খি খি করে হাসতে লাগল।

বিলু বলল, "ওসব কথা থাক, এখন মোদ্দা কথা হল, এই ব্যবসাটা তোরা এখনই করছিস না কেন?"

"এখন অত টাকা কোথায় পাবো বলো?"

"কত টাকা লাগবে?"

"তা পাঁচ-ছ'শো টাকা তো লাগবেই। উনুন কেনো, কয়লা কেনো, হাঁড়ি প্লেট চামচ, কত কী কিনতে লাগবে। অত টাকা আমরা কোথায় পাব?"

বিলু বলল, "যদি আমি দিই?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"তুমি দেবে? সত্যি বলছ? এই হোটেল থেকে যাওয়ার সময় দুটো টাকা কেউ দিয়ে যায় না। হেঁই হেঁই করে চাইলে খুব জোর চার আনা কি আট আনা পয়সা দেয়। সেই পয়সা জমিয়ে আমরা সিনেমা দেখি। তবে কিনা বাংলা বই দেখতে ভাল লাগে না আমাদের। আমির খান কিংবা শাহরুখ খানের ছবি এলে দেখি।"

বিলু বলল, "আমি তোকে মিথ্যে বলছি না। সত্যিই দেব। আসলে তোদের দু'জনকেই আমার খুব ভাল লেগেছে।"

চেঙ্গিস খান বলল, "শোনো ভাই, তুমি একটু বিশ্রাম নাও। আমি চট করে আমার হাতের কাজ কয়েকটা সেরে এখনই আসছি। রাতে কী খাবে বলো?"

"রুটি আর ডিমের কারি নিয়ে এসো।"

"ঠিক আছে। আমি যখন তোমাকে খাবার দিতে আসব তখনই কথাবার্তা বলব সব, কেমন? এখন তুমি চায়ের দামটা দিয়ে দাও।"

বিলু বলল, "কত?"

ফুতকুড়ি বলল, "পাঁচ টাকা। দুটো কেক তিন টাকা, আর দু'কাপ চা দু'টাকা।"

বিলু দশটা টাকা ওর হাতে দিয়ে বলল, "এর থেকে আর ফেরত দিতে হবে না। তুই রেখে দিস।"

ওরা দারুণ খুশি হয়ে টাকা নিয়ে নেমে গেল। বিলু অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে একসময় ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। তারপর ভাবতে লাগল আকাশপাতাল।

শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় একটু তন্দ্রামতো এসে গিয়েছিল বিলুর। দরজায় টক টক শব্দ শুনেই উঠে গিয়ে ছিটকিনিটা খুলে দিল। দেখল চেঙ্গিস খান আর ফুতকুড়ি দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ওদের হাতে রাতের খাবার।

বিলু ওদের দু'জনকেই ভেতরে নিয়ে এসে বসাল।

দু'জনেই তখন আশায় আশায় তাকিয়ে আছে বিলুর মুখের দিকে। কী সুন্দর সরলতায় ভরা মুখ দুটো। খুব ভাল লাগল বিলুর। বলল, "আমাব কথার নড়চড় হবে না। যেটা তোদের দেব বলেছি সেটা নিশ্চয়ই দেব। তোরা কত ভাল! বাজে ছেলেমেয়ে হলে এই বয়সেই চুরি বাটপাড়ি করে বেড়াতিস।"

চেঙ্গিস খান বলল, "কারও কিছু চুরি করব এইবকম মন আমাদের নেই। তা হলে মালিকরা আমাদেব কাজে লাগাত না। একবার একজন বাবু চা খেয়ে চলে যাওয়ার সময় তার মানিব্যাগটা ফেলে যায়, ফুতকুড়ি ছুটে গিয়ে দিয়ে আসে তাকে। তা ভাই, তুমি অত টাকা কোথায় পাবে? তুমি কারও টাকা চুরি করে পালিয়ে আসোনি তো? ওইসব টাকা হলে কিন্তু আমরা নেব না।"

বিলু হেসে বলল, "আরে না, না।"

"তা হলে তুমি একা কেন?"

"এখন একা। কাল সকালেই দেখবি আমার বন্ধুবান্ধবরা সব এসে পড়বে। কত হইহল্লা হবে তখন দেখবে। একটু পরেই আমি ফোন করতে যাব তাদের।"

"তা হলে তো খুব মজা হবে। আসলে কী জানো? কয়েকদিন আগে আমাদের এই হোটেলে তোমাব মতো একজন উঠেছিল। কী ভাল ছেলে জানো? রোজ আমাদের একটা করে টাকা দিত। তা এইসব হোটেলে কেউ দু'-একদিনের বেশি থাকে না। সে কিন্তু চার-পাঁচদিন রয়ে গেল। সবসময় কেমন যেন ভয়ে ভয়ে থাকত সে। আমরা তাকে ভালবাসতাম খুব। একদিন সে বলেই ফেলল, ভুল করে সে নাকি একটা খুন কবে ফেলেছে। পাছে পুলিশে ধরে তাই এখানে এসে লুকিয়ে আছে। আমাদেব মালিক তাকে সন্দেহ করত, সেই কথা জানতে পেরেই একদিন কোথায় যেন পালিয়ে গেল সে।"

বিলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "আরে! আমি তো তারই খোঁজে এসেছি। কী নাম বল তো তার?"

"তা অবশ্য বলতে পারব না।"

বিলু তখন খাওয়া রেখে বাবলুর ব্যাগটা হাতড়ে দেবাংশুর ছবিটা বের করল। করে বলল, "একে চিনতে পারিস?"

চেঙ্গিস খান আর ফুতকুড়ি দু'জনেই লাফিয়ে উঠল, "এই তো সে। ইস, আর কয়েকদিন আগে এলে তার দেখা পেতে তুমি!"

বিলু বলল, "তোরা একটু বোস। আমি খাওয়াটা শেষ করি। পরে অনেক কথা বলব তোদের।"

ওরা দু'জনে ছবি হাতে নিয়ে বসে রইল।

বিলু খাওয়া শেষ করে চকচকে দেখে পাঁচটা একশো টাকার নোট ওদের হাতে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চেঙ্গিস খান বলল, "সত্যি, তুমি যে কে তা ঠিক চিনতে পারছি না। শুনেছি মানুষের মধ্যেই ভগবান থাকে। তুমিই আমাদের সেই ভগবান। এক মাসের মধ্যে এই পাঁচশো টাকার ব্যবসা করে পাঁচ হাজার টাকা যদি করতে না পারি তো কী কথাই বলেছি! তবে ভাই এই টাকাটা যে তুমি আমাদের দিয়েছ তা একটা কাগজে লিখে তোমার বাড়ির ঠিকানা ও ফোন নম্বরটা লিখে দাও। যাতে কেউ চ্যালেঞ্জ করলে আমরা দেখাতে পারি যে, এ টাকা আমরা চুরি করিনি।"

বিলু কিছুক্ষণ একভাবে তাকিয়ে রইল চেঙ্গিস খানের মুখের দিকে। তারপর বলল, "অবশ্যই দেব।" বলে ওর ব্যাগ থেকে পেন-কাগজপত্তর বের করে যা লেখা উচিত লিখে দিল ঠিকভাবে।

ফুতকুড়ি বলল, "আজ থেকে আপনি আমাদের দাদা।"

বিলু বলল, "এত দুঃখ এত দৈন্যের মধ্যেও যারা নিজেদের ঠিক রাখে, তারা যে আমার ভাইবোন, এটা ভাবতেও আমার গর্ব হয়। তবুও বলি, তোরা কখনও কোনও বিপদে পড়লে আমাকে মনে করিস, আমি ঠিক তোদের পাশে এসে দাঁড়াব। শুধু আমি নয়, আমার বন্ধুবান্ধবরা সকলেই। আমরা মোট পাঁচজন। কাল সকালেই তাদের কয়েকজন আসবে। তারপর আমরা এখান থেকে এক জায়গায় যাব।"

"কোথায় যাবে তোমরা?"

"বিহারে। জায়গাটার নাম কাকোলাত। যাই হোক, তোরা দু'জনে যখন আমার ভাইবোন, তখন আমার দলের লোক। তাই আমরা বা আমাদের জন্য তোদের একটু কাজ কবতে হবে।"

ওরা দু'জনেই উৎসাহিত হয়ে বলল, "কী কাজ বলো?"

"আমাদের এখন ঘোর বিপদ। কিছু বদ লোকের পাল্লায় আমরা পড়ে গেছি। দিওতিমা নামের একটি মেয়ে ও আমাদের দলের প্রধান বাবলু সম্ভবত ওদের খপ্পরে পড়ে গেছে। একটা অ্যামবাসাডরে চাপিয়ে ওদের নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। নিয়ে যখন আসা হয়েছে তখন নিশ্চয়ই কোনও হোটেল বা লজে গুম করে রাখা হয়েছে ওদের। এই ব্যাপারে তোরা একটু খোঁজখবর নিতে পারিস?"

চেঙ্গিস খান বলল, "অবশ্যই। এখানকার সব হোটেলেই আমাদের যাতায়াত আছে। কাজেই বিনা বাধায় আমরা এই কাজটুকু করে ফেলতে পারব। তুমি চুপচাপ শুয়ে ঘুমোও। আমরা সময়মতো তোমাকে জানাব।"

বিলু বলল, "ঘুম কি আমার চোখে আসবে আজ? মনে কত উত্তেজনা। আমি একবার বাড়িতে একটা ফোন করে এই হোটেলের নামটা জানিয়ে আসি। যাতে আমার বন্ধুদের এখানে এসে আমাকে খুঁজে পেতে অসুবিধে না হয়।"

চেঙ্গিস খান বলল, "সেই ভাল। তুমি তোমার কাজ করো, আমরা আমাদের কাজ করি।"

রাত খুব একটা বেশি হয়নি। বিলু নীচের এস টি ডি বুথে গিয়ে ফোন করতেই ওর মা বললেন, "সন্ধেবেলা তোব ফোন পেয়েই ওরা রওনা হয়ে গেছে। ট্রেনেই গেছে ওরা। অতএব আজ রাতের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছবে। যতক্ষণ না ওরা গিয়ে পৌঁছয় ততক্ষণ তুই কিন্তু একটু সাবধানে থাকিস।"

খবর শুনে দারুণ আনন্দ হল বিলুর। কেন না ওরা এসে পড়লে বুকে একটু বল পাবে ও। কাকোলাতের পথে রওনা দিলে একা ও কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু আর পঞ্চু যদি পাশে থাকে তা হলে যমকেও ভয় করবে না ও। কিন্তু মুশকিল হল এই, ওরা ট্রেনে এলে রাতদুপুরে স্টেশনের কাছেই কোনও হোটেলে উঠবে। বাসস্ট্যান্ডের কাছে তো আসবে না।

যাই হোক, আজ রাতে না হয় কাল সকালে দেখা হবেই। আপাতত একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। এই ঠিক করে লজে ফিরে ওর ঘরের তালা খুলে যেই না ভেতরে ঢুকতে যাবে অমনই অন্ধকারের আড়াল থেকে কে যেন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। এমনভাবে ওর মুখ চেপে ধরল যে, না পারল চেঁচাতে, না পারল বাধা দিতে। সিঁড়ির আড়ালে ঘন অন্ধকারে টেনে নিয়ে ওর গায়ে একটা সুচ ফুটিয়ে দিতেই জ্ঞান হারাল বিলু।

ঘটনার প্রায় আধঘণ্টা পরে দারুণ উত্তেজনা নিয়ে চেঙ্গিস খান এসে হাজির হল বিলুর ঘরে। ঘরের দরজা খোলা। কিন্তু বিলু নেই। ভেতরে আলোও জ্বলছে না। ও এসে আলো জ্বেলে 'দাদাভাই, দাদাভাই' করে কত ডাকল। কিন্তু কে দেবে সাড়া? এবার কেমন যেন সন্দেহ হল ওর। তালা আর চাবিটাকে সিঁড়ির কাছে পড়ে থাকতে দেখল। ও বুঝতে পারল নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছে ছেলেটা। বারান্দা থেকে হেঁকে ডাকল, "ফুতকুড়ি! ফুতকুড়ি!"

ছোট্ট মেয়েটি তখন ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু ও পঞ্চুকে নিয়ে ওপরে আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চেঙ্গিস খান বলল, "তোমরা!"

ভোম্বল বলল, "আমাদের এক বন্ধু কি এই হোটেলে উঠেছে?"

"হ্যাঁ, এই ঘরেই উঠেছে। কিন্তু ওরই একটা কাজে গিয়ে ফিরে এসে আর ওকে দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে ওর কোনও বিপদ হয়েছে।"

"ও কি একা ছিল, না আব কেউ ছিল সঙ্গে?"

"একাই ছিল। একটু আগে তোমাদের ফোন করতে গিয়েছিল। তারপর কী হল তা আমি জানি না। তবে তোমরা যে আসবে তা কিন্তু বলেছিল আমাকে। ইতিমধ্যে আমবা খোঁজ নিয়ে জানলাম কয়েকজন দুষ্কৃতী হোটেল ব্লু-স্টারে একটা ঘর নিয়েছে। রুম নাম্বার সেভেন। বেশ বড ঘর। সেই ঘরে ওদেব সঙ্গে দারুণ সুন্দবী একটি মেয়ে ও তোমাদেব বয়সি একটি ছেলেও আছে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই আশার আলো দেখে লাফিয়ে উঠল, "ওরাই তো তারা। ওদেরই প্রয়োজন আমাদেব। কিন্তু খবরটা ঠিক তো?"

"আমার কাছে পাক্কা খবর। আসলে ওই ব্লু-স্টাবেব একটু বদনাম আছে। যত্তসব বদ লোকের আনাগোনা ওখানে। তাই আমরা ওইদিকেই নজব রেখেছিলাম। বিশু নামে আমাব এক বন্ধু ওই হোটেলে কাজ কবে। তার মুখেই শুনেছি। এখন তোমরা এসে পড়ায় ভালই হয়েছে। চলো সবাই মিলে একসঙ্গে গিয়ে ঝাঁপিযে পড়ি।"

ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু আনন্দে পবস্পবের মুখের দিকে তাকাল।

ভোম্বল বলল, "কোনওরকমে ওদের অবস্থিতি টের পেয়ে বিলু ওখানেই যায়নি তো?"

চেঙ্গিস খান বলল, "না। তা হলে আমাব চোখেই আগে পডত। আব তাই যদি হবে, চাবি-তালাটা তা হলে সিঁড়িতে গড়াগড়ি যাবে কেন?"

বিচ্ছু বলল, "ও ঠিকই বলেছে। আব একটুও সময় নষ্ট নয়। সামান্য বিলম্বেও অনেক ক্ষতি হযে যেতে পারে। দিওতিমা ও বাবলুদাকে যে ওইখানেই আটক কবে রেখেছে ওবা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সম্ভবত বিলুদাকেও ওই একই জায়গায নিয়ে যাবে ওবা।"

নির্বাক পঞ্চু এবার অস্থির হয়ে উঠল ওব ক্রোধকে প্রতিফলিত করবাব জন্য। 'ভুক ভুক' কবে একটানা ডেকে চলল সে।

বাচ্চু বলল, "না, না। সত্যিই আর দেবি কবা উচিত নয! এখনই চলো।"

চেঙ্গিস খান বলল, "তোমাদের কাছে ব্যাগ ট্যাগ যা আছে তা আপাতত এই ঘরেই থাক। পরে আমি তোমাদের বেশ বড়সড় একটা ঘরই দিয়ে দেব। ফুতকুড়ি তোমাদের জিনিসপত্রেব পাহারায় থাকবে। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব।"

ওবা আর একটুও দেরি না কবে ওদের যার কাছে যা ছিল তা বিলুর ঘবে রেখে রওনা দিল চেঙ্গিস খানেব সঙ্গে। ফুতকুড়ি ঘরের দরজা বন্ধ করে রয়ে গেল জিনিসপত্রের পাহাবায়।

লজের বাইরে এসে সবে কয়েক পা এগিয়েছে ওরা, এমন সময় বিকট একটা চিৎকার করে অন্ধকাবেব দিকে ছুটে গেল পঞ্চু। ব্যাপারটা যে কী হল, তা ওরাও বুঝে উঠতে পারল না কেউ। তাই মুহূর্তে বিস্ময়েব ঘোর কাটিয়ে উঠেই পঞ্চুকে অনুসরণ কবল সকলে।

ওরা দেখল পঞ্চুর তাড়া খেয়ে প্রাণপণে ছুটছে দু'জন লোক।

পঞ্চু একজনকে ধাওয়া করলে ভোম্বল পিছু নিল আর-একজনের। ভোম্বল যার পিছু নিল সে হঠাৎ ছোটা থামিয়ে আক্রমণ করল ভোম্বলকে। ভোম্বলও ছাড়বার পাত্র নয। শুরু হল প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি। কিন্তু ওই পেশাদাব গুন্ডার সঙ্গে গায়ের জোরে ভোম্বল পেরে উঠবে কেন? তাই তাকে হার মানতেই হল।

ভোম্বল চিৎকার করে নিমেষে সবগবম কবে তুলল জাযগাটাকে। ওর চেঁচানিতে অনেকেই ছুটে এল। ভোম্বল তখন মারধোর খেয়ে কোনওরকমে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে সব কথা বলল সকলকে। কিন্তু বললে কী হবে? আক্রমণকারী তখন পলাতক।

ভোম্বল বিফল হলেও পঞ্চু কিন্তু বিফল হয়নি। সে যাকে তাড়া করেছিল তার পায়ের টেংরি কামড়ে এমনভাবে ধরে রেখেছিল যে, তার আর পালাবার উপায় ছিল না। ফলে ধরা পড়ে গেল। কথায় বলে পাবলিকের মার দারুণ মার। কী হল, কেন হল, কিছুই জানতে চাইল না কেউ। সকলে মিলে লোকটাকে ধবে মেরে রক্তাক্ত করে দিল।

অন্যেরা যখন মারপিট নিয়ে ব্যস্ত, বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন ছুটে গেল একজনের দিকে। বাসস্ট্যান্ডের পাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আধো অন্ধকারে ফুটপাতের ওপর কাকে যেন শুইয়ে রাখা হয়েছিল। সে যে কে তা দেখার জন্যই ছুটে গেল ওরা।

চেঙ্গিস খানও তখন ছুটে চলল ওদের সঙ্গে।

কাছে গিয়েই অবাক!

ওরা ঝুঁকে পড়ে দেখল, যাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল সে আর কেউ নয়, বিলু।

চেঙ্গিস খানও চিনতে পারল বিলুকে। বলল, "এই দাদাটাই তো আমাদের হোটেলে উঠেছিল। আমি তখনই বলেছিলাম, তালাচাবি যখন সিঁড়িতে পড়ে আছে তখন নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে দাদাটার।"

ততক্ষণে ভোম্বলও এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে।

চেঙ্গিস খান ওই সময়টুকুর মধ্যেই কোথা থেকে যেন এক মগ জল এনে বিলুর মুখে ঝাপটা দিতে লাগল। কিন্তু দিলে কী হবে? ইঞ্জেকশনের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বিলুর জ্ঞান তখনও ফিরল না।

চেঙ্গিস খানই তখন দু'-চারজন লোকের সাহায্যে বিলুকে হোটেলের ঘরে ফুতকুড়ির তত্ত্বাবধানে রেখে এল। তারপর সবাইকে নিয়ে চলল হোটেল ব্লু-স্টারের দিকে।

ইতিমধ্যে গোলমালের খবর পেয়ে পুলিশও এসে হাজির হয়েছে সেখানে। তারা জনতার প্রহারে অর্ধমৃত লোকটিকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ভোম্বলের মুখে সব শুনে দিওতিমা ও বাবলুকে উদ্ধার করতে ব্লু-স্টারের দিকে চলল।

ইনস্পেক্টর ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঘরে তল্লাশি শুরু করলেন। এক-এক ঘরে এক-একরকম দুষ্কর্ম। এবং প্রায় সব ঘব থেকেই অতিথিদের বের করে পুলিশের গাড়িতে ওঠানো হল।

অবশেষে সেই সাত নম্বর ঘর।

এই হোটেলের বেযারা বিশু আর চেঙ্গিস খান পুলিশকে বলল, "এই ঘরেই ছেলেমেয়ে দুটোর সন্ধান আমরা পেযেছি।"

ইনস্পেক্টব বললেন, "কিন্তু ঘরে তো তালা দেওয়া। গেল কোথায় ওরা?"

ম্যানেজাবেব মাথা হেঁট।

"এই তালা কি হোটেলের তালা, না ওদের?"

"ওদেরই।"

"তার মানে, ওবা এখন কোনও কাজে বাইবে গেছে। এখনই নিশ্চয়ই আসবে।"

"ওদের কাবও ব্যাপারে আমি কোনও কিছুই বলতে পারব না। তার কারণ মালিকের লোক ওরা।"

"এই হোটেলের মালিক কে?"

"অধর দত্ত।"

"কোথায় থাকেন তিনি?"

"কলকাতায়।"

ভোম্বল বলল, "না। কলকাতায় উনি থাকেন না। সেখানে বাড়ি একটা আছে বটে, তবে সেটা কার তা কে জানে? হয় কালো দত্তর, না হলে অধব দত্তর। আবার মাধাই ঘোষেরও হতে পারে। মাধাই ঘোষ, মানে এখন যিনি গুরু হনুমান সেজে পুলিশেব চোখে ধুলো দিচ্ছেন।"

ইনস্পেক্টর ভোম্বলেব দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা তো অনেক খববই রাখো দেখছি। কারা তোমরা?"

ভোম্বল বলল, "আমরা পঞ্চপাণ্ডবের দল। সবাই আমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দা বলে।"

ইনস্পেক্টব চোখ কপালে উঠিয়ে বললেন, "ওরে বাবা, তোমরা তো খুব বিখ্যাত ছেলেমেয়ে। তোমাদের নিয়ে লেখা অনেক বইও আছে জানি বাজারে। তা আমি তো ভাবতাম ওসব বুঝি গুলতাপ্পির গপ্পো। তোমরা তা হলে সত্যিই আছ?"

"এই তো আপনার চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি।"

ইনস্পেক্টর ম্যানেজারকে বললেন, "তালাটা ভাঙার ব্যবস্থা করুন। ভেতরে কী আছে বা কারা আছে তা আমি দেখব।"

তালা ভাঙার কথা বলতেই বিশুকে নিয়ে চেঙ্গিস খান দারুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই কাজে। একটা লোহার শিক নিয়ে এসে সেটাতে গায়ের জোরে চাপ দিতেই অপলকা তালা চট করে খুলে গেল।

ডিম লাইটের আলোয় দেখা গেল হাত-পা মুখ বাঁধা অবস্থায় একটি মেয়েকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছে

দুষ্কৃতীরা। দেখেই চেঁচিয়ে উঠল বিশু, "এ কে? এই মেয়ে তো ছিল না। এ ঘরে যে ছিল তাকে দেখতে কত ভাল। একটা ছেলেও ছিল এ ঘরে। আমি কফি দিতে এসে দেখেছিলাম। কিন্তু এই মেয়েকে দেখিনি।"

ভোম্বল বলল, "বুঝেছি। আসলে গোলমাল বুঝেই ওরা দিওতিমা ও বাবলুকে সরিয়ে দিয়েছে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু তখন ছুটে গিয়ে বন্ধনমুক্ত করেছে মেয়েটিকে।

মেয়েটি মুক্ত হয়ে প্রথমেই বলল, "আমি কোথায়?"

বিচ্ছু বলল, "যেখানেই হোক না কেন, এখন তুমি নিরাপদে।"

বাচ্চু বলল, "তোমার নাম কী? এখানে তুমি কী করে এলে?"

পঞ্চু তখন মেয়েটির সর্বাঙ্গ শুঁকে শুঁকে দেখছে।

মেয়েটি বলল, "এই বুঝি পঞ্চু? তোমরা দু'জনে বাচ্চু-বিচ্ছু। আর ও নিশ্চয়ই ভোম্বল? কিন্তু বিলু কই?"

"সে আছে। তুমিই তা হলে রিমা?"

"কী করে জানলে?"

"যেভাবে তুমি আমাদের জেনেছ।"

ভোম্বল বলল, "আজ সন্ধের সময় বিলু আমাদের সব কথা ফোনে জানিয়েছে। তাতেই জেনেছি তোমার নাম। ওর ফোন পেয়েই তো আসানসোলে এসেছি আমরা। এসেই দেখি ঘোর বিপদ। এখন বলো তোমার এই দশা কী করে হল?"

রিমা বলল, "তোমাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর বিলুকে আসানসোলের বাসে চাপিয়ে আমি বাড়ি ফিরছি, তখনই রাস্তা থেকে শয়তানরা উঠিয়ে নিয়ে আসে আমাকে।"

"তুমি আসার আগে এই ঘরে দিওতিমা ও বাবলু ছিল। তাদের দেখেছ?"

"না। তবে এটুকু বুঝেছি, কাদের যেন নিয়ে গেল। আমাকে রেখে গেল।"

ইনস্পেক্টর ম্যানেজারকে বললেন, "এসব কী হচ্ছে আপনার হোটেলে?"

ম্যানেজার বললেন, "এসব তো নতুন কিছু নয়, বরাবরই হয়। আমি সামান্য কর্মচারী মাত্র। আমি কী করতে পারি?"

"আপনিই তো অল ইন অল। আপনি তো পুলিশকে জানাবেন। তা ছাড়া সামান্য কর্মচারী আপনি নন। এর দায়িত্ব কি আপনি এড়াতে পারেন? আমি এখন আপনাকেই অ্যারেস্ট করব।"

"আমার অপরাধ?"

"অপরাধকে এবং অপরাধীকে প্রশ্রয় দেওয়া। টাকার লোভে আপনি খারাপ কাজগুলোকে দিনের পর দিন প্রশ্রয় দিয়েছেন। তার মানে এই চক্রের আপনিও একজন। আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।"

ম্যানেজার মাথা হেঁট করলেন। তারপর বললেন, "স্যার, আপনি কি এই থানায় নতুন?"

"তা জেনে আপনার লাভ?"

ভোম্বল বলল, "ম্যানেজারবাবু, আপনি যখন এদেরই লোক, নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে ওই ছেলেমেয়ে দুটোকে ওরা কোথায় নিয়ে গেছে বা নিয়ে যেতে পারে?"

"না, আমার জানা নেই।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "আছে কি না আছে একটু পরেই দেখাচ্ছি।"

ভোম্বল বলল, "আপনাদের কাজ তা হলে আপনারা করুন। আমরা আমাদের লজে ফিরে যাই। আমাদের এক বন্ধু সেখানে অজ্ঞান অবস্থায় আছে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "ঠিক আছে। তোমরা যাও। আমরা দেখছি ওই ছেলেমেয়ে দুটোকে উদ্ধার করতে পারি কিনা। একটু পরেই ডাক্তার যাচ্ছে তোমাদের ওখানে। কী নাম যেন ওটার?"

ভোম্বলের হয়ে চেঙ্গিস খানই বলল এবার, "মায়াপুরী। একুশ নম্বর ঘর।"

"ঠিক আছে, যাও তোমরা।"

হোটেল ব্লু-স্টার ছেড়ে সকলে এবার চলল মায়াপুরীর দিকে। চলল বটে, কিন্তু মন পড়ে রইল বাবলুর দিকে। তাই তো, কী যে হল ছেলেটার?

আর পঞ্চু? তার মনের অবস্থা দারুণ সাংঘাতিক। সে বেচারি অনেক আশা করে ছিল এখানে এসে বাবলুকে দেখতে পাবে বলে। তার জায়গায় এসব কী কাণ্ড, তা ও ভেবেই পেল না। তাই দারুণ অস্বস্তিতে কুঁই-কুঁই করতে লাগল সর্বক্ষণ।

ওরা মায়াপুরীতে এসে দেখল সেখানকার ম্যানেজারই তখন একজন ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়ে এনেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তিনি সব দেখেটেখে বলে গেলেন, "কোনও ভয় নেই। এখনই জ্ঞান ফিরে আসবে। আসলে মরফিয়ার প্রভাবে এইরকম হয়ে আছে। খুব ভালই আছে পেশেন্ট।"

ভোম্বল বলল, "ভাল থাকলেই ভাল। ওদিকে পুলিশের তরফ থেকেও একজন ডাক্তারবাবু হয়তো এসে পড়বেন এখনই।"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "না। আর কেউ আসবেন না। ডাকলে ওঁরা আমাকেই ডাকবেন।"

"আপনার ফিসটা কত?"

ডাক্তারবাবু ভোম্বলের গালে একটা টুসকি দিয়ে বললেন "এইসব ক্ষেত্রে ওসব আমি নিই না। এই ইমার্জেন্সি ব্যাপারস্যাপারগুলো আমার নৈতিকতার মধ্যে পড়ে।

ডাক্তারবাবু বিদায় নিতেই চোখ মেলে তাকাল বিলু।

ফুতকুড়ি সোল্লাসে লাফিয়ে উঠল, "এই তো, এই তো আমাদের দাদাভাই চোখ চেয়ে দেখছে।"

বাচ্চু বিচ্ছু ছুটে গিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল 'কেমন আছ বিলুদা?"

"ভালই আছি। শয়তানরা সুচ ফুটিয়ে আমাকে সংজ্ঞাহীন করেছিল। তোরা কখন এলি?"

ভোম্বল বলল, "একটু আগেই এসেছি আমরা। এসেই দেখি এইসব কাণ্ড। তোর চেঙ্গিস খান, বাবলু আর দিওতিমার সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু তোর ব্যাপারে গোলমালে জড়িয়ে পড়ায় ওরা আর কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে সরিয়ে দিয়েছে দু'জনকেই।"

বিলুর চোখ পড়েছে তখন বিমার দিকে। ওর দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলল, "এ কী! বিমা তুমি? তুমি এখানকার খোঁজ পেলে কী করে?"

এই হোটেলের ম্যানেজার তখন এসে বললেন, "শোনো, কথায় কথায় রাত হয়ে যাচ্ছে অনেক। পাশেই একটা বড় ঘর আছে, সেই ঘরে চলে এসো তোমরা। একসঙ্গে সকলেরই হয়ে যাবে তোমাদের। কিছু মুড়ি আর বোঁদের ব্যবস্থা করেছি। তাই খেয়েই শুয়ে পড়ো। চেঙ্গিসকে বলো দু'-এক জাগ জলের ব্যবস্থা করে দিতে।"

ওরা আর দেরি না করে ওদের ব্যাগগুলো নিয়ে পাশের বড় ঘরে এসে ঢুকল।

চেঙ্গিস আর ফুতকুড়ি দু'জনে দুটো জলের জাগ নিয়ে চলে গেল জল আনতে।

সকলে বাথরুমে গিয়ে এক এক করে চোখেমুখে জল দিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল।

বাবলুর বিপদ যে কতটা চরম, তা ওদের ধারণারও বাইরে। আপাতত বিলুকে যে উদ্ধার করা গেছে, এতেই ওদের আনন্দ। সেইসঙ্গে অচেনা মেয়ে বিমাকেও যে এই শত্রুপুরী থেকে মুক্ত করা গেছে, এও কম কথা নয়।

চেঙ্গিস আর ফুতকুড়ি জল নিয়ে এলে ওরা সবাই মিলে খেতে বসল।

বিলু তো আগেই খেয়ে নিয়েছিল, তাই ওর আর খাওয়ার দরকার হল না।

এই খাওয়াদাওয়ার পর্বের মধ্যেই বিমার ব্যাপারটা জেনে নিল বিলু। ওর বিপর্যয়ের কথা শুনে বিলু বলল, "তা হলে তো তোমার মা বাবা এখন দারুণ চিন্তা করছেন। ওদের খবর পাঠানোর কী হবে?'

বিমা বলল, "সে কাল সকালে দেখা যাবে। এখন ঘুম পাচ্ছে আমার।"

ভোম্বল বলল, "তা বললে কি হয়? ফোন আছে তোমাদের বাড়িতে?"

"না। তবে স্টেশনে ফোন করলে বাবা খবর পেয়ে যাবেন। তা ছাড়া ওর তো এখন নাইট ডিউটি চলছেই।"

চেঙ্গিস খান বলল, 'আমাদের হোটেলের পাশেই তো এস টি ডি বুথ। চলো, ফোনটা করে আসা যাক।"

বিমাকে সঙ্গে করে চেঙ্গিস ও ভোম্বল চলল ফোন করতে। সঙ্গে পঞ্চুও চলল।

পাবলিক কল অফিসের পাশেই একজন ঝাঁকা মুটে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছিল।

ফোন করার পর চেঙ্গিস গিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে তুলল, "লাদুরাম! লাদুরাম! একবার ওপরে এসো তো?"

ঘুম ভেঙে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসল লাদুরাম, "কাহে?"

"তোমার বাড়ি তো বিহারে। আমার দাদাভাইরা সবাই কাল সকালে বিহারে যাবে। তাই তোমার কাছ থেকে একটু কিছু জেনে নেবে ওরা।"

লাদুরাম ওদের সঙ্গে ওপরে এল।

বিলু বলল, "খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল তো।"

বিমা বলল, "এত রাতে এখানে লাইন পেতে খুব একটা দেরি হয় না। আমি বাবাকে বলে দিয়েছি আমার ব্যাপারে কেউ কোনও চিন্তাভাবনা কোরো না, ঠিক সময়মতো আমি বাড়ি পৌঁছব।'

বিলু বলল, "সময়মতো নয়। কালই সকালের বাসে বাড়ি চলে যাবে তুমি।"

রিমা বলল, "তোমাদের সঙ্গ আমি ছাড়লে তো? বাবলুকে যতক্ষণ না খুঁজে পাওয়া যায় ততক্ষণ আমি বাড়ি ফিরব না। তাতে যা হয় হবে।"

চেঙ্গিস বলল, "দাদাভাই, তোমরা তো কাল বিহারে যাবে? তা এই লাদুরামের দেশ হল বিহারে। তোমবা কোথায় যাবে একে বলো, এ সব রাস্তাঘাট বাতলে দেবে তোমাদের।"

বিলু বলল, "কী নাম বললে?"

লাদুরাম বলল, "লাদু। লাদুরাম।"

"বিহারে তোমার বাড়ি কোথায়?"

"আমার বাড়ি গয়া জিলায়।"

ভোম্বলের তখন ঘুম পেয়েছে খুব। সকলকে সরিয়ে দিয়ে একপাশে শুয়ে পড়ে বলল, "এবার তোর যা জানবাব তা জেনে নে ওব কাছ থেকে। আমি এক ঘুম দিয়ে নিই।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুয়ে পড়। অনেকটা পথ ট্রেন জার্নি করে এসেছিস, এবাবে তোর একটু বিশ্রামেব দরকার।" বলে লাদুরামকে বলল, "নওয়াদা কোথায় জানো? কাকোলাত?"

"কাকোলাত? তুম সব কাকোলাত যাওগে?"

"হ্যাঁ। কীভাবে যাব?"

"হামি সব কুছু বাতিয়ে দিব। আগে বলো হামকো চা-চু খেতে কুছু দিবে?"

বাচ্চু ওর হাতে দশটা টাকা দিতেই লাফিয়ে উঠল লাদুবাম, "আরে বাঃ, দশ রুপাইয়া! তো শুনো, নওযাদা জিলা আমার ঘর আছে। আমাব মকান গোবিন্দপুর। কাল সবেরে তুমি সব পাসিঞ্জার মেল যা পাবে তাইতে চেপে গয়া চলে যাও। ওইখান থেকে অন্য ট্রেনে চলে যাবে নওয়াদা। নওয়াদা সে তুম সবকো বাস মিলেগা গোবিন্দপুরকা। ওহি বাসমে থালি মোড় মে উতার যাও। উসকে বাদ পাঁচ কিমি পয়দাল। লেকিন তুম সবকো নাইট হল্ট করনা পড়েগা নওযাদা মে।"

বাচ্চু বলল, "কেন, আমবা যদি কাকোলাতে থাকতে চাই?"

"আরে রাম রাম। অ্যায়সা বুববাকি মাত করো। উধাব শুভে যানা, সামকো আনা। বহোত বঢ়িযা ফাউনটেন হ্যায় উধার। গহেরা জঙ্গল। চারো তরফ পাহাড়। বিহার কা কাশ্মীর। মার্কণ্ডেয মুনি কা আশ্রম থা। বঢ়ি তিরথ।"

বিলু বলল, "ঠিক আছে। যা জানবার জানা হয়ে গেছে আমাদের। এবাব তুমি আসতে পারো।"

লাদুরাম চলে গেলে বিলু সকলকে বলল, "শুনলি তো সব? এখন বাবলুব খোঁজে আমাদের ওই কাকোলাতে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই নেই। গভীব জঙ্গলের দেশ। অতএব বিপদেব ঝুঁকি নিয়েই যেতে হবে আমাদের।"

বিচ্ছু বলল, "এরকম অভিযান তো আমাদের নতুন নয়। কাজেই জঙ্গলেব ভয় আমবা করি না। আত্মরক্ষাব জন্য একটা করে ধারালো ছোরাও আমাদের কাছেই আছে। আব আছে পঞ্চু। অতএব নির্ভযেই যেতে পারব আমরা।"

এতক্ষণ পরে পঞ্চুর নাম হতে ও একটু নড়েচড়ে বসল।

রিমা বলল, "আমার কিন্তু কোনও ছোরাছুরি নেই।"

বিলু বলল, "সে না থাক, একটা কিনে নিলেই হবে। তবে আমাদের সঙ্গে যাওয়া কিন্তু বিপদ মুঠোয করে। কী করবে এখনও ভেবে দেখো।"

"ভেবে দেখাদেখির কিচ্ছু নেই। তবে টাকা-পয়সা আমার খুবই কম। ওইদিকটা আমি চিন্তা না করেই তোমাদের সঙ্গে যাব বলছি। আমি গেলে তোমাদের অন্য কোনও অসুবিধে হবে না তো?"

"সে যা হওয়ার তা হবে। তুমি যেতে চাইলে আমাদেব সঙ্গে যেতে পারো।"

"আমি যাব।"

"তা হলে আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ো। কাল সকালেই রওনা দেব আমরা।"

চেঙ্গিস খান আর ফুতকুড়ি ঘরের মেঝেতেই শুয়ে পড়ল। বাদবাকিরা খাটের ওপর ছড়িয়েছিটিয়ে। শোওয়ামাত্রই ঘুম নেমে এল সকলের চোখে। রাত্রির তখন শেষ যাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ১৫ ॥

সকালে ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। তাও ভাঙত না পঞ্চু উঠে হাঁকডাক না করলে।

ওরা ঘুম থেকে উঠেই বাথরুমের কাজ সেরে নিল এক এক করে।

চেঙ্গিস আর ফুতকুড়ি চায়ের অর্ডার দিয়ে এল সকলের জন্য। সেইসঙ্গে গরম গরম শিঙাড়ার।

হোটেলের মালিকও এসে দেখা করলেন ওদের সঙ্গে। বললেন, "শোনো বাবারা, আমি হচ্ছি বাঘের বাচ্চা। কাউকে পরোয়া করি না আমি। তবে কিনা আরশোলাকে আমি দারুণ ভয় পাই। আর পুলিশ দেখলেই আমার হাত-পা যেন পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। যেই শুনেছি তোমরা পুলিশের সুনজরে আছো, অমনই আমারও সুনজরে পড়ে গেছ তোমরা। তা বাবারা, এই ঘরের ভাড়া আমি তোমাদের কাছ থেকে নেব না। তার কারণ তোমরা আমার গেস্ট। এখন এই সকালবেলায় তোমরা দল বেঁধে সব চললে কোথায় সেটাই আমাকে বলে যাও। না হলে পুলিশ এসে যাচ্ছেতাই করবে।"

বিলু বলল, "আপাতত আমরা গয়ায় যাচ্ছি।"

"আরে রাম, রাম। ওখানে তো লোকে পিণ্ডি দিতে যায়!"

ভোম্বল বলল, "মনে করুন না আমরাও কারও পিণ্ডি চটকাতে যাচ্ছি।" তারপর হেসে বলল, "আসলে আমরা গয়ায় যাচ্ছি বটে কিন্তু ওখানে আমরা থাকব না। আমরা যাব নওয়াদায়।"

"গয়ায় যদি যাও তা হলে তো এখনই তোমাদের তৈরি হতে হবে। পূর্বা এক্সপ্রেস পেলে ভাল। না হলে শিয়ালদহ-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসেই যাও তোমরা। রাত আটটা নাগাদ গয়ায় পৌঁছবে।"

বিচ্ছু বলল, "ট্রেনটা আসানসোলে ক'টায়?"

"টাইম টেবল দেখে বলছি। তোমরা অবশ্য সময় পাবে। স্নান-খাওয়া সেরেই যেতে পারবে তোমরা।" বলেই একটা হাঁক দিলেন, "ওরে কে আছিস, রেলের টাইম টেবল-এর চার্টটা একবার নিয়ে আয় না রে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য একটি ছেলে কার্ডের মতো একটি ছাপানো চার্ট এনে মালিকের হাতে দিল।

মালিক চার্টের ওপর একবার চোখ বুলিয়েই বললেন, "সময়টা যদিও আমার জানা, তবুও ছেলেমানুষ তোমরা, ভাল করে একটু দেখেটেখে বলাই ভাল। এই দেখো, বেলা বারোটা নাগাদ তোমরা পেয়ে যাচ্ছ পূর্বা এক্সপ্রেস। ওতে অবশ্য ভাড়া একটু বেশি পড়বে। তবে কিনা বিকেল চারটে নাগাদ গিয়ে পৌঁছবে গয়ায়। আর জম্মু তাওয়াইয়ে গেলে বিকেল তিনটে বিয়াল্লিশ। কী করবে তোমরা ভেবে দেখো।"

বিলু বলল, "ভেবে দেখাদেখির কোনও ব্যাপার নেই। আমরা পূর্বাতেই যাব।"

"তা হলে সবাই তৈরি হও। সকাল এখন আটটা। এখনও চার ঘণ্টা সময়।"

মালিক চলে গেলে বিলু এই যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

ঠিক হল পূর্বা এক্সপ্রেসেই যাবে ওরা। দিনের গাড়ি। অতএব বার্থের প্রয়োজন নেই। কোনওরকমে ঠেলে গুঁজে যে-কোনও কামরায় একবার উঠে পড়তে পারলেই হল! তারপর বিকেলে গয়ায় নেমে স্টেশনের কাছেই কোনও হোটেলে উঠে রাতটা কাটিয়ে দেবে। পরদিন ট্রেন বাস যা পাবে তাতে করেই নওয়াদায়।

চেঙ্গিস বলল, "তোমাদের কথা শুনে আমাদেরও মনে হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে যাই।"

বিলু বলল, "না। তোরা আর অন্য কোনওরকম মন করবি না। স্বাধীনভাবে যে ব্যবসাটা করবি ঠিক করেছিস সেটাই করবি।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কীসের ব্যবসা?"

বিলু তখন সব বলল ওদের। ও যে ওর হাতে এই ব্যাপারে পাঁচশো টাকা দিয়েছে তাও বলল।

ভোম্বল বলল, "খুব ভাল কথা। জীবনে কেউ দাঁড়াতে চাইলে তাকে সাহায্য করতে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবসময়ই আগ্রহী। তা গয়ায় যাওয়ার আগে বাবলুর ব্যাপারে এখানকার থানায় গিয়ে একবার খোঁজখবর নিবি নাকি?"

বিলু বলল, "কোনও দরকার নেই। ওদের কোনও খবর পেলে পুলিশ নিজেদের কৃতিত্ব দেখানোর গরজে নিজেরাই এসে জানিয়ে যেত।"

বাচ্চু বলল, "তা ঠিক।"

বিচ্ছু বলল, "এই ধরনের দুষ্কৃতীরা একবার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেরোতে পারলে আর তাদের ধরা মুশকিল। বাইরের গোলমালটা না থাকলে হোটেল ব্লু-স্টারেই হাতেনাতে ধরা যেত ওদের।"

বিলু বলল, "একদিকে কিন্তু ভালই হয়েছে। আমরা যেমন খোঁজখবর নিয়ে কষ্ট করে ওখানে যাচ্ছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলুকে তা করতে হল না। দুষ্কৃতীরা নিজেরাই খাল কেটে কুমির নিয়ে গিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনল।"

বাচ্চু বলল, "সেটাও যেমন ঠিক, অন্যদিকে বিপদের সম্ভাবনাটাকেও যেন উড়িয়ে দিয়ো না। দিওতিমা সুন্দরী মেয়ে। তাকে ওরা আটকে রেখে দিতে পারে। ওর বাবার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য না মেরে ওকে জিইয়ে রেখে জীর্ণ শীর্ণ করে ওর শারীরিক দুর্দশার ছবি মাঝেমধ্যে বাবা মায়ের কাছে পাঠিয়ে তাদের মানসিক আকুপাংচার করতে পারে। কিন্তু বাবলুদার বেলায় সেটা তো নাও হতে পারে? কাকোলাতের জঙ্গলে বাঘ-ভালুকের মুখের গ্রাসে ছেড়েই যদি দেয়, তা হলে? শুধু তাই নয়, কালো দণ্ডর মতোই যদি অবস্থা করে ওর? তা হলে?"

ভোম্বল বলল, "আর বলিস না। শুনেই মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার। এখন স্নানের ব্যাপারটা এক এক করে মিটিয়ে নিয়ে তৈরি হ দেখি?'

বিলু বলল, "তোমার সঙ্গে তো কোনও কিছুই নেই। একবস্ত্রে কী করে থাকবে?"

বাচ্চু বলল, "ওর জন্য তুমি চিন্তা কোরো না। আমাদের দু' বোনের থেকেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"তা হলে তোরাই আগে স্নানের পর্বটা সেরে নে। কেন না একবার অভিযানে মেতে উঠলে কোনও কিছুই আর হয়ে উঠবে না। কোথায় কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে যে দিন কাটবে তা কে জানে?"

বিলুর কথামতো মেয়েরা স্নানের প্রস্তুতি নিলে বিলু আর ভোম্বল পঞ্চুকে নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের কাছে এল। কী দারুণ জমজমাট এখন জায়গাটা। কে বলবে কাল রাতে এইখানেই অতকিছু কাণ্ড হয়ে গেছে।

বাসস্ট্যান্ডে খোরাফেরার সময়ই ভোম্বল হঠাৎ কী যেন দেখে বলল, "চলবে নাকি?"

বিলু একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল। তারপর বলল "মন্দ কী? তবে কিনা একটু পরেই তো ভাত খাব।"

ওরা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ছোট্ট একটা দোকানের দিকে। সেখানে তখন গরম জিলিপির যেন একটা পাহাড় তৈরি হয়েছিল।

জিলিপি খাওয়ার ব্যাপারে পঞ্চুও দারুণ ওস্তাদ। অতএব তিনজনে মিলেই খেতে লাগল জিলিপি। আঃ, কী দারুণ তার স্বাদ।

বেলা দশটার মধ্যেই ওরা হোটেল ছেড়ে একটা অটো নিয়ে রওনা হল স্টেশনের দিকে। যাওয়ার আগে চেঙ্গিস খান ও ফুতকুড়িকে অনেক আদর করল ওরা।

আসানসোল হল এই লাইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত স্টেশন। এখান থেকেই লাইনটা দু'ভাগ হয়ে মেন লাইন চলে গেছে চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জশিডি, ঝাঁঝা, পটনা হয়ে মোগলসরাইয়ের দিকে। আর গ্র্যান্ড কর্ড গেছে ধানবাদ, গোমো, হাজারিবাগ হয়ে গয়ার ওপর দিয়ে মোগলসরাই। তা ছাড়াও জয়চণ্ডী আদ্রা হয়ে টাটানগরের সঙ্গে যোগ আছে। অন্যদিকে একটা লাইন চলে গেছে অণ্ডাল সাঁইথিয়া হয়ে সিউড়ির দিকে।

বিলু আর ভোম্বল লাইন দিয়ে টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে এল। দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিল রেলের ক্যান্টিনেই। তারপর অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর দেখা মিলল ট্রেনের। সুপার ফাস্ট ট্রেন। উঃ, সে কী ভিড়! গার্ড কামরার গায়ে একটা বগিতে কোনওরকমে উঠে পড়ল ওরা। ধস্তাধস্তি করে, ঠেলে খুঁজে। বসবার জায়গা তো নেই। দাঁড়িয়ে থাকাও দায় হল।

উঠতে না উঠতেই ছেড়ে দিল ট্রেন। এরই মধ্যে শুরু হল চিৎকার চেঁচামেচি আর ঝটাপটি। ব্যাপারটা কী? না কীভাবে যেন একটা কুকুর দেশভ্রমণের আশায় উঠে পড়েছে ভিড় গাড়িতে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা মুখ টিপে টিপে হাসল।

বিলু বলল, ' ওকে একটু সিটের তলায় ঢুকে যেতে দিন না কেউ। '

এক বাঙালি যাত্রী বললেন, "এখানে কি সিটের তলা বলে কিছু আছে? দুনিয়ার জিনিসপত্রে বোঝাই সব। গয়ার ব্যবসায়ীরা যাচ্ছে জিনিসপত্রের পাহাড় নিয়ে। কানপুরের এক যাত্রী তো একুশটা ট্রাঙ্ক নিয়ে উঠেছে।"

"আপনি যাবেন কোথায়?"

"আমিও গয়াতেই যাব। ওখান থেকে যাব নওয়াদায়। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন পাব।"

বাচ্চু-বিচ্ছু আর বিমা তখন ম্যানেজ করে কারও বস্তা, কারও ট্রাঙ্কের ওপর বসে পড়েছে।

বিলু বলল, "নওয়াদাটা কোথায়?"

"কিউল গয়া লাইনে খুব নামকরা জায়গা।"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা ওখানে কি কাকোলাত নামে কোনও জায়গা আছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"হ্যাঁ, আছেই তো। কিন্তু কাকোলাতের নাম তোমরা জানলে কী করে?"

"আসানসোলে যে হোটেলে আমরা উঠেছিলাম সেখানে লাদুরাম নামে একজনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তার বাড়ি গোবিন্দপুরে। তারই মুখে শুনেছি কাকোলাতের গল্প।"

"আমি গেছি। বিহারের কাশ্মীর ওটা। পৃথিবীর স্বর্গ।"

"বলেন কী!"

"আমি বলছি না। বিহারের মানুষরাই বলে। পুরাকালে মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রম ছিল ওখানে। এখন ওখানে গুরু হনুমান নামে এক সাধক আছেন। তা যাই হোক, গভীর জঙ্গলে ভরা জায়গাটা। কোনওরকমে একবার যদি তোমরা যেতে পারো ওখানে তো দারুণ আনন্দ পাবে। জায়গাটা খুব অখ্যাত কিন্তু দারুণ লোভনীয়। অথচ কোনও গাইড বুকেই জায়গাটার উল্লেখ নেই।"

ভোম্বল তখন একজনের বেডিং-এর ওপর একটু বসবার জায়গা করে নিয়েছে। অতিকষ্টে বিলুও ভাগ পেয়েছে একটু।

ট্রেন ঝড়ের গতি নিয়ে ছুটে চলেছে।

ভোম্বল বলল, "কাকোলাত নওয়াদা থেকে কতদূর?"

"পঁয়ত্রিশ কিমি। ফতেপুর থেকে সতেরো কিমি। ওখানে যেতে গেলে ফতেপুর, আকবরপুর হয়েই যেতে হবে। তবে একটা কথা, খাবারদাবার সব আকবরপুর থেকে সঙ্গে নেবে। না হলে এককাপ চাও মিলবে না পথে। গোবিন্দপুরে থালির মোড় থেকে শুরু হবে জঙ্গলের পথ।"

"ওখানে থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই?"

"সম্প্রতি একটা রেস্ট হাউস হয়েছে। তবে তা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। অগ্রিম বুকিং ছাড়া জায়গা পাওয়া যায় না। যাই হোক, জঙ্গলের পথ ধরে তোমরা ধাপে ধাপে পাহাড়ে উঠে যাবে। একশো পঞ্চাশ ফুট চড়াই। ওপরে উঠেই কাকোলাত ফল্‌স। একশো ষোলো ফুট উঁচু থেকে জল ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা বিশাল জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে। সেই জলাশয় আগে খুব গভীর ছিল। এখন তাকে বালি দিয়ে ভরাট করে অনেকটা বিপন্মুক্ত করা হয়েছে। এক কোমর জল। তোমরা মনের আনন্দে স্নান করবে। পাশেই বিশ্রাম নেওয়ার মতো একটা বড় ঘর আছে। জানলা-দরজা নেই। মেয়েরা স্নানের পর সেখানে জামাকাপড় ছাড়ে। ব্যবস্থা খুব ভাল। সবচেয়ে ভাল কী জানো?"

"কী?"

"কাকোলাতের জল। ওই জল অবশ্যই খাবে তোমরা।"

বিলু বলল, "পেটের গোলমাল হবে না তো?"

"না। নদীর জল, ঝরনার জল কখনও না ফুটিয়ে খাওয়া উচিত নয়। কিন্তু কাকোলাতের জল তার ব্যতিক্রম। যতটা পারবে খাবে, তারপরেই দেখবে ম্যাজিক। খিদেয় চনচন করবে পেট। একসময় প্রবাদ ছিল মানুষ মরে গেলেও তার মুখে ওই জল একটু দিয়ে দিলে সে নাকি বেঁচে উঠত। এখনও দুরারোগ্য পেটের অসুখে যারা ভুগছে তারা ওই জল পান করে রোগমুক্ত হতে পারে।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে সরকারের উচিত ওখানে পাহাড়ের নীচে স্বাস্থ্যান্বেষীদের জন্য কিছু ঘরবাড়ি করে দেওয়া।"

"উচিত। কিন্তু আজকাল মানুষের মনমেজাজ তো অন্যরকম। ওই জায়গায় রাতদুপুরে খুনখারাপি বা গুন্ডা গর্দি হলে আটকাবে কে?"

"কথাটা ঠিক। সারা দেশের পরিস্থিতিই তো এখন ভাল নয়।"

ট্রেন তখন ধানবাদ, গোমো, হাজারিবাগ হয়ে কোডারমায় থেমেছে।

বিচ্ছু বলল, "দিদি, এই সেই কোডারমা।"

বাচ্চু বলল, "হ্যাঁ। কী দারুণ অ্যাডভেঞ্চারই না সেবার হয়েছিল বল?"

রিমা বলল, "সত্যি, তোমরা কত সুখী। আমিও যদি তোমাদের মতো হতাম!"

ট্রেন ছাড়লে ওই ভিড়ের মধ্যেই একজন চেকার উঠলেন টিকিট চেক করতে। অবাঙালি চেকার। উঠেই তো পঞ্চুকে দেখে জ্বলে উঠলেন তেলে-বেগুনে। বললেন, "আরে ইধার কুত্তা কাঁহাসে আ গিয়া? হটা দো জলদি।"

এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী তখন পুরি তরকারি চাটনি বের করে নিজেও খাচ্ছিলেন, পঞ্চুকেও খাইয়ে দিচ্ছিলেন। এবার গম্ভীর চোখে চেকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপ দিজিয়ে না?"

"অ। সমঝ গিয়া। ইয়ে কুত্তা আপকা মেহমান হ্যায়।"

"শোচ লিজিয়ে।"

"উসিকা টিকট দেখাইয়ে।"

মাড়োয়ারি ভদ্রলোক পকেট থেকে টিকিট বের করে দেখালেন।

চেকার টিকিট চেক করে বললেন, "আপকা?"

ভদ্রলোক টিকিটটা চেয়ে নিয়ে আবার সেটাই দেখিয়ে বললেন, "ইযে হ্যায় মেরা টিকট।"

চেকার এবার রেগে বললেন, "পানশো রুপাইয়া পেনালটি দে কর টিকট বনাইযে কুত্তেকা।"

মাড়োয়ারি ভদ্রলোক গবম হয়ে বললেন, "কোন হিসাবসে?"

অন্য যাত্রীরা মুখ খুললেন এবার, "আরে মশাই রাস্তার কুকুর কীভাবে কার তাড়া খেয়ে উঠে পড়েছে গাড়িতে। এটুকু বোধজ্ঞান নেই আপনাব?"

চেকার বললেন, "ওহি বাত তো পহলেই বোলনা চাহিয়ে থা।" বলে বিলুর টিকিট দেখতে চাইলেন।

বিলু পঞ্চুর টিকিটটা লুকিযে রেখে নিজেদেরটা দেখাল।

টিকিট দেখেই চোখ কপালে উঠে গেল চেকাবের। বললেন, "এ ক্যা! এ তো অর্ডিনারি মেল এক্সপ্রেস কা টিকট। এ গাড়িকে লিয়ে সুপার ফার্স্ট টিকট হোনা চাহিয়ে।"

বিলু বলল, "দেখুন, আমরা তো তা জানি না। স্টেশনেব কাউন্টারে গযার টিকিট চেয়েছি, এই টিকিট দিযেছে।"

"পেনালটি দেনে পড়েগা তুমকো। পঁচাশ রুপাইয়া পেনালটি ঔর পাঁচ আদমি কা পঁচাশ রুপাইয়া সুপাব ফাস্ট চার্জ। শ' রুপাইয়া দে দিজিয়ে।"

ভিড়ের ভেতর থেকে আর একজন কে যেন হেঁকে বলল, "আরে গিরিধাবিলালজি, ছেড়ে দিন ওদেব। ছেলেমানুষ, জানে না, উঠে পড়েছে। বিনা টিকিটে তো যাচ্ছে না।"

চেকার ভদ্রলোক ছাড়বার পাত্রই নন।

অবশেষে ফাইন দিয়ে টিকিট করতেই হল ওদের।

গমগম শব্দে ট্রেন তখন পর পর তিনটি টানেল পার হয়ে গয়ার দিকে এগোচ্ছে।

গয়ায় বগির অর্ধেক লোক নেমে গেল। উঠলও তার দ্বিগুণ।

বিলু, ভোম্বলদের সঙ্গে সকলের পাশ কাটিয়ে পঞ্চুও নেমে এল এক সময়। তাবপর গেট পেবিয়ে যখন বাইরে এল তখনও দিনের আলো বেশ পবিষ্কার।

বিলু বলল, "কী করবি রে? আজকের রাতটা এখানেই কোথাও কাটাবি? না বওনা দিবি নওযাদাব দিকে?"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "না, না। এখানে একদম সময় নষ্ট নয়। যত রাতই হোক আজই আমবা নওয়াদায় যাব।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে তোরা একটু অপেক্ষা কর। আমি চট করে একবাব ট্রেনের সময়টা জেনে আসি।"

রিমা বলল, "আমিও যাব তোমার সঙ্গে?"

"আসবে? এসো।"

একটু পরেই ভোম্বল আর রিমা ফিরে এল।

ভোম্বল বলল, "একেবারে টিকিটও কেটে আনলাম। ছ'টা পঁয়তাল্লিশে ট্রেন। আটটা এক-এ পৌঁছবে। অবশ্য যদি লেট না করে।"

বিলু বলল, "ভালই করেছিস। এখন সবে পাঁচটা। চল আমরা শহরের রাস্তাঘাটগুলো একটু ঘুরে বেড়িয়ে একটা দোকানে বসে গরম গবম কচুরি আর চা খেয়ে ট্রেনজার্নিব ক্লান্তি দূর করে একটু চাঙ্গা হয়ে নিই।"

চল তো চল। ওরা স্টেশন চত্বব পেরিয়ে এক জায়গায় ভাল একটা দোকানে বসে জলযোগ সেরে এগিয়ে চলল জনবহুল রাজপথ ধরে।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন। প্ল্যাটফর্মেই এল দেরি করে। ছ'টা পঁয়তাল্লিশের জায়গায় সাতটা বেজে গেল তবুও সিগন্যাল পেল না। একেবারে ফাঁকা গাড়ি। এক একটি বগিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আট-দশজনের বেশি লোক হল না।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর রিমা হাত-পা ছড়িয়ে বেশ আয়েশ করেই বসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পঞ্চুও বসল জানলার ধারে একটি ফাঁকা সিট দেখে। এখানে ওর কোনও বিপদের আশঙ্কাও নেই। ট্রেনের কামরায় ছাগলের নাদি। অর্থাৎ ছাগল, ভেড়া, বানর, বাছুর সবই ওঠে এ-গাড়িতে।

সাতটা দশে নড়ে উঠল ট্রেন।

ভোম্বল বলল, "দরকার নেই আমার সুপার ফাস্টে। এই গাড়িই আমাদের পক্ষে ভাল। এককাঁড়ি টাকার টিকিট কেটে ফাইন দিয়ে লোকের বেডিংয়ে চেপে এলাম। তার আগে তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল।"

বিলু বলল, "এইবার আরাম। তবে কিনা রাতের অন্ধকারে বাইরের প্রকৃতিটা ভালভাবে দেখা যাবে না।"

ট্রেন তখন ফল্গুর ব্রিজে।

ঝমর-ঝম ঝমর-ঝম শব্দ করে ব্রিজ পার হল ট্রেন। কিন্তু বাইরে ঘন অন্ধকার থাকায় কিছুই ভাল করে দেখা গেল না। এর পরই এল ছোট্ট একটি স্টেশন মানপুর। এই মানপুর থেকে সোজা লাইনটা টানকুপ্পা, বাঁশিনালা, পাহাড়পুর হয়ে হাওড়ার দিকে চলে গেল। আর এই লাইনটা বেঁকে গেল কিউলের দিকে।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সব স্টেশনেই থামতে থামতে চলল। অনেক স্টেশন। পাইমার, কাইজারা, ওয়াজেরগঞ্জ, জামুয়াওয়ান, মানঝাওয়া হল্ট, তিলাইয়া, ছাতার, তারপরই নওয়াদা। আটটা এক মিনিটে পৌঁছনোর কথা ছিল। পৌঁছল রাত বারোটায়।

স্টেশনে পৌঁছতেই পূর্বা এক্সপ্রেসের সেই বাঙালি যাত্রীর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। একগাল হেসে উনি নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, "কী গো! তোমরা তা হলে এলে শেষপর্যন্ত? এখন এই রাতদুপুরে কোথায় যাবে? কী করবে?"

বিলু বলল, "আপনিই বলুন? আপনি তো এখানকারই লোক। থাকার মতো তেমন ভাল লজ-টজ নেই এখানে?"

"তা আবার নেই? হোটেল, লজ অনেক আছে এখানে, তবে ভয়ের ব্যাপারও আছে।"

ভোম্বল বলল, "কীরকম ভয়ের ব্যাপার? খুনখারাপি?"

"তার চেয়েও ভয়ংকর।"

রিমা বলল, "বুঝেছি। ছেলেমেয়ে চুরি করে পাচার করে দেওয়া, এই তো?" বলে পঞ্চুকে দেখিয়ে বলল, "এই যে দেখছেন শ্রীমানকে, এ থাকতে বনের বাঘকেও আমরা ভয় পাই না।"

"বলো কী! বাঘের প্রিয় খাদ্যই তো কুকুর।"

"তা হলেও।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "না মা, সে যে কী ভয় তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই ভূতের ভয়। তবে আপনি জেনে রাখুন, ভূতকেও আমরা ভয় করি না।"

"না করাই ভাল। কিন্তু এ ভয় এমনই যে, তোমাদের এই পঞ্চু কেন, বাঘ, সিংহ এলেও কিছু করতে পারবে না ওদের। বন্দুক, পিস্তল, রিভলভারের গুলিও হার মানে ওদের কাছে। একমাত্র আগুনই ওদের আতঙ্ক। ওখানেই ওরা জব্দ। কিন্তু যে ঘরে তোমরা থাকবে সেই ঘরে যদি আগুনই লাগিয়ে দাও, তা হলে থাকবেটা কী করে? অতএব ওই ভয়কে কি দূর করা যায়?"

বাচ্চু আর বিচ্ছু বলল, "ভয়টা কীসের, আপনি যদি একটু পরিষ্কার করে বলতেন তা হলে নিশ্চিন্ত হতাম আমরা।"

ভদ্রলোক একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভয়টা হল ছারপোকা আর মশার। আরশোলার মতো বড় বড় ছারপোকা আর ফড়িংয়ের মতো বড় বড় মশা যখন একজোটে কামড়াতে শুরু করবে তখন পরিত্রাহি চিৎকার করবে তোমরা। এরা লজ ভাড়া দেয়, কিন্তু মশার কামড় থেকে বাঁচবার জন্য মশারি দেয় না। আর ভুলেও কখনও ছারপোকা মারবার ওষুধ দেয় না বিছানাপত্তরে। তাই ওভাবে কি ওসব জায়গায় থাকা যায়?"

বিলু বলল, "সত্যি, এইসব বলে আপনি যে কী উপকার করলেন আমাদের! ভালই হল, একটা রাত বরং এই স্টেশনেই গল্প করে কাটিয়ে দেব আমরা।"

ভদ্রলোক বললেন, "তা কেন? তোমরা আমার বাড়িতে এসো। কাছেই বাড়ি আমার। তবে কিনা আমি খুব গরিব লোক, আমার বিছানাপত্তর ভাল নয়। কিন্তু তাতে ছারপোকা নেই। আর তাপ্পিমারা মশারিও আছে দু'-তিনটে। কোনও অসুবিধে হবে না।"

বিলু বলল, "এই অচেনা পরিবেশে আমাদের এরকম আশ্রয়েরই প্রয়োজন। রাত অনেক হয়েছে। ঘুম পাচ্ছে আমাদের। চলুন আপনার ওখানেই যাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বেশিদূর যেতে হল না। স্টেশন থেকে মিনিট দশেক হাঁটতেই বাড়ি পৌঁছনো গেল। বহুদিনের পুরনো একতলা বাড়ি।

ভদ্রলোক ঘরের তালা খুলে বললেন, "প্রায় বিশ বছর আছি আমি এই বাড়িতে। ভাড়া কত জানো? মাত্র কুড়ি টাকা।"

ভোম্বল বলল, "সে কী! এত কম কেন?"

"অনেকদিনের পুরনো ভাড়াটে। তা ছাড়া বাড়ির মালিকও বাঙালি। ভাড়া দিলে নেন, না দিলে চানও না।"

বাচ্চু বলল, "আপনার ফ্যামিলি কোথায় থাকেন?"

"ফ্যামিলি মানে, আমি আর আমার বউ। তা আমার শাশুড়ির খুব অসুখ। ওঁকে তাই হাতিবাগানে ওঁর বাপের বাড়িতে রেখে আসতে গিয়েছিলাম। আমার ছেলেপুলে নেই। ঘর আমার দুটো। ওটাতে তোমরা একটু কষ্ট করে থাকো।"

ওরা সবাই মুখ-হাত ধুয়ে ঘরে ঢুকে শোওয়ার ব্যবস্থা করে নিল।

ভদ্রলোক বললেন, "তোমরা কাল কখন যাবে? আমি কিন্তু ভোরে উঠব। সকাল ছ'টায় দোকান খুলতে হবে আমাকে।"

বিলু বলল, "আমরা হয়তো তারও আগে উঠব। যদি ঘুমিয়ে পড়ি আপনি একটু ডেকে দেবেন।"

"ওর জন্য চিন্তা করতে হবে না তোমাদের। কাল ভোরে বেরোলে দুপুরের মধ্যেই ফিরে পড়বে তোমরা। বিকেলে গয়া। এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে তবেই যেয়ো কিন্তু। বাজারের মধ্যে দোকান। নামকরা দোকান আমাদের 'অধর দত্ত অ্যান্ড কোং'। যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই দেখিয়ে দেবে।

ভোম্বল তো আঁতকে উঠল নাম শুনে। চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বললেন? অধর দত্ত?"

"হ্যাঁ। বিরাট ব্যবসায়ী। তোমাদের হাওড়া কলকাতারই লোক উনি। কালো দত্ত অধর দত্তর নাম শোনোনি?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি।"

"আমি ওঁরই আড়তে কাজ করি। নিজের দোকান নয় আমার। তা তোমরা কাকোলাতে গেলে গুরু হনুমানের আশ্রমে যদি যাও, অধর দত্তর নাম করলে প্রসাদ পাবে।"

ভোম্বল বলল, "ভাগ্যে দেখা হল আপনার সঙ্গে। যাক রাত হয়েছে। এখন আমরা শুয়ে পড়ি।"

ভদ্রলোক পাশের ঘরে চলে গেলে এরা এক ঘরে এসে সবাই ঢুকল।

বিলু বলল, "কীরকম কী বুঝলি রে তোরা?"

ভোম্বল বলল, "সর্বনাশং ভৃত্যায় নমঃ।"

বিমা বলল, "এ আবার কেমন সংস্কৃত? যা হোক একটা মুখে এল আর বলে দিলে?"

বিচ্ছু বলল, "টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেতুলতলায় বাস।"

বিলু বলল, "ঘুমো, ঘুমো, ঘুমো।"

পঞ্চুকে একপাশে একটু জায়গা করে দিয়ে ওরা সবাই শুয়ে পড়ল মশারি খাটিয়ে। শোওয়ামাত্রই গভীর ঘুমে দু'চোখ বুজে এল সকলের।

॥ ১৬ ॥

মধ্যরাতে একটা চাপা গলার কথাবার্তা শুনে কানখাড়া করে রইল বিলু। মধ্যরাত তখন ঠিক বলা যায় না। প্রায় শেষরাত।

কে যেন বলল, "বলাইদা, তুমি জানো না কাদের তুমি এ ঘরে থাকতে দিয়েছ। ওরা যে কী সাংঘাতিক ধরনের ছেলেমেয়ে, তা তোমার ধারণাতেও নেই। কালোদার মতো লোককে ঘোল খাইয়ে দিয়েছে ওরা। অমন যে মাধাই ঘোষ, তারও বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে গিয়েছে।"

ভদ্রলোক বললেন, "তোদের দফা কিন্তু এবার হয়ে এসেছে। তবে একটা কথা বলি শোন, তোদের কাউকেই আর আমি বিশ্বাস করি না। বঙ্কাটাকে তুই ওইরকম নৃশংসভাবে খুন করলি কী করে?"

"তুমি আমাকে ভুল বুঝো না বলাইদা। ওকে আমি মারিনি। ওই শয়তান ছেলেগুলোর যে লিডার সেই মেরেছে ওকে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"এইসব আষাঢ়ে গল্প তুই আমাকে শোনাস না কাল্লু। বঙ্কাকে তুই-ই মেরেছিস।"

কাল্লু বলল, "না বলাইদা, না। আমি একটা মূর্তি ছাদের ট্যাঙ্কে রাখতে গেছি আর বঙ্কা গেছে ছেলেটাকে কুয়োয় ফেলে দিতে। তার জায়গায় ছেলেটাই বঙ্কাকে ফেলে দিল কুয়োয়। শুধু তাই নয়, মাধাই ঘোষ, মানে গুরু হনুমান বিখ্যাত স্বর্ণ ব্যবসায়ী অরুণবাবুর একমাত্র মেয়েকে কিডন্যাপ করে কী কৌশলে যে নিয়ে গিয়েছিল জয়চণ্ডী পাহাড়ে, তা তুমি ভাবতেও পারবে না। ওরা ঠিক যেন গন্ধে টের পেয়ে একটা পরিত্যক্ত গুহার ভেতর থেকে মেয়েটাকে বের করে নিয়ে এল। অঞ্জনদা, বিনাদা, বিশু, ভজা এরাও হার মেনেছে ওদের কাছে। অঞ্জনদার কাঁধে গুলি করেছে ছেলেটা।"

"গুলি করেছে?"

"হ্যাঁ। ছেলেগুলো পুলিশের কাজকর্মের খুব সহায়ক বলে ওদের ওই লিডার ছেলেটাকে একটা পিস্তল সঙ্গে রাখারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। খুব বেশি বয়স নয়, অথচ কী ফেরোসাস। শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে বদ লোকদের পিছু নেয় ওরা। আরও বলি, আসানসোলের ব্লু-স্টারেও হানা দিয়েছিল ওরা।"

"বলিস কী বে!"

"ভাগ্যে সময়মতো টের পেয়েছিলাম, তাই সরাতে পেরেছি দুটোকেই। ছেলেমেয়ে দুটোই এখন মাধাই ঘোষের হাতেব মুঠোয়। এই ছেলেমেয়েগুলো ওদের খোঁজেই এখানে এসেছে। আর এখানে যখন এসেছে তখন কাকোলাতে ওরা যাবেই। কাকোলাতের নাম শুনেই ওরা এসেছে। আসবার আগে কান্তিভাই আর শান্তিভাইকেও শাসিয়ে এসেছে ওরা।"

ওদের কথাবার্তার ফাঁকে ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, বিমা সবাই জেগে উঠে কানখাড়া করে শুনছিল সব।

বলাইদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "দ্যাখ কাল্লু, আমি বলি কী, তুই এবার এইসব সঙ্গ ছেড়ে দে। ববং একটা কাজ করতে পারিস?"

"কী কাজ বলো?"

"ওই ছেলেমেয়েদুটোকেও মুক্তি দে। ওদের পালাবার ব্যবস্থা করে তুইও পালা।"

"এই অসম্ভব প্রস্তাব তুমি কোরো না বলাইদা। ওরা ছাড়া পেলে আমাদের রক্ষে রাখবে না।"

"ছাড়া না পেলেও কি রক্ষে থাকবে তোদের? ওই মেয়েটার বাবা, এই ছেলেমেয়েগুলোর বাবা-মা কি ছেড়ে দেবে তোদের? হয় হাজতবাস, নয়তো অপঘাত, এই হচ্ছে তোদের নিয়তি। অথচ ওই একই লোকেদের অধীনে আমিও কাজ করি। যতই থানা পুলিশ হোক, যত যাই হোক, আমার কিন্তু কিচ্ছু হবে না। কেন বল তো? তোদের মতো কোনও নোংরা কাজ আমি করি না। এলাকার মানুষ, পুলিশ, প্রশাসন সবাই চেনে আমাকে। আমি একজন সামান্য কর্মচারী এদের।"

কাল্লু বলল, "যাক, ওসব কথা থাক এখন। কাল সকালে, মানে ভোরের দিকে খ্যাদানলাল একটা ট্রেকার নিয়ে আসবে। সে এসে 'কাকোলাত, কাকোলাত' করে চ্যাঁচাবে। তুমি ওদের বুঝিয়ে সেই ট্রেকারেই তুলে দেবে। তারপর মজা দেখাব বাছাধনদের।"

"কী মজা দেখাবি?"

"সবক'টাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কাকোলাতের জলে চুবিয়ে মারব। আর কুকুরটাকে এমন ফাঁদে ফেলব যে, ওর নাম ভুলে যাবে।"

বলাইদা বললেন, "বেশ, তাই করব।" তারপর বললেন, "আর সেই আগের ছেলেটার খবর কী?"

"সেটা তো পলাতক। শুধু তাই নয়, পালিয়ে গিয়েও একদিন রাত্রে চুপিচুপি এসে চন্দ্রকান্ত গিরিকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়।"

"কী করে জানলি?"

"বলদেব নামে যে রাখাল ছেলেটাকে জয়চণ্ডীতে মারা হল, মারেব চোটে সেই ফাঁস করে দিয়েছিল।"

বলাইদা বললেন, "দেখছিস তো, একটা পাপ ঢাকতে গিয়ে তোরা আর একটা পাপ করছিস। আর নিরীহ কিছু মানুষের জীবন যাচ্ছে। সেইসঙ্গে নিজেরাও পুলিশের ভয়ে কাঁপছিস। তবু তোদের শিক্ষা নেই। যা, যা, পালা এখান থেকে।"

"যাচ্ছি। তবে কাল সকালের ব্যাপারটা মনে রেখো কিন্তু।"

বলাইদা বললেন, "এই রাতদুপুরে এসে কী আরম্ভ করেছিস তুই? যাবি কি না?"

"বুঝেছি। এত ঝাঁঝ যখন, তখন নিশ্চয়ই অন্য কোনও মতলব খেলা করছে তোমার মনে। দ্যাখো বলাইদা, ওদের যদি তুমি পালানোর ব্যবস্থা করে দাও তা হলে কিন্তু তোমার ভাল হবে না। অধর দত্তকে চেনো তো?

জ্যান্ত মেরে ফেলবে তোমাকে। তবে এও জেনে রেখো, আমার নজরে যখন একবাব পড়েছে ওরা, তখন পালিয়ে যাওয়ার কোনও রাস্তাই আর খোলা থাকবে না ওদের।"

বলাইদাও তখন মূর্তি ধরেছেন। বললেন, "তা হলে তুইও জেনে রাখ কাল্লু, আমার বয়সও এখন তিন কুড়ি ষাট। তোর বউদিও এখন বাপের বাড়িতে। ছেলেমেয়ে নেই। তাই তাদের মায়াও নেই। অতএব বুঝতে পারছিস তো মরতে আমি ভয় পাই না। আমি যাদের ভালবেসে ডেকে এনে আমার ঘরে আশ্রয় দিয়েছি তাদের আমি তোদের হাতে তুলে দেব? এটা তুই আশা করলি কী করে?"

"বলাইদা!"

"চোখ রাঙাবি না একদম। ছেলেমেয়েগুলো পাশেব ঘবে ঘুমোচ্ছে। সঙ্গে সেই কেলেমানিকও আছে। একবার যদি ডেকে তুলি তো—।"

"ভৌ। ভৌ ভৌ।"

"ওই, ঠিক শুনেছে সব তোর-আমার কথা। জেগে উঠেছে সব। এখন কী করবি কর তুই।"

কাল্লুর ভয়ার্ত স্বর শোনা গেল, "বঁ-লাঁ-ই-দাঁ—'

বলাইদা বললেন, "এতক্ষণ তো বেশ তড়পাচ্ছিলি। এখন প্রত্যেকটা কথার মাত্রায় একটা কবে চন্দ্রবিন্দু বসে যাচ্ছে কেন রে হতভাগা?"

বিলু আর ভোম্বল তখন পঞ্চুকে নিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে।

বিলু বলল, "কাল্লুভাই, তোমাদের কথাবার্তা আমরা সব শুনেছি। শুনে এই ধাবণাই হয়েছে, সৎ লোকেব ভাল পরামর্শ তোমরা নেবে না। কিন্তু বদ লোকের কু-পবামর্শটা তোমরা নেবেই।"

কাল্লু গম্ভীর গলায় বলল, "কী চাই তোদের?"

"গলা চড়িও না কাল্লুভাই। তোমার টুঁটি টিপে ধরার জন্য পঞ্চু আমাদেব সঙ্গেই আছে। এখন বলো আমাব বন্ধু বাবলু কোথায়? কোথায় সেই দিওতিমা।"

বিলুর কথা শেষ হতেই রাগে গরগর করতে লাগল পঞ্চু।

ওর মূর্তি দেখে দারুণ ভয় পেল কাল্লু। বলল, "বলছি, বলছি। তোমাদের ওই কুকুরটাকে সামলাও আগে।"

ভোম্বল বলল, "কেন? ও তোমার করেছেটা কী?"

"কিছুই করেনি। তবু ওকে আমাব ভয় করছে।"

"আমাদের সঙ্গে তুমি সহযোগিতা করো, ও তা হলে কিছুই বলবে না তোমাকে।"

কাল্লু ভয়ে ভয়ে বলল, "ওরা গয়াতেই আছে। রামশিলা পাহাড়েব গায়ে ভিক্ষিপ্রসাদেব বাড়িতে আছে ওরা।"

ভোম্বল কপাল চাপড়ে বলল, "ও ভগবান। বেকার আমরা এত কষ্ট করে এতদূবে এলাম।"

বলাইদা বললেন, "এলে তাই জানতে পাবলে। না হলে ওই অতবড় শহবে কোথায় খুঁজতে ওদের? যাই হোক, আর তোমাদের কাকোলাতে যাওযার দরকার নেই। কাল ভোরের বাসেই গয়া চলে যাও।"

বিলু বলল, "সে কথা আবার বলতে!"

কাল্লু বলল, "তবে ভাই একটা কথা, আমাব মুখ থেকে যে শুনেছ এ-কথা, তা যেন কখনও প্রকাশ না হয়। তা হলে কিন্তু আমার অবস্থা গুরুচরণ হয়ে যাবে। আরও একটা কথা বলি, ওখানে হিরো আর জিরো নামে দু'জন দুর্ধর্ষ গুন্ডা পাহারা দিচ্ছে ওদের। তাদের এড়িয়ে কিছু করতে যাওযাব আগে কিন্তু একটু সতর্ক থেকো।"

বিলু আর ভোম্বল দু'জনেই হাত মেলাল কাল্লুব সঙ্গে। বলল, "তোমাব ব্যাপাবে আমরা কারও কাছে কিছু বলব না। তবে চেষ্টা কোরো এইসব বাজে লোকেদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে।" বলে বলল, "বলাইদা! ভোরের বাস ক'টায়?"

কাল্লু বলল, "চালু হয়ে গেছে। এখনই তো চারটে। ফার্স্ট বাস চারটেতেই। আধঘণ্টা অন্তর বাস এখানে। তোমরা সাড়ে চারটের বাস এখন গেলেও পেয়ে যাবে।"

ভোম্বল বলল, "এখনই তা হলে বিদায় নিচ্ছি আমরা।"

বলাইদা বললেন, "খুব সাবধানে যাও তা হলে। দ্যাখো যদি উদ্ধার করতে পারো। তবে একটা কথা, ভুলেও যেন থানা-পুলিশ করতে যেয়ো না। তা হলে সব ভেস্তে যাবে। পুলিশের সঙ্গে দারুণ আঁতাত ওদের।"

সবাই তৈরি ছিল। তাই একটুও দেরি না করে রওনা হল বাসস্ট্যান্ডের দিকে।

বেশ খানিকটা আসবার পর বিলু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভোম্বল বলল, "কী হল, থামলি যে?"

"খুব ভুল হয়ে গেছে রে।"

"কীসের কী ভুল?"

"কাল রাত্রে শোওয়ার আগে প্রয়োজনে ব্যাগটা একবার খুলেছিলাম। তখনই কয়েকটা দরকারি জিনিস ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সেগুলো ঘুমের ঝোঁকে আর ভেতরে ঢোকাইনি। তার মধ্যে আমার ছোরাটাও ছিল। সেটা তো আমার চাই।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে যাও, গিয়ে নিয়ে এসো।"

বিলু যাচ্ছিল।

বাচ্চু বলল, "না তুমি একা যেয়ো না। আমরাও যাব তোমার সঙ্গে।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক। এই ভোরের অন্ধকারে একা কারও যাওয়া অথবা মেয়েদের আলাদা রেখে আমাদের দু'জনের যাওয়াও উচিত নয়। আমরা সবাই একসঙ্গে যাই চল।"

চল তো, চল। আবার সবাই ফিরে এল বলাইদাব বাসার দিকে।

কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ওরা কেমন যেন অন্যরকম গন্ধ পেল। দেখল শুধু কাল্লু নয়, আরও দু'জন এসে জুটেছে সেখানে।

এরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল পরস্পরের।

বিলু চাপা গলায় বলল, "বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। নিশ্চয়ই কোনও ষড়যন্ত্র চলছে ওখানে।"

ভোম্বল বলল, "বলাইদাকে তো দেখছি না ওদের মধ্যে।"

বিলু বলল, "খুব সাবধান। সবাই অন্ধকাবে মিশে একটু-আধটু নিরাপদ জায়গা দেখে গা ঢাকা দে। যাতে সহসা কেউ তোদের দেখতে না পায়। আমি পঞ্চুকে নিয়ে এগিয়ে দেখছি কোন নাটকটা হচ্ছে ওখানে। ভোম্বল তুই আমাব সঙ্গে আয।"

ওরা পা টিপে টিপে অন্ধকার দেওয়াল ঘেঁষে খানিক এগোতেই শুনতে পেল কাল্লু বলছে, "অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছি। খ্যাঁদানলাল, তুই এখনই তোর ট্রেকার নিয়ে এগিয়ে যা বড়বাজারের মুখে। ওইখানে ঠিক মোড়েব মাথায় ট্রেকারটাকে এমনভাবে রাস্তায় রেখে খুটখাট করতে থাকবি যাতে ওদেব বাসটা আটকে যায়। সেই সুযোগে রামুয়া আর লাডলি বাসে উঠে গুলি করবি ওদের ওই কুকুরটাকে। ওই কাজটা প্রথমেই করবি কিন্তু। না হলে সব চাল ভেস্তে যাবে। কুকুরটাকে না মেরে ওদের গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা ভুলেও কববি না।"

খ্যাঁদানলাল বলল, "উসকে বাদ ক্যা হোগা?"

"এর পর সবার চোখের সামনে দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নামাবি সকলকে। বাধা না দিল তো ভাল। বাধা দিলে মেরে ভুবন অন্ধকার করে দিবি। তারপর পোলট্রির মুরগিগুলোকে যেভাবে ভ্যানে চাপিয়ে জবাই করতে নিয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে ট্রেকারে উঠিয়ে ওদের গাদা কবে নিয়ে যাবি কাকোলাতে। আমি একটা স্কুটারে চেপে আগেই চলে যাচ্ছি। গিয়ে খবর দিচ্ছি গুরুজিকে। ওদের গলাব নলিগুলো দু'ফাঁক করে যদি কাকোলাতের জলে না চোবাতে পারি তো আমার নাম কাল্লু নয়। উঃ, কী নৃশংসভাবেই না মারল ওরা বঙ্কাটাকে!"

বিলু তখন রাস্তার ধার থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে সজোরে ছুড়েছে কাল্লুর নাক লক্ষ্য করে। অব্যর্থ টিপ। বেশ বড়সড় পাথর। তাই নাকে লাগতেই 'বাপ' বলে লাফিয়ে উঠল কাল্লু। চোখে-মুখে অন্ধকার দেখে বসে পড়ল সেখানেই। ফিনকি দিয়ে ছুটতে লাগল রক্তের ধারা।

অন্যেরা তখন কী হল কী হল বলে ধরে তুলল কাল্লুকে।

কাল্লু অতিকষ্টে বলল, "মনে হচ্ছে ওরা। ওই শয়তান ছেলেমেয়েগুলো নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে। তোরা পালা।"

রামুয়া বলল, "ম্যায় কিসকো নেহি ডরতা কাল্লুভাই। আনে দো সবকো। তব মিলেগা মজা।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা পাথর এসে পড়ল রামুয়ার মুখে। রামুয়া কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ করে চেঁচাতে লাগল।

লাডলির হাতে তখন উদ্যত রিভলভার।

সেদিকে তাকিয়েই বিলু নির্দেশ দিল পঞ্চুকে, "অ্যাটাক।"

পঞ্চু বাঘের বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল লাডলির ওপর। হাত কামড়ে ঝুলে পড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লোডেড রিভলভার। হঠাৎ একটা ছিটকে লাগবি তো লাগ কাল্লুকেই।

কাল্লু চাপা একটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল।

ভোম্বল ছুটে গিয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "পাপের বেতন মৃত্যু, এখন ইষ্টনাম করো।"

এদিকের কাণ্ডকারখানা দেখে বাচ্চু, বিচ্ছু, রিমা সবাই তখন ছুটে এসেছে। ওরা এসেই লাডলির হাত থেকে কেড়ে নিল রিভলভারটা। নিয়ে সেটা বিলুকে দিল।

বিলু আর ভোম্বল বলাইদার ঘরে ঢুকে ডাকতে লাগল 'বলাইদা বলাইদা' করে।

বলাইদা তখন মাথায় আঘাত পেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে ছিলেন ঘবের মেঝেয়।

ওরা সবাই গিয়ে তুলে বসিয়ে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিল বলাইদার।

একটু পরে সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলাইদা বললেন, "এ কী, তোমরা এখানে কীভাবে এলে!"

বিলু বলল, "ভগবান আমাদের আনিয়েছেন। কয়েকটা জিনিস ফেলে গিয়েছিলাম আমবা। সেগুলো নিতে এসেই দেখি এই কাণ্ড।"

"'খুব গুরু রক্ষে যে, তোমরা যাওনি গয়ার বাসে। ওরা তোমাদের ওই বাসের ওপর হামলা চালিয়ে কিডন্যাপ করত। তারপর হত্যা করত নৃশংসভাবে। পাছে আমি পুলিশে খবর দিই তাই আমাকে ঘায়েল করে এই কাজ করতে যাচ্ছিল ওরা। এখন ওদের সঙ্গে সহযোগিতা না করবাব জন্য আমাব ওপর আরও হয়তো টর্চাব করবে। তবে খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না। দত্তবাবুকে আমি ওদের বিরুদ্ধে কথা বলে এমনভাবে তাতিয়ে দেব যে, মরবে ওরাই।"

বিলু বলল, "যান, আপনি নির্ভয়ে গিয়ে দোকান খুলুন এবার।"

বলাইদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার জন্য আমি ভয় করি না বাবা, তবে তোমরা কিন্তু ভুলেও কাকোলাতের দিকে যেয়ো না। কেন না তোমাদের গোপনীয়তা আর নেই। ওরা একেবারে হাঁ করে আছে তোমাদের গ্রাস করবার জন্য। তাই বলি তোমরা পালাও এখান থেকে। গয়ার দিকে না হয় রাঁচির দিকে চলে যাও।"

বিলু বলল, "সে যা হয় হবে। আমরাও সতর্ক। আসন্ন যুদ্ধের মোকাবিলায় আমরাও তৈবি। এখন কাল্লু আর লাডলিকে আপনি দেখুন। কাল্লুটা মরেছে লাডলিব গুলিতে। আব লাডলি ক্ষতবিক্ষত পঞ্চুব আক্রমণে।"

এমন সময় বিচ্ছু ছুটে এসে ঘরে ঢুকে বলল, "এদিকে যে আর এক কেলেঙ্কাবি হয়েছে বিলুদা।"

"কেন, কী হল!"

"রিমাকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"সে কী? গেল কোথায়?"

বাচ্চু বলল, "আমরা যখন লাডলির দিকে নজর রাখছিলাম ঠিক তখনই উধাও ও। সেইসঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে খ্যাঁদানলাল আর রামুয়াও। মনে হয় ওরাই ওকে সরিয়েছে।"

বিলু বলাইদাকে বলল, "আপনি এদিকটা সামলান। আমরা সবাই ধাওয়া করছি ওদের।" বলে ঘরে ঢুকে ওর ছোরাটা উদ্ধার করে সবাইকে নির্দেশ দিল, "গো অ্যাহেড।"

পঞ্চুকে নিয়ে ওরা সবাই ছুটল বড় রাস্তার দিকে। অন্ধকার কেটে তখন একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটে উঠছে।

নওয়াদা দারুণ জমজমাট শহর। তাই সেখানেই দু'-চারজনের কাছে খোঁজখবর নিয়ে জেনে নিল কাকোলাতের পথঘাটের ব্যাপারে। তারপর সব জেনে বুঝে দুষ্কৃতীদের নজর এড়াবার জন্যই হঠাৎ একটা ট্রাক ম্যানেজ করে ওরা এসে নামল আকবরপুরে। এখানে জনতার ভিড়ে মিশে গিয়ে একটু জলযোগের পর্ব সেরে নিল। তারপর থালির মোড় পর্যন্ত যাওয়ার জন্য একটা ট্রেকাবের ব্যবস্থা করে বিলু সর্বাগ্রে ওদের বাড়িতে এবং ওদের এলাকার থানায় ফোন করে জানিয়ে দিল সব।

আকবরপুর থেকে গোবিন্দপুরের দিকে যাচ্ছিল একটি ট্রেকার। তাইতেই গাদাগাদি করে বসল সকলে। এর পর খানাখন্দর ওপর দিয়ে কোনওরকমে দুর্ঘটনার হাত থেকে যাত্রীদের প্রাণ বাঁচিয়ে অতি সুন্দরভাবে ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের মতো ট্রেকারটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে চলল ড্রাইভার।

বেশ খানিকটা পথ যাওয়ার পর হঠাৎ এক জায়গায় ট্রেকারকে থামাতে বলল বিলু।

অন্য যাত্রীরা বলল, "থালি কা মোড় আয়া নেহি। আভি এক-দেড় কিমি যানা পড়েগা।"

বিলু বলল, "হাম সব হিঁয়া উতরেঙ্গে। কাম হ্যায় থোড়া।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওরা ট্রেকারের ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল।

ভোম্বল বলল, "কী ব্যাপার! এখানে নামলি কেন?"

"একটু আগে জঙ্গলের মধ্যে একটা জিপ দেখতে পেলাম। তাই কৌতূহল হল খুব। এমনও হতে পারে ওই জিপে করেই হয়তো দুষ্কৃতীরা তুলে এনেছে রিমাকে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই লাফিয়ে উঠল, "নির্ঘাত তাই।"

ভোম্বল বলল, "তবে আর দেরি কেন? এখনই চল।"

এখানে চারদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। একদিকে উন্নত পাহাড়ের সারি।

জঙ্গলের কাঠ কেটে ফিরছিল একজন। তাকে কাকোলাতের কথা জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, "হাঁ। ওহি হ্যায় ককোলত।"

এরা কাকোলাতকে ককোলত বলে। তা সে যাই বলুক, ওরা খুব সন্তর্পণে মেন রোড ছেড়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল জিপটাকে লক্ষ্য করে। সবার আগে চলল পঞ্চু। ওর চোখের চাহনি আর চলার ভঙ্গি দেখে বেশ বোঝা গেল আসন্ন যুদ্ধের মোকাবিলায় ও ভালভাবেই তৈরি।

জিপটার খুব কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। তারপর ঘন ডালপাতা আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কারও উপস্থিতি নজরে আসে কিনা সেই আশায়। কিন্তু না, অনেকটা সময় পার হলেও দেখা পাওয়া গেল না কারও।

বিলু তখন সকলকে তৈরি থাকতে বলে পঞ্চুকে নিয়ে সাহসে ভর করে এগিয়ে গেল জিপের দিকে।

ভেতরে উঁকি মেরে দেখল কেউ নেই সেখানে। তাই নির্ভয়ে জিপে উঠে ইশারায় ভোম্বলকে ডেকে তল্লাশি শুরু করল ও। ভোম্বল এলে দু'জনে মিলে ড্রাইভারের সিটের তলা থেকে উদ্ধার করল কতকগুলো রিভলভার ও একগাদা দেশি কার্তুজ। ওরা আর একটুও দেরি না করে সেগুলো সব নামিয়ে আনল গাড়ির ভেতর থেকে। তারপর জঙ্গলের একটা পাহাড়ি নালার ধারে সেগুলোকে লুকিয়ে রেখে যেই না আসতে যাবে অমনই পঞ্চু ছুটে এল ওদের কাছে।

পঞ্চু ঘন ঘন লেজ নেড়ে উত্তেজনা প্রকাশ করতেই ওরা বুঝতে পারল নিশ্চয়ই কেউ আসছে এদিকে।

বাচ্চু-বিচ্ছুও তখন ওদের পাশে এসে দাঁড়াল।

ওরা দেখল জিপের দিকে হনহন করে এগিয়ে আসছে দু'জন লোক। একজন হল খ্যাঁদানলাল, অপরজন অপরিচিত। ওদের দেখে আশায় আনন্দে বুক যেন ভরে উঠল এদের। ওদের টার্গেট যে রং নয় তা বোঝাই গেল। এই জঙ্গলেই এবং খুব কাছাকাছি কোথাও যে রিমাকে লুকিয়ে রেখেছে ওরা, তা বোঝাই গেল।

বিলুরা তখন রীতিমতো তৈরি। প্রত্যেকের হাতে জঙ্গলের মোটা মোটা লাঠির মতো ভাঙা ডাল একখানা করে।

ওরা এসে সিটের তলা থেকে যন্তরগুলো বের করতে গিয়েই আঁতকে উঠল।

খ্যাঁদানলাল ডাকল, "আরে এ নান্দুরাম! ইধার আ যা।"

নান্দুরাম এগিয়ে গেলে খ্যাঁদানলাল বলল, "দেখো ক্যা হো গিয়া।"

নান্দুরাম দেখে বলল, "এ ক্যায়সে হুয়া?"

একটি বিশাল গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বিলু বলল, "অ্যায়সে হুয়া।" বলেই সেই মোটা লাঠির বাড়ি মাথার ওপর এক ঘা।

ততক্ষণে ভোম্বলও ঝাঁপিয়ে পড়েছে খ্যাঁদানলালের ওপর।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সকলে এবার একসঙ্গে হয়ে বেধড়ক লাঠিপেটা করতেই নিস্তেজ হয়ে পড়ল ওরা।

বিলু এবার ওর ছোরাটা বের করে খ্যাঁদানলালের গলায় ঠেকিয়ে বলল, "মেয়েটাকে তুলে নিয়ে এসে কোথায় রেখেছিস বল?"

খ্যাঁদানলাল কাঁপা কাঁপা গলায় অতিকষ্টে বলল, "পুরানা হাবেলি মে।"

ভোম্বল বলল, "পুরানা হাবেলি কতদূর এখান থেকে?"

'দো মিনিট কা রাস্তা।"

"আর ওই গুরু হনুমানের আশ্রমটা কোথায়?"

"ককোলাতমে।"

"এটাও তো কাকোলাত?"

"নেহি। ও হিঁয়াসে পাঁচ কিমি যানা পড়েগি। বহুৎই উঁচা। পাহাড় 'পর।"

বিলুবা আর অযথা বাক্যব্যয় না করে পুবানা হাবেলির দিকে এগিয়ে চলল।

হঠাৎই পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হল ওরা। পঞ্চুর কাজই হল যেতে যেতে একবার করে পেছন ফিবে দেখা। ভাগ্যিস দেখেছিল। তাই ফিরে তাকিয়েই দেখতে পেল নান্দুরাম খ্যাঁদানলালকে। ওরাও তখন দু'জনে দুটো শক্ত কাঠ নিয়ে ওদের মারবার জন্য ওই অবস্থাতেও এগিয়ে আসছিল চুপিসারে। পঞ্চু দারুণ চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদেব ওপর। তারপর মোক্ষম কামড় দিয়ে হাল ওদের খারাপ করে দিতেই জ্ঞান হারিযে লুটিয়ে পড়ল ওরা।

ভোম্বল খ্যাঁদানলালের পকেট হাতড়ে জিপের চাবিটা বের কবে নিজের পকেটে রাখল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে চলল পুরানা হাবেলির দিকে।

খানিক যেতেই ভাঙাচোরা একটা পরিত্যক্ত প্রাসাদোপম প্রাচীন বাড়ি নজরে পড়ল ওদের।

ওরা সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে তালাবন্ধ একটি ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর থেকে চাপা একটা কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওরা অনায়াসে সেই ঘরের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকেই চমকে উঠল। সকলে সবিস্ময়ে বলল, "এ কী! রেবাদি আপনি? রিমা কই?"

রেবাদি কান্না ভুলে বললেন, "তোমরা এখানে! আমি তো ভাবতেও পাবছি না। কাল রাতে ওবা আমাকে এখানে নিয়ে এসে রেখেছে। কিন্তু রিমা কে? তাকে তো আমি চিনি না।"

বিচ্ছু বলল, "আপনার চেনবারও কথা নয়। তাকে ওরা সবেমাত্র নিযে এসে বেখেছে। বাবলু আব দিওতিমাও ওদের খপ্পরে।"

বাচ্চু বলল, "এরই মধ্যে একটাই সুখবব, গুরুদেব চন্দ্রকান্ত গিবি আব আপনার ভাই দেবাংশু ওদেব খপ্পব থেকে পালাতে পেরেছে।"

রেবাদি শুনেই কেঁদে উঠলেন তখন। বললেন, "না না না। সম্পূর্ণ ভুল ধাবণা তোমাদের। ওরা পালিযেছিল ঠিকই। কিন্তু পবে ওরা আবাব ধরা পড়েছে। গুরুদেবকে আব ভাইকে এই বাড়িরই ওপবতলাব একটা ঘবে বন্দি করে রেখেছে ওরা। খেতে দেয় না। তিনদিন অন্তর একটা কবে রুটি আব এক কাপ জল দেয়। ওদের সেই ক্ষুধার্ত রূপ চোখে দেখা যায না।"

বাচ্চু বলল, "আপনি তো কাল বাতে এখানে এসেছেন। আপনি এতসব জানলেন কী কবে?"

"ওরাই বলেছে আমাকে। বলেছে কঠিন শাস্তি। ওদের খপ্পর থেকে কেউ পালাতে গেলে তাকে নাকি ওবা ওইভাবেই জব্দ করে থাকে। পরে পাগল করে ছেড়ে দেয। কাল বাতে আমিও দেখেছি ওদেব। আমায় দেখে ভাইটার সে কী কান্না। গুরুদেব নিথব।"

"তা হলে চলুন, আগে ওদের উদ্ধাব কবি।"

দোতলার ওপর থেকে তখন পঞ্চুব ভৌ-ভৌ ডাক শোনা যাচ্ছে।

সেই ডাক শুনে ওবা ছুটে ওপরে উঠল। আবার তালা ভেঙে ঘবে ঢোকা। কী করুণ দৃশ্য সেখানে। চন্দ্রকান্ত গিরি আর দেবাংশু অর্ধমৃত হয়ে পড়ে আছে। ওরা সকলে মিলে ধরাধরি করে ঘর থেকে বের কবল ওদের। তারপর চোখেমুখে জল দিয়ে পাশের ঘর থেকে কিছু বাসি ডাল রুটি এনে খেতে দিল। খাওয়াব জল দিল। পরে রেবাদিকে ওদের সাহায্যের জন্য রেখে ওরা তৎপব হল রিমার খোঁজে। কিন্তু না, গোটা বাড়ি তোলপাড করেও কোথাও পেল না বিমাকে। মেযেটা যেন ভোজবাজিব মতো উবে গেল এখান থেকে।

॥ ১৭ ॥

বাবলুর যখন জ্ঞান ফিরল তখন ভোবের আলো অল্প অল্প করে ফুটে উঠছে। ও বেশ বুঝতে পারল একটি অন্ধকার গুহার মধ্যে রাখা হয়েছে ওকে। যথাস্থানে হাত দিয়েই বুঝল আসল জিনিসটাকেই খুইয়েছে ও। অর্থাৎ পিস্তলটিকে ওরা হস্তগত করেছে। এমনকী ওর কাছে টাকাপয়সা যেখানে যা ছিল সব নিয়েছে। নিয়েছে ওরা দিওতিমাকেও। সে এখন কোথায় কীভাবে বন্দিনী হয়ে আছে তা কে জানে?

গুহাটি অত্যন্ত অপরিসর। ও কোনওরকমে বুকে হেঁটে গুহার মুখের কাছে এল। এসে বুঝল মুখটি পব পর কয়েকটা পাথর সাজিয়ে আটকানো। ও গায়েব জোরে সেই পাথরে ঠেলা দিতেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল পাথরগুলো। ধারেকাছে কোনও ভালুক টালুক ছিল বোধহয়, তাই পাথরগুলো তার গায়ে পড়তেই বিকট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চিৎকার করে দৌড়ে পালাল সেখান থেকে। কিন্তু তা হলে কী হয়। চারদিকে বড় আবছায়া। দেহে-মনে ক্লান্তি। সময়ে খাওয়া না পেয়ে জঠরে ক্ষুধার জ্বালা। অনবরত ইঞ্জেকশনের প্রভাবে হাতে ব্যথা। ওরা একবার করে আসছে, দেখছে আর মরফিয়া দিচ্ছে।

যাই হোক, তবু তো মুক্ত বাতাস একটু পাওয়া গেল। ও পায়ে পায়ে গুহার বাইরে এসেই অবাক! জায়গাটা ওর খুবই পরিচিত জায়গা বলে মনে হল। নীচে একটা কুণ্ড থেকে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে অবিরাম ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। চারদিকে কত মঠ-মন্দির। ও ধীরে ধীরে একটু উচ্চস্থানে উঠে একটা জৈন মন্দির দেখতে পেল। সেই মন্দিরে তখনও পুজো আরতির ব্যবস্থা হয়নি। মন্দিরের পাশেই একটি ঘরের ভেতর থেকে একটা বুড়ি লোটা হাতে বেরিয়ে এসে দরজায় শিকল দিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। বাবলু মনে মনে স্থির করল, সেই বুড়ির কাছেই কেঁদেকেটে ভিক্ষা চাইবে সে। বুড়ি ফিরে এলে ওর বিপদের কথা সব বলে যা হয় একটা উপায় করে নেবে। এই ভেবে সে ঘরে না ঢুকে দরজার কাছেই বসে রইল চুপ করে।

হঠাৎই ঘরের ভেতর থেকে একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে কানখাড়া করে রইল সে। হ্যাঁ, শব্দটা ঘরের ভেতর থেকেই আসছে। কেউ যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ভেতরে। বাবলুর মনে এবার সন্দেহ দেখা দিল। সে নির্দ্বিধায় দরজার শিকল খুলেই দেখল ঘরের মেঝেয় পাতা একটি বিছানায় বসে একভাবে কেঁদেই চলেছে দিওতিমা।

বাবলুকে দেখেই সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বলল, "কাল সারারাত কোথায় ছিলে তুমি?"

"একটা গুহার ভেতর, মৃত্যুপুরীতে। ভাগ্য ভাল যে, সাপ অথবা বিছেয় কামড়ায়নি। জ্ঞান ফিরতেই ওরা এসে আবার অজ্ঞান কবে দেওয়ার আগে পালিয়ে এসেছি। তোমাব কথাও মনে হচ্ছিল খুব। কিন্তু তুমি যে কোথায় আছ তা তো জানতাম না।"

এমন সময় দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন একজন প্রবীণ জৈন পুরোহিত। বাবলুকে দেখেই বললেন, "তুম!"

বাবলু পুরোহিতকে প্রণাম কবে বলল, "এই মেয়েটাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। কিছু বদ লোক আমাদের দু'জনকে কিডন্যাপ করেছিল। ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করিয়ে রাখছিল। তারপর কখন কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমরা। আমি একটা গুহায় বন্দি ছিলাম। আর এ দেখি এখানে।"

জৈন পুবোহিত বললেন, "তোমরা বাঙালি? আমি দিগম্বব জৈন সম্প্রদায়ের একজন পুবোহিত। বহুদিন কলকাতায় ছিলাম। কাল অনেক রাতে আমাদের একজন লোক তোমাদের দু'জনকে এই পাহাড়ের নীচে অপেক্ষমাণ একটি মারুতির মধ্যে দেখতে পায়। আমবা সেখান থেকে তোমাদের দু'জনকেই উদ্ধার করি। কিন্তু উপযুক্ত লোকজন না পাওয়ায় একসঙ্গে দু'জনকে আনতে পারিনি। প্রথমে মেয়েটিকে এনে পরে তোমাকে আনতে গিয়ে দেখি তুমি নেই। এদিকে সেই মারুতিটাও হাওয়া। তাই আমরা ধরেই নিয়েছিলাম ওবা তোমাকে নিয়েই চলে গেছে।"

বাবলু বলল, "অত কিছু না করে একবার যদি পুলিশে খবর দিতেন!"

"পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল বইকী! একজন লোক তোমাকে পাহারা দিচ্ছিল। আর দু'জন গিয়েছিল থানায়। তারই মধ্যে আমাদের ওই লোকটিকেও হাপিস করে দেয় ওরা। তবে বেশিদুব নিয়ে যায়নি। সোনভাণ্ডারের কাছে রাস্তার ধারে একটা খাদের মধ্যে ফেলে দেয় তাকে। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না তোমাকে ওই গুহায় আটকে রাখল কারা?"

বাবলু বলল, "হয়তো এই অঞ্চলেও ওই দুষ্টচক্রের কিছু লোক সক্রিয় হয়ে আছে। তবে আমাব ভাগ্য ভাল যে, ওরা আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলেনি। আমাকে এইভাবে বাঁচিয়ে রেখে গুহাবন্দি করল ওরা কী কারণে, তা কিন্তু বুঝতে পারছি না! যাক, এবার আমরা বিদায় নিতে চাই।"

ওরা আবার প্রণাম করে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগল পাহাড় থেকে।

পুরোহিতও ওদের সঙ্গে এলেন কিছুটা পথ। এসে বললেন, "শোনো, তোমাদের হাতে তো কোনও টাকাপয়সা নেই বলেই মনে হচ্ছে। তাই তোমরা এক কাজ করো, বাজারে গিয়ে শেঠ মংঘিরামজির গদিতে চলে যাও। গিয়ে সাহায্য চাও। উনি খুব খুশি হয়ে যা লাগে তা দিয়ে দেবেন। এতক্ষণে হয়তো তোমাদের ব্যাপারটা এখানকার সবাই জেনে গেছে। উনিও জেনেছেন।"

এমন সময় শূন্য একটা ডুলি নিয়ে দু'জন কুলিকে গুহার দিক থেকে এইদিকে আসতে দেখা গেল। তাদের পেছনে যে ছিল তাকে দেখেই চিৎকার করে উঠল বাবলু, "শয়তান বানটু, তুমিই তা হলে ওইখানে আটকে রেখেছিলে আমাকে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কুলিদুটো তখন ভয়ে ডুলি ফেলে দৌড়ল। আর বানটু ওদের দিকে পিস্তল তাগ করতেই জৈন পুরোহিত এক ঝটকায় কুপোকাত করলেন তাকে।

বাবলু আর দিওতিমা দু'জনেই তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর।

বাবলু ওর হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিয়েই দেখল ওটা ওরই পিস্তল। সেটাকে দুষ্কৃতীর কবল থেকে মুক্ত করে ওর পকেট হাতড়ে যে ক'টা কার্তুজ ছিল সব বের করে নিল। আর দিওতিমা করল কী, ভারী একটা পাথর এনে ঠুকে ঠুকে গুঁড়িয়ে দিল ওর ডান হাতটাকে। হাড় ভাঙার যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করতে লাগল বানটু। সে কী প্রাণান্তকর আর্তনাদ!

পাহাড় তখন জেগে উঠেছে। একধার থেকে অনেক লোকজন এসে চেপে ধরল বানটুকে। তারপব ওর কলার ধরে মারতে মারতে নীচের দিকে নামিয়ে নিয়ে চলল।

একজন দশটা টাকা দিলেন বাবলুব হাতে।

বাবলু তাই পেয়েই সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দিওতিমাকে সঙ্গে করে নামতে লাগল পাহাড় থেকে। খানিক নামবার পর পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের দৃশ্য দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল বাবলু, "বাঃ রে! এ তো দেখছি রাজগির। আমরা তো একবার অভিযান করে গেছি এখানে। কিন্তু কাকোলাত যেতে এখানে কেন এলাম আমরা?"

দিওতিমা বলল, "আরে, সত্যিই তো! আমরা তো রাজগিরের বৈভার পাহাড়েই আছি মনে হচ্ছে। ব্যস, আর কোনও দুর্ভাবনা নেই। আমার বাবার এক বন্ধু বিষ্ণু যাদব এখানেই থাকেন, কেশব আশ্রমেব কাছে। তাঁব পরিবারের লোকরাও আমাকে চেনেন। গত বছরই শীতের সময় দিনদুয়েকের জন্য একবাব এখানে এসেছিলাম আমরা।"

বাবলু বলল, "রাজগির থেকে নওয়াদা খুব কাছে। অর্থাৎ এখান থেকে কাকোলাত যেতে কোনও অসুবিধেই হবে না আমাদের। চলো, পাহাড়ের নীচে গিয়ে আগে দু'জনে দু'কাপ চা খাই। পবে অন্য কথা।"

ওরা কথা বলতে বলতেই নীচে নামল। বাবলু বলল, "তোমার বাবার মুখে শুনলাম তুমি নাকি স্কুল যাওযাব পথে ওদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলে? কিন্তু কীভাবে? তা ছাড়া আরও একটা বিষয় জানবার কৌতূহল আছে আমার। তুমি তো শাড়ি পরে স্কুলে যাচ্ছিলে, তা কালো দত্তর ডেরায গিয়ে যখন গাড়ি থেকে নামলে তখন তোমাকে সাদা আদ্দির ফ্রক পরা অবস্থায় দেখা গেল কেন? এ তো চলচ্চিত্রের কোনও দৃশ্য নয়।"

দিওতিমা বলল, "চলচ্চিত্রের দৃশ্য না হলেও ব্যাপারটা ওইরকমই। আমি যখন স্কুলে যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎই এয়ারকুলার লাগানো একটা গাড়ি এসে থামল আমার সামনে। গাড়ির ভেতর বসে ছিলেন মহন্ত মহারাজের মতো এক দিব্যকান্তি সাধুবাবা। উনি বললেন, "মামণি, তুমি স্কুলে যাচ্ছ? আমার একটা উপকাব করবে মা?"

আমি ওঁকে হাত তুলে প্রণাম করে বললাম, "কী উপকার বলুন?"

"তাতে হয়তো তোমার স্কুলটা কামাই হবে। আজ নিক্কো পার্কে ভাগবতাচার্য মহাবাজেব আসবার কথা। তাঁকে নিয়ে মহাযোগী নামে একটি ছায়াছবির শুটিং হবে। তা তোমার যা মিষ্টি চেহারা তাতে তোমার হাত দিয়ে একটি পুষ্পস্তবক তাঁকে আমি দেওয়াতে চাই। সেটা কিন্তু আমাদের মুভি ক্যামেরায় ধরা থাকবে। মাঝেমধ্যে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করব। আমাদের ওই ছবিতে মুম্বই-এর কয়েকজন বিশিষ্ট চিত্রতারকাও অভিনয করছেন। তুমি ইচ্ছে করলে বা তোমার বাড়িতে রাজি হলে ওই ছবিতে তুমি অভিনয়ও করতে পারো। ওঁব কথার টোপ আমি গিলে নিলাম। সিনেমায় নামবার এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? এ আমার কতদিনের শখ। তাই গাড়িতে উঠে যেতে যেতে বললাম, 'এমন জানলে আজ আর শাড়ি পরে আসতাম না। একটা স্কার্ট বা অন্য কিছু পরতাম।' উনি হেসে বললেন, 'তাতে কী? তোমার পোশাকের ব্যবস্থা আমি এখনই করে দিচ্ছি।' বলে একটা বড় দোকানে নিয়ে গিয়ে আমার পছন্দসই পোশাক পরিবর্তন করালেন! তারপর নিক্কো পার্কে গিয়ে এদিক-ওদিক ঘুবে এসে উনি বললেন, 'নাঃ। মহারাজ তা হলে বাড়িতেই শুটিং করছেন। চলো বাড়িতেই যাওয়া যাক।' বলে আবার আমাকে গাড়িতে ওঠালেন। কিন্তু খানিক যাওয়ার পরই আমার ভুল আমি বুঝতে পারলাম। হঠাৎ করে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে এমন একজন লোককে উনি উঠিয়ে নিলেন গাড়িতে, যাকে দেখে আমার মোটেই ভাল লোক বলে মনে হল না। সে গাড়িতে উঠেই আমার পেটের কাছে একটা ক্ষুর ধরে বলল, 'একদম চেঁচাবি না। চেঁচালেই মেরে ফেলব।' আমার তখন ফিরে আসার কোনও পথই খোলা নেই। সেই থেকেই আমি বন্দি হয়ে গেলাম ওদের হাতে। পরে অবশ্য আমি জানতে পারলাম ওই সাধু শয়তান একজন ছদ্মবেশী। আমার বাবার চিরশত্রু মাধাই ঘোষ। আমাদের বাঁচিয়ে রেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এবং আমার বাবা-মাকে আমার শোকে জীবন্মৃত করে শাস্তি দেওয়াই আসল উদ্দেশ্য ওঁর।"

কথা বলতে বলতেই রোদ উঠল। ওরা পাহাড়ের নীচে নেমে ওই দশ টাকার মধ্যেই একটা করে শিঙাড়া আর এক কাপ করে চা খেয়ে চাঙ্গা করল দেহটাকে।

পাহাড়ের লোকজনরা বানটুকে মারতে মারতে নিয়ে চলল থানায়। বাবলু আর দিওতিমাকেও যেতে হল সকলের সঙ্গে। মারের চোটে বানটু ওর অপরাধের কথা স্বীকার করল। বলল, কাকোলাতের ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়াতেই ওরা ছেলেমেয়ে দুটোকে আটকে রাখবার জন্য রাজগিরে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না!

থানা থেকে বেরিয়ে বাবলু আর দিওতিমা একটা রিকশা নিয়ে চলল বিষ্ণু যাদবের বাড়ির দিকে। যেতে যেতেই দিওতিমা বলল, "বানটুর ওপর আমার যা রাগ ছিল না, আমার পেটের কাছে ক্ষুর ধরে আমাকে চোখ রাঙানোর ফল এতদিনে পেল ও। আমি নিজেই তার প্রতিশোধ নিলাম। ওই হাতে জীবনে আর কখনও ক্ষুর ধরতে হবে না ওকে।"

বিষ্ণু যাদবের বাড়িতে যেতে পরম সমাদরে রিকশার ভাড়া মিটিয়ে ওদের দু'জনকে গ্রহণ করলেন বাড়ির লোকেরা। তারপর পাশেই পাবলিক কল অফিস থেকে দিওতিমার বাবাকে ফোন করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, ওদের বাড়ির টেলিফোন তখন আউট অব অর্ডার।

বাবলুর পরিচয় পেয়ে এবং ওর মুখে আগাগোড়া সব কথা শুনে যারপরনাই অবাক হয়ে গেলেন বিষ্ণু যাদব। ওঁর স্ত্রী এবং দুই মেয়ে দিওতিমাকে কলকাতায় ওর বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু দিওতিমা রাজি হল না। বলল, "আপাতত আপনারা আমাদের দু'জনকে কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন। বাবলুর সঙ্গ আমি কিছুতেই ছাড়ব না। কেন না বারেবারে আমার জন্য তার জীবন যে বিপন্ন করছে, এই সঙ্গিন মুহূর্তে আমি কী করে একা তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিই? পথে ওর কিছু হয়ে গেলে আমি অন্তত ওকে দেখতে পারব। কাউকে খবর দিতে পারব। তা ছাড়া গুরু হনুমান ওরফে ওই মাধাই ঘোষের বদলা যে আমিও নিতে চাই।"

এর পরে আর কথা চলে না। ওরা খুব ভালভাবে স্নান-খাওয়া সেরে বেলাবেলিই রওনা হল কাকোলাতে যাওয়ার জন্য। বিষ্ণু যাদব ওদের পথনির্দেশিকা দিয়ে কাকোলাত পর্যন্ত একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। বললেন, "খুব সাবধানে যাবে। জঙ্গল ওখানে খুব গভীর। সন্ধের পর একদম রিস্ক নেবে না। কেন না হিংস্র জন্তুতে ভরে যায় জায়গাটা।"

একটা জিপে করেই ওরা যাচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, রাজগিরের সীমানা ত্যাগ করার পরই জিপটা গেল খারাপ হয়ে। অতএব ড্রাইভার লগনদেও ওদের জন্য একটা মোটরবাইকের ব্যবস্থা করে দিলেন কাছাকাছি একটি পেট্রল পাম্প থেকে। দিয়ে বললেন, "তোমরা যাও, আমি গাড়ি ঠিক করে একটু পরেই যাচ্ছি।"

বাবলুর আর তর সইছে না। একটা হিরো হোন্ডা পেয়ে তারই পেছনের সিটে দিওতিমাকে বসিয়ে নিয়ে ঝড়ের গতিতে উড়ে চলল ওরা। নিদারুণ দুর্দশাগ্রস্ত খারাপ রাস্তা পার হয়ে ওরা একসময় যখন কাকোলাতে এসে পৌঁছল তখন মুগ্ধ হয়ে গেল সেখানকার প্রাকৃতিক অবস্থান দেখে।

কাকোলাত প্রপাতের জল ঝরনার ধারা নিয়ে নদীর আকারে নেমে আসছে বনভূমির ভেতর দিয়ে। কী নির্জন চারদিক। বেলা অনেক হয়েছে, তাই কারও পাত্তা নেই। ওরা জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় হিরো হোন্ডাটাকে লুকিয়ে রেখে ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল। এক জায়গায় গিয়ে দেখল পাহাড়ের অনেক উচ্চস্থান থেকে ভীষণ গর্জনে একটি জলপ্রপাত নীচে পড়ে বিশাল একটি কুণ্ডের সৃষ্টি করেছে। কুণ্ডটি এত বিশাল যে, একসঙ্গে অনেক লোক স্নান করতে পারে সেখানে।

এত কষ্টের পরও মিষ্টি মেয়ে দিওতিমার মুখ যেন এক অনাবিল আনন্দে ভরে উঠল প্রকৃতির সেই রূপ দেখে।

একটি পাহাড়ি মেয়ে জল ভরতে এসেছিল সেখানে।

বাবলু তাকে জিজ্ঞেস করল, "ইধার মন্দির কাঁহা?"

মেয়েটি বলল, "ম্যায় নেহি জানতা। তুম চলি যাও হিঁয়াসে।" বলে ওদের দু'জনকেই চোখের ইশারায় দেখিয়ে দিল ওপরদিকে।

পাহাড়ের মাথায় লাল শালুর একটা ধ্বজা পোঁতা আছে।

বাবলু বলল, "উপর যানে কা রাস্তা কিধার?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"ম্যায় নেহি জানতা।" বলে ইঙ্গিতে পাহাড়ের নীচে দিয়ে পেছনদিক দিয়ে যেতে বলল।

দিওতিমার একটা হাত শক্ত করে ধরে বাবলু নীচে নামবার জন্য যেই না কয়েক পা এগিয়েছে অমনই ভয়ার্ত স্বরে বিকট একটা চিৎকার করে উঠল পাহাড়ি মেয়েটি। বাবলু আর দিওতিমাও আঁতকে উঠল। পাহাড় ভেঙে পড়া একটা শব্দের সঙ্গে তোলপাড় করে উঠল কাকোলাতের জল। যেন একটা জলহস্তী খেপে গিয়ে দাপাদাপি করছে সেখানে।

ওরা ছুটে গিয়ে যা দেখল তাতে আনন্দের আর অবধি রইল না ওদের। দেখল কাকোলাত পর্বতের মাথার ওপর থেকে কুণ্ডে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন অধর দত্ত। আর তাঁর টুঁটি কামড়ে তাঁকে নাস্তানাবুদ করছে শ্রীমান পঞ্চু।

বাবলু উল্লসিত হয়ে ডাকল, "পঞ্চু, আমি এসে গেছি। ছেড়ে দে ওকে। ওর খেলা শেষ।"

হতভম্ব পঞ্চু জল থেকে উঠে এসে গা ঝেড়ে কুঁই কুঁই করে বাবলুর পায়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

বাবলু বলল, "ওরা কই? বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ওরা?

পঞ্চু এবার 'ভৌ ভৌ' ডাক ছেড়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ওদের।

পাহাড়ি মেয়েটিও জলের জায়গা রেখে ওদের সঙ্গে চলল। প্রাণহীন অধর দত্ত জলেই পড়ে রইলেন। ওরা একবার সেইদিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে শুরু করল অবতরণ।

জঙ্গলের মধ্যে একটি ঝোপড়ির ঘরে এসে মেয়েটি ডাকল, "বহিনজি, এ বহিনজি, জলদি নিকালো। দেখো, কৌন আয়া।"

এই ডাক শুনে ঝোপড়ির ভেতর থেকে যে বেরিয়ে এল তাকে দেখেই চমকে উঠল বাবলু, "এ কী! রিমা তুমি এখানে?"

রিমা তখন ওর অপহরণের পর থেকে যা যা হয়েছিল সব বলল। এমনকী পুরানা হাবেলিতে বেরাদি, ওঁর ভাই এবং গুরুদেবের বন্দি হয়ে থাকার কথাও বলল। আর এও বলল, কীভাবে ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ও পালিয়ে এসেছে। সবশেষে বলল, "আমি জানতাম তোমরা কেউ না কেউ এদিকে আসবে। তাই এই অবেলাতেও ওই চুমকিকে আমি জল নিয়ে আসার অছিলায় কুণ্ডের কাছে থাকতে বলেছিলাম। ও আর ওর মা আমাকে এখানে আশ্রয় দিয়ে শত্রুদের কবল থেকে বাঁচিয়েছে।"

বাবলু বলল, "আমার আর কোনও কথা শোনবার মতো ধৈর্য এখন নেই। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ওরা কোথায়?"

"জানি না। ওদের কাউকেই দেখিনি আমি।"

পঞ্চু তখন দারুণ হাঁকডাক করে জঙ্গলের পথ ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওদের।

ওরা সকলে পঞ্চুকে অনুসরণ করল। এই অভিযানে চুমকিও পথপ্রদর্শক হল ওদের।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে কষ্ট করে ওরা যখন পাহাড়ের মাথায় উঠল, তখনই দর্শন পেল গুরু হনুমান ওরফে মাধাই ঘোষের। ওঁর সঙ্গে যমদূতের মতো দু'জন দুষ্কৃতী বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে ছিল।

ওদের দেখেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন মাধাই ঘোষ। বললেন, "এ কী! এরা কী করে এখানে এল? আমার লোকজনরা এদের বাধা দিল না কেন?"

সঙ্গীরা বলল, "বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই বস। যারা ছিল তারা কেউ মরেছে, কেউ ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। এমনকী আশ্রমেরও চিহ্নমাত্র নেই।"

"না থাক। এই কুকুরটা তো অধরদাকে নিয়ে জলে পড়ল। তারপরই আবার বেঁচে উঠল কী করে?"

একজন বলল, "আপনি হুকুম করুন, ওটাকে শেষ করে দিই?"

"উঁহুঁ। বন্দুকটা আমাকে দে। আমি মারব ওকে।" বলে বন্দুক নিয়ে পঞ্চুর দিকে তাগ করতেই বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল, ঢিসুম।

আসন্ন সন্ধ্যায় গুলির শব্দে ও আর্তনাদে বনভূমি কেঁপে উঠল যেন। সেই শব্দ পাহাড়ে পর্বতে ধ্বনিত হতে লাগল। পঞ্চুর টার্গেট তখন অন্যজন। আর যার হাতে বন্দুক ছিল তার হাত কামড়ে ঝুলে পড়তেই তার হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল দিওতিমা। তারপর সেটাকেই সে মাধাই ঘোষের দিকে তাগ করে বলল, "এইবার। এইবার তুই যাবি কোথায় শয়তান? আমার বাবার শনি তুই। আজ তোকে মেরে আমি আমার বাবাকে গ্রহমুক্ত করব।"

মাধাই ঘোষ তখন বলির পশুর মতো থরথর করে কাঁপছেন ভয়ে। বললেন, "তোমার দুটো পায়ে পড়ি মা। আমাকে মেরো না। আমি আমার অন্যায় স্বীকার করছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "না। ওকে সত্যিই মেরো না। ওকে বাঁচতে দাও। ওকে মারবার হলে ওর বুকেই গুলি করতাম আমি। কিন্তু করেছি কাঁধে। আমি চাই ও সারাজীবন ধরে জেলের ঘানি টানুক।"

দিওতিমা তখন পাগলিনী। বলল, "বেশ। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। কিন্তু আমার ইচ্ছায় সারাজীবন পঙ্গু হয়ে জেল খাটুক ও।" বলেই বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে ওর দুটো পায়েরই হাড় ভেঙে দিল।

পঞ্চু তখন সেই দু'জনকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

বাবলু ওদের কাছে গিয়ে বলল, "আমার বন্ধুরা কোথায়?"

ওরা আতঙ্কিত হয়ে মন্দিরের দিকে দেখিয়ে দিল। সেখানেই ছোট্ট একটা মন্দির ও ঘর ছিল একটা। নির্দেশ পেয়েই বাবলু ছুটে গেল সেইদিকে।

ওই ঘরেই পাওয়া গেল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে। ওরা সবাই মুক্ত হয়ে দিওতিমা ও বাবলুকে জড়িয়ে ধরল।

বিলু বলল, "সত্যি, পঞ্চু যে ওদের খপ্পর থেকে রেহাই পাবে, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি!"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "কেন? কী হয়েছিল পঞ্চুর?"

"অধর দত্ত ওকে নাইলনের জালে আটকে পাহাড় থেকে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎই দেখি ও জাল থেকে ফসকে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অধর দত্তর ওপর। কিন্তু তোর ব্যাপারটা কী? এই মেয়েটাই বা কে?"

দিওতিমা বলল, "ওর নাম চুমকি। ও আর পঞ্চু আমাদের পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে।"

এমন সময় হঠাৎই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল রিমা, "দ্যাখো, দ্যাখো, কারা এসেছে?"

ওরা সবাই ঝুঁকে পড়ে কুণ্ডের দিকে তাকাতেই দেখল অনেক পুলিশ নিয়ে সেখানে হাজির বিষ্ণু যাদবের ড্রাইভার লগনদেও। আর আছেন নওয়াদার সেই বলাইদা। রেবাদি, চন্দ্রকান্ত গিরি, দেবাংশু এবং আরও একজন।

দিওতিমা সবিস্ময়ে বলে উঠল, "বাবা, তুমি?"

অরুণবাবু নীচে থেকে হাত নাড়লেন।

বিলু বলল, "আমিই ফোনে খবর দিয়েছিলাম। উনি হয়তো প্লেনে পটনা হয়ে এখানে এসেছেন।"

এমন সময় পাহাড়ের গা বেয়ে কিছু পুলিশ ওপরে উঠে এসে মাধাই ঘোষ ও তাঁর সঙ্গী দু'জনের হাতে হাতকড়া পরালেন।

ভোম্বল বলল, "বাবা নেপু, যাও এবার তিহার জেলে গিয়ে মনের আনন্দে গান গেয়ে ঘানি টানো, যাও।"

মাধাই ঘোষ রক্তচক্ষুতে একবার ওদের দিকে তাকিয়ে হাড়ভাঙা পা নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে বিদায় নিলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদেরও অভিযান শেষ।

রিমা বলল, "এবার তা হলে জয়ধ্বনিটা আমিই করি?"

দিওতিমা বলল, "সে-কথা আবার বলতে!"

অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল রিমা, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা!"

দিওতিমা বলল, "হিপ হিপ হুরর রে।"

চুমকি কিছুই বুঝল না। তাই ফিকফিক করে হাসতে লাগল।

শুধু পঞ্চুই যা তালে তাল দিয়ে ওর স্বরে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম